উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৬২৭.৬৯ (-২৫০.৪৮)
নিফটি : ২৫,৭৩২.৩০ (-৫৭.৯৫)

সেনাপতি অনেক, যুদ্ধ জয়ের রাজা কে? ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৪° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন

দুই-তিন দফায় ভোটের চর্চা ৭

রোকো আবেশে ডুবে রাজকোট নজর সিরিজ জয়ে ১১

২৯ পৌষ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 236

জৌলুসে মমতাকেও ছাপিয়ে...

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : মঞ্চ দেখে মনে হতেই পারে নামী কোনও শিল্পীর কনসার্ট। ঘুঘুমারির কদমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ আর মঞ্চের পেছনে বিশালাকৃতি এলইডি স্ক্রিন দেখে অনেকেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড মঞ্চে ওঠার প্রাক মুহূর্তে স্ক্রিনে ফুটে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়গান। তা দেখে ভিড় থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'এত বড় টিভিও আবার হয় নাকি!' তাঁর মতো অনেকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন মঞ্চের দিকে। তাতে অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নেই। এর আগে কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেক হেভিওয়েটের সভা হয়েছে। কিন্তু এরকম ধাঁচের সভার আয়োজন আগে দেখা যায়নি। মঙ্গলবারের সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু একজন নেতা হিসেবে নয়, কর্পোরেট হাউসের 'বস'-এর মতোই ভাষণ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা জনসভা তো বটেই অভিষেক মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মঞ্চের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অভিষেকের বিশেষ টিমের কাছে।

সাধারণত একজন হেভিওয়েটের জনসভার মঞ্চ যেমন মাপের হয় এদিনের সভামঞ্চের আয়তন ছিল তার প্রায় চারগুণ বড়। মঞ্চটি ছিল চারটি ভাগে বিভক্ত। মাঝের দিকে জেলার নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা ছিলেন। দুই পাশে ঠাঁই হয়েছিল ব্লক স্তরের নেতা, কাউন্সিলারদের। সামনের দিকে র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল। অধিকাংশ সময় সেখান থেকেই এদিন ভাষণ দিয়েছেন অভিষেক। মূল সভামঞ্চের উপরে আলাদা করে একটি ডায়াস তৈরি করা হয়েছিল। তার উপরে অভিষেকের ভাষণ দেওয়ার জায়গা তৈরি হয়। সেখানে ভাষণ শুরু করলেও পরে তিনি র‍্যাম্প দিয়ে হেঁটে দর্শকদের দিয়ে এগিয়ে আসেন। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে সভা হলেও এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানে তদারকি করেছে অভিষেকের নিজস্ব টিম ও আইপ্যাক। অবশ্য আইপ্যাকের কর্মীদের অনেককেই অভিষেকের টিমের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে দেখা গিয়েছে।

সভা শুরুর আগে থেকেই হাতে ওয়াকি-টকি, গলায় তৃণমূলের বিশেষ আই কার্ড, চোখে কালো সানগ্লাস পরে জনা কয়েকজনকে দেখা গিয়েছিল। আই কার্ড দেখে বোঝা গেল তাঁরা পুলিশের আধিকারিক নন। কোন নেতারা কোনদিকে বসবেন, ক্যামেরা কোনদিকে থাকবে, সাউন্ডে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, কার্পেট ঠিকমতো পাতা হয়েছে কি না সব খতিয়ে দেখেন তাঁরা। মঞ্চে যখন অভিষেক একের পর এক অভিযোগে কেন্দ্রকে বিঁধছেন তখন দর্শকাসনের সামনের দিকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ায়

এরপর দশের পাতায়

- কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেক হেভিওয়েটের সভা হয়েছে
- মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা আগের সমস্ত সভাকেই যেন হেলায় ছাপিয়ে যায়
- মূল সভামঞ্চে র‍্যাম্প, বিশালাকৃতি এলইডি স্ক্রিন, ড্রোনে লাইভ সম্প্রচার সবাইকে তাক লাগায়

আজ মকর সংক্রান্তি

টুসু উৎসব উপলক্ষ্যে নাচেগানে মেতেছেন আদিবাসীরা। নদিয়ায় (ওপরে)। পরিজনের কাঁধে চেপে গঙ্গাসাগরের পথে খুদে। মঙ্গলবার কলকাতার বাবুঘাটে। -পিটিআই

অন্ধকারে ভোরের আলো

বিশেষজ্ঞ সংস্থা খুঁজতেই কালঘাম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী সাধ করে নাম দিয়েছিলেন 'ভোরের আলো'। লক্ষ্য ছিল, তিস্তার পাড়ে গজলডোবাকে কেন্দ্র করে পর্যটনের এক বিশাল হাব গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রকল্পে ভোরের আলো ফোটার আগেই যেন নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে দীর্ঘসূত্রিতা আর পরিকল্পনার অভাবে এখন চরম হতাশা। সাত বছর কেটে গেলেও আজও সেই অর্থে বড় কোনও বিনিয়োগের মুখ দেখেনি এই মেগা প্রকল্প। আরও লজ্জার বিষয় হল, এতদিন পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গজলডোবার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা খুঁজতে গিয়েও খালি হাতে থাকতে হল প্রশাসনকে।

তিস্তার দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, দূরে অপরূপ পাহাড়। হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যায় ঘন সবুজ জঙ্গল। এই প্রকৃতির রূপকে পুঁজি করে বৃহত্তর পরিকল্পনা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সাড়া মেলেনি সেভাবে। বরং, যে যাঁর ইচ্ছেমতো সরকারি জমি দখল করে রিসর্ট, বাগানবাড়ি গড়ে তুলেছেন গজলডোবা ও আশপাশের অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ লাগাতার সেই খবর প্রকাশের পর টনক নড়ে রাজ্য সরকারের।

এই বিশাল এলাকার সুসংহত উন্নয়নের জন্য যে একটি বিজ্ঞানসম্মত 'ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান' প্রয়োজন, তা বুঝতে পারে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। সেইমতো তোড়জোড় শুরু হয়। আলাদা করে মাস্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে টেন্ডার ডাকেন কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব তথা মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল। আশা ছিল, বড় বড় সংস্থাগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়বে মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্নের প্রকল্পে কাজ করার জন্য। গত ৩১ ডিসেম্বর ছিল সেই আবেদনপত্র যাচাইয়ের শেষ দিন। কিন্তু বাস্তব ছবিটি চমকে দেওয়ার মতো। একটিও বিশেষজ্ঞ সংস্থা এই কাজে আগ্রহ দেখিয়ে আবেদনই জমা দেয়নি। অর্থাৎ, উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির জন্য লোকই পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে জিডিএ'র তরফে দ্বিতীয়বারের জন্য 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' ডাকার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিনিয়োগ তো দূর অস্ত, পরিকল্পনাকারীরাও এখন গজলডোবা নিয়ে খুব একটা উৎসাহী নন।

কিন্তু কেন এই অনীহা? এর উত্তর খুঁজতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ২০১৮ সালে। সেই বছর মুখ্যমন্ত্রী ঘটা করে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা জিডিএ গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে দ্রুত উন্নয়নের কাজ হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জিডিএ'র নিজস্ব কোনও স্থায়ী অফিস তৈরি হয়নি। নেই একজনও স্থায়ী কর্মী। মাল মহকুমা শাসকের অফিস থেকেই ধার করা পরিকাঠামোয় জিডিএ'র যাবতীয় কাজকর্ম চালানো হয়। এই ছন্নছাড়া দশার প্রভাব পড়েছে কাজেও।

এরপর দশের পাতায়

- জমি নিয়ে সঠিক পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা খুঁজছে জিডিএ
- নভেম্বরে টেন্ডার ডাকা হলেও একটিও আবেদন জমা পড়েনি
- মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ সংস্থার অনীহায় হতাশ অনেকেই

ঘুমপাড়ানি গুলি করে সেই হাতিকে কাবু

মধ্যরাতে রণে ভঙ্গ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দিনভর তাণ্ডবের পর অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলিতে দলছুট বুনো হাতিকে কাবু করা হল। সোমবার গভীর রাতে জলপাইগুড়ি শহরের বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি চত্বরে বনকর্মীদের ছোড়া ঘুমপাড়ানি গুলিতে হাতিটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে হাইড্রলিক ক্রেনের সাহায্যে হাতিটিকে একটি ডাম্পারে তুলে বৈকুণ্ঠপুরে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরিবেশকর্মীদের দাবি, সোমবার সকালে করলাভ্যালি চা বাগানের গর্তে পড়ে যাওয়াতেই হাতিটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর্থমুভারের সাহায্যে তাকে তোলা হলেও ভয় পেয়ে থাকার কারণেই সেটি ছোটাছুটি করতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে সেটিকে কাবু করা হয়। জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'করলাভ্যালি চা বাগানে থাকা অবস্থাতেই আমরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি কোনওভাবে শহরে ঢুকে পড়েছিল। অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে সেটিকে কাবু করা হয়।'

সোমবার ভোরে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন করলাভ্যালি চা বাগানে ঘটনার সূত্রপাত। শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে যাওয়ার সময় বাগানের ৪৭ নম্বর সেকশনে এক গর্তে একটি হাতিকে পড়ে থাকতে দেখেন। কিছুটা দূরে চা বাগানে আরও দুটি হাতি দাঁড়িয়ে ছিল। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। আর্থমুভারের সাহায্যে গর্তের মাটি কেটে হাতিটিকে উদ্ধার করা হলেও সেটি বাকি দুটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দিনভর বাগানের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেরানোর পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পেছন দিয়ে রেললাইন ও জাতীয় সড়ক পেরিয়ে হাতিটি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দ চন্দ্র কলেজের পেছনে থাকা একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। সেটি কলেজের মহিলা হস্টেলের সামনেও চলে আসে। সন্ধে থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সেটি কলেজের পেছনের ওই জঙ্গল দিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে।

শহরে হাতি ঢুকেছে বলে খবর ছড়ানোর পর সেখানে ভিড় বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সকাল থেকে দলছুট হাতিটিকে সেটির দলের সঙ্গে মিলিয়ে জঙ্গলে ফেরাতে বন দপ্তরের বেলাকোবা রেঞ্জ, বৈকুণ্ঠপুর রেঞ্জ, রামশাই রেঞ্জ, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের কর্মীরা বহু চেষ্টা করেও সফল হননি। রাতে হাতিটি শহরে ঢুকে যাওয়ার পর খুনিয়া এবং সুকনা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। গভীর রাতে দলছুট হাতিটি আনন্দ চন্দ্র কলেজের পেছন থেকে মাষকালাইবাড়ি শ্মশানের পেছন

এরপর দশের পাতায়

ক্রেনের সাহায্যে ডাম্পারে তোলা হচ্ছে হাতিটিকে।

বাগানে বিষাদ, গ্রামে দুর্নীতি ও তোলাবাজি

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে কুমারগ্রাম

ভোটের অঙ্ক

রাজু সাহা ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ১৩ জানুয়ারি : চা বাগানের সবুজ গালিচায় মন জুড়িয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের বাইরে থেকে কেউ বেড়াতে এলে মুগ্ধ হয়ে যান। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি নিয়ে কতই না গান, কবিতা। গত ডিসেম্বরের শেষে কলকাতা থেকে আসা এক সাহিত্যিকও চা বাগান ঘুরতে ঘুরতে নানা কবিতা ও গল্পের প্লট মনে সাজিয়ে ফেলছিলেন।

ধাক্কা খেলেন কোহিনুর ও তুরতুরি চা বাগানে গিয়ে। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকার ওই বাগানগুলির শ্রমিকদের কথায় শুধুই বিষাদ। অভিযোগ, সমস্যা, উপেক্ষার কাহিনী শুনতে শুনতে সাহিত্যিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'এত বঞ্চনায় আপনাদের জীবন চলে কীভাবে? কোহিনুর বাগানের এক মহিলা শ্রমিক তাঁকে বললেন, 'মালিকপক্ষ আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরা নিরুপায় হয়ে মালিকের শর্ত মেনে কাজ করছি শুধু পেটের খিদেটুকু মেটানোর জন্য।'

কী সেই শর্ত? বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের সামনে জটলায় দাঁড়ানো শ্রমিকদের কাছে জানা গেল, মালিকের কাছে মজুরি, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, বোনাস ইত্যাদি বাবদ তাঁদের কোটি কোটি টাকা পাওনা। অথচ সেই প্রাপ্য নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করতে পারবেন না বলে মালিকপক্ষ মুচলেকা আদায় করে রেখেছে। এক শ্রমিক বললেন, 'চুক্তিতে সই করতে আমাদের বাধ্য করেছে। মজুরি ছাড়া আর কিছু পাই না আমরা।'

অথচ শ্রম আইন আছে। সেই আইন মালিকরা ভাঙলেও নেতা-মন্ত্রীরা নীরব। কাজে যেতে যেতে একজন বলে গেলেন, 'আমাদের নিয়ে শুধু ভোটের অঙ্ক কষা হয়।' কিছুক্ষণ পর ওই বাগানের বাজারে একটি দোকানে চা খেতে খেতে কলকাতার ওই সাহিত্যিকের কথায় বিষণ্ণতার সুর, 'দূর থেকে বাগান দেখে চলে গেলে চা শ্রমিকদের এমন দুর্দশা জানতেই পারতাম না। জানতাম, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি চা শিল্পের উপর দাঁড়িয়ে। অথচ চা শ্রমিকদের কী দুর্দশা!'

বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রথম কয়েকদিন তেমন রোদ ছিল না। কুয়াশায় ঢাকা চারদিক। শামুকতলা বাজারের কাছে টিপধুরায় প্রবল শীতের মধ্যেই পাম্প চালিয়ে জমিতে সেচের জল দিচ্ছিলেন এক চাষি। দেখে তাঁর পরিচিত এক সাইকেল আরোহী খেতের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাম্প ছাড়া গতি নেই বুঝি।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল চাষির। তাঁর কথায়, 'আমাদের অদৃষ্টের লিখন।'

এরপর দশের পাতায়

ইঁদুর দৌড় থামল ডেলিভারি বয়দের

নিউজ ব্যুরো

১৩ জানুয়ারি : আর ১০ মিনিটে ডেলিভারির নিশ্চয়তা নয়। বদলে গেল এই আশ্বাসের বিজ্ঞাপনও। '১০ মিনিটে ১০ হাজার পণ্য'-র বিজ্ঞাপন সরিয়ে 'আপনার দোরগোড়ায় ৩০ হাজার পণ্য' লেখা ইতিমধ্যে দৃশ্যমান। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যর হস্তক্ষেপে অন্যতম কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্লিংকিট নিজেদের ট্যাগলাইন বদলে ফেলছে মঙ্গলবারই। জেপ্টো, সুইগি, জোম্যাটোর মতো সংস্থাগুলিও বিজ্ঞাপন, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারে আর সময়ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি দেবে না বলে সরকারকে কথা দিয়েছে। মঙ্গলবার ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর বৈঠকে এ নিয়ে কথা হয়। সরকারের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ডেলিভারি কর্মীদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলা যাবে না।

গিগ কর্মীদের দাবির ভিত্তিতেই বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্র। ক্ষোভ দানা বাঁধছিল দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ অনেক। ন্যূনতম সুযোগসুবিধা না দেওয়া, ১০ মিনিটে ডেলিভারির টার্গেট, কারণে-অকারণে কমিশন কাটা কিংবা ডেলিভারির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। ৩১ ডিসেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘটের ডাক দেন গিগ কর্মীরা। এঁদের স্বার্থে সুর চড়িয়েছিলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা।

এরপর দশের পাতায়

বনবস্তিকে আপন করেছে গজরাজ

গরুমারা জঙ্গলের গা ঘেঁষে রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চটুয়া বনবস্তিতে মাসখানেক হল এক দাঁতাল ঠাঁই নিয়েছে। আনমনে গ্রামপথ ধরে ধীরে সে হেঁটে বেড়ায়। খিদে পেলে বাঁশ বাগানের কচি বাঁশ খেয়ে নেয়। কোনও ভাঙচুর বা ক্ষয়ক্ষতির নজির নেই। বাসিন্দারা তাকে এলাকার পাহারাদার ধরে নিয়েছেন। মানুষ-বন্যপ্রাণ সহাবস্থানের এক অন্য গল্প লিখলেন শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বৈপরীত্য হয়তো একেই বলে। উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে প্রায় রোজই মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত সংবাদ শিরোনামে। গরুমারা জঙ্গলের গা ঘেঁষে রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চটুয়া বনবস্তিতে অবশ্য ঠিক উলটো ছবি। এলাকায় কোনও লাঠিধারী পাহারাদার নেই। জঙ্গলের এক দাঁতালই সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আনমনে গ্রামপথ ধরে ধীরে সে হেঁটে বেড়ায়। খিদে পেলে বাঁশ বাগানের কচি বাঁশ খেয়ে নেয়। কেউ কিছুটি বলে না। বলবেই না কেন? হাতিটি এলাকায় ভাঙচুর বা কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেছে বলে কোনও নজির নেই। আর তাই এলাকাবাসী তাকে বহিরাগত নয়, একান্ত আপন করে নিয়েছেন।

এমন নয় যে, বন দপ্তরের তরফে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কোনও ব্যবস্থা হয়নি। কখনও শব্দবাজি, কখনও বনকর্মীদের উপস্থিতিতে হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজে দেয়নি। সেই হাতি ফের লোকালয়ের দিকেই চলে এসেছে। বন দপ্তরের রামশাইয়ের রেঞ্জ অফিসার বাবলু দাস বললেন, 'বহুবার চেষ্টা করা হলেও হাতিটি যেন কোনওভাবেই লোকালয়ের দিক ছেড়ে যেতে রাজি নয়। তবে সেটি এখনও পর্যন্ত কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি। এটি সবচেয়ে স্বস্তির বিষয়।' পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মস্ত দাঁত নিয়ে বিশালাকার হাতিটি মাসখানেক হল এই এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। হাতিটির আচরণ ও গতিবিধি বুঝতে বন দপ্তরের রামশাই রেঞ্জের বনকর্মীরা কয়েকদিন ধরে গ্রাম ও জঙ্গলের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থান করেন। হাতিটি তাতে পাত্তাই দেয়নি। বনকর্মীদের কড়া নজরদারির মধ্যেই সেটি গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দুলকি চালে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে। কখনও বাঁশ বাগানে ঢুকে বাঁশ খেয়ে সে জঙ্গলের দিকে চলে যায়, আবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় ফিরে আসে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

চটুয়া বনবস্তিতে সেই হাতি।

রক্তের ডাকে 'না' নেই যে মানুষটার

আলোর সারথি

তাঁকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন আঁকড়ে রজব আলি।

> রক্তদানে কোনওদিনই বাধা দিইনি। আমার স্বামীর ভূমিকায় আমি গর্বিত। তিনি বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।
>
> -মালেকা বেগম
> রজব আলির স্ত্রী

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৩ জানুয়ারি : প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। মাদারিহাটের খয়েরবাড়ির সুব্রতপাড়ার নেপাল সূত্রধরের ভাই গুরুতর অসুস্থ। রক্তের প্রয়োজন। খবরটা শুনে পাশের মহল্লা মুন্সিপাড়ার রজব আলি ভেবেছিলেন, লোকটাকে রক্ত দিয়ে বাঁচানো প্রয়োজন। তবে আগে রক্তদানের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমে একটু ভয়ই পেয়েছিলেন তিনি। এরপর সাহস করে এগিয়ে আসেন রজব। চলতে থাকে একের পর এক রক্তদান। বছর ৬৫-র রজবের ঝুলিতে এখন শতাধিক রক্তদানের রেকর্ড।

সেটা ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি। তখন রজবের বয়স ৫০ বছর। ওজন ১০০ কেজি। ততদিনে ৫৪ বার রক্তদান করে ফেলেছেন। তখন সোশ্যাল মিডিয়ার বহুল প্রচলন ছিল না। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ায় রজবের পরিচিতি বাড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসতে থাকে। নানা অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রজব জানাচ্ছেন, তাঁর রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ। কৃষির ওপর নির্ভর করে দিন গুজরান করতেন তিনি। এক ছেলে, এক মেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। পরে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে এসে একটি ছোট্ট দোকান দেন। ছেলে মোস্তাক আহমেদ বড় হলে তাঁর হাতেই দোকানের দায়িত্ব সঁপে দেন বাবা। এরপর ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেন রজব। তবে রক্তদান বন্ধ করেননি। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'বার মাইল্ড স্ট্রোক হয় তাঁর। এরপরও একপ্রকার জোর করেই দু'বার রক্তদান করেছেন তিনি। কিন্তু তারপর তাঁর ব্লাড সুগার বাড়ে। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আর রক্তদান করা চলবে না। রজবের সহধর্মিণী মালেকা বেগম বলছিলেন, 'রক্তদানের কাজে ওকে আমি কোনওদিনই না করিনি। আমি গর্ব করতাম আমার স্বামীর ভূমিকায়। এই কাজের মাধ্যমে ও বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

কাজিপাড়ার বাসিন্দা রজবের প্রতিবেশী ফজলুল ইসলাম বলছেন, 'রজব আলি সমাজের জন্য একটি বার্তা। এখন যদিও তিনি শারীরিক কারণে রক্তদান করতে পারেন না। তবে রক্তদান শিবিরগুলিতে রজবকে নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এতে মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন।'

রজব এখন বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা করেন। কথা বলতে কষ্ট হয়। তবে অতীতের কথা তুলতেই তার মুখে হাসি। আড়াই দশকের রক্তদানের স্মৃতি! অতিকষ্টে টেনে টেনে বললেন, 'মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি।' রক্তদান করার পর পাওয়া শংসাপত্রগুলি এখনও ফাইলবন্দি করে রেখেছেন রজব। আর রেখেছেন তাঁকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরের পাতাগুলি। রক্তদান করে কখনও কোনও পুরস্কার পাননি? খবরের কাগজের পাতাগুলি হাতে নিয়ে রজব বলছিলেন, 'এই তো, আমি পুরস্কার পেয়েছি!'

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
VACANCY FOR CLUSTER-11 B (APS BINNAGURI, SUKNA & BAGRAKOTE)
LOCAL SCREENING BOARD (LSB) INTERVIEW

1 Applications are invited for the Fixed Term Teachers for the following schools of Cluster 11B. Application available on AWES website (www.awesindia.com) and APS Binnaguri website (www.apsbinnaguri.org) for the following Fixed Term Teachers of Cluster 11B:-

Ser	Category	Vacancy for LSB Interview		
		APS Binnaguri	APS Sukna	APS Bagrakote
1.1	PGT	Psychology	Physics	-
1.2	TGT	Mathematics & Counsellor	Hindi, English, Mathematics, Science & Social Science	Mathematics, Science, Social Science, Sanskrit, Computer Teacher & Counsellor
1.3	PRT	All Subjects & Special Educator	All Subjects, Computer, Art & Craft, Physical Training Instructor/Karate Instructor & Dance Teacher (Classical & Contemporary)	All Subjects
1.4	Pre-primary Teacher	-	-	All Subjects

2. Educational/Professional Qualification. Detailed qualification for Candidates and formal of application are uploaded in school website www.apsbinnaguri.org, www.apssukna.com & www.apsbagrakote.org. Candidates are requested to see the qualification from school websites and apply accordingly. The requisite qualifications are as under:-

Ser No	Post	Minimum Qualifications			
		Education	Aggregate %	Professional	Aggregate %
2.1	PGT	Post-Graduation	50	B.Ed (From a NCTE recognized institution)	50
2.2	TGT	Graduation	50	B.Ed (From a NCTE recognized institution)	50
2.3	PRT	Graduation	50	B.El.Ed/Two year D.EL.Ed (From a NCTE recognized institution) AND Teacher who were already in service with Aamy Public School/APPS prior to 11 Aug 2023 with B.Ed degree can also apply / continue, subject to enrolment/completion of Bridge Course launched by NCTE.	50

1. In addition to the minimum aggregate percentage mentioned, a candidate should have scored not less than 50% marks in each of the subjects in which they have graduated/post graduated. Detailed mark sheets will be scrutinized during the interview.
2. A Post Graduate with less than 50% aggregate marks in Graduation can also apply for the post of a TGT/PRT provided the candidate has scored a minimum of 50% or more aggregate marks in Post-Graduation.
3. CTET/TET conducted by Centre / State government is mandatory for appointment as TGTs/PRTs in the FIXED TERM category. Candidates who have not qualified CTET/TET but found fit in all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ADHOC in nature.
4. Candidates are required to ensure that they atleast fulfill NCTE Rules & Regulations for minimum qualifications, KV Sangathan Recruitment Rules & Regulations and CBSE. Affiliation Bye-Laws (Latest).
5. Aggregate percentage will be based on the marks for the entire duration of Graduation/ Post-Graduation.
6. For teachers being appointed on Adhoc Appointment with possession of a Score Card of AWES, CTET/TET would not be a mandatory requirement but a preferred requirement.
7. Education/Professional Qualification required for PGT (Painting)/PGT Fine Art is specified in affiliation Bye Laws and AWES Ruls & Regulations.
8. Passing the Online Screening Test is henceforth NOT MANDATORY for appearing for the interview and evaluation of teaching skills & computer proficiency. OST qualified candidates will be preferred. However, after selection in the post of a teacher (Fixed Term), the candidate must pass the OST as per details given below:-
8.1 Fixed Term Candidate. Within two years of being appointed with a minimum overall raw score of 50% (100 marks).
9. Age and Experience Criteria of Candidates. As on 01 April of the year of appointment, the age and experience of the candidates and weightage to Army Spouses should be as under :-

9.1 Army Spouses (Experience)

	Ser No.	Age (in years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(i)	9.1.1	Below 40 Years	Nil	-
	9.1.2	40 to 55 Years	05 Years	Eperience is cumulative

9.2 Others (Experience)

	Ser No.	Age (Years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(ii)	9.2.1	Below 40 Years	Nil	-
	9.2.2	40 to 55 Years	05 Years	In last ten years

10. 05 years experience is mandatory in the appropriate category in the last ten years.
11. Salary Details. As per Army Welfare Education Society Norms.
12. Interested candidates can download Application forms from the websites mentioned above at Para 1-2 and send same duly filled in all respects alongwith attested photocopies of educational and experience certificates. Two copies of recent passport sized photographs alongwith DD of Rs 250/- (Non-Refundable) in favour of school concerned/school applied (refer website for details) for by 30 Jan 2026. Incomplete application forms and application form send through email will NOT be accepted.
13. Interview for shortlisted candidates will be held at APS Binnaguri from 05 to 07 Feb 2026 (Likely). No TA/DA is admissible. The exact date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates by APS Binnaguri through Call Letters/E-Mail accordingly.
13.1 Candidates are required to apply for only one school in Cluster.
13.2 A written test for Language teachers (English & Hindi) and Computer Proficiency Test for all subject teachers will also be held at APS Binnaguri on the date of intervieTibe School Management reserves all rights of selection/rejection based on QR/experience/merit.
13.3 Contact Details & Address of School
13.3.1 APS Binnaguri, Binnaguri Cantt, Dist-Jalpaiguri, West Bengal, PIN-735232,
13.3.2 APS Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling, West Bengal, PIN-734009
13.3.3 APS Bagrakote, PO-Bagrakote, Dist-Jalpaiguri, West Bengal, PIN-734501

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী প্রসেনজিৎ সাহা মহাশয় ইংরেজি তারিখ ২১/০৭/২০২৫ ময়নাগুড়ি এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিঃকৃত দানপত্র দলিল যাহার রেজিস্টার্ড বুক নং ই-৭০৪/২০২৫ পেজ নং ৩৭৯৯০ থেকে ৩৮০০৬, শ্রীমতি নমিতা রানী সাহা, স্বামী স্বর্গীয় হরেশ চন্দ্র সাহা, জাতি-হিন্দু, পেশা-গৃহকর্ম, ভারতীয় নাগরিক, সাকিন-দেবীনগর ওয়ার্ড নং ১০, পোষ্ট ও থানা-ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার মৌজা দক্ষিণ মৌয়ামারী, জে.এল. নং ৩৬, থানা-ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১০, এল.আর ৯৫৪ নং, ৪৪৭ নং ও ৩৬৬ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১০৮৩ নং দাগের এলআর, ১৯১৭ নং দাগে ০৩ তিন ডেসিমেল জমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত জমি দাত্রী শ্রীমতি নমিতা রানী সাহা মহাশয়া ইংরাজী ১১/০১/২০১১ তারিখের ময়নাগুড়ি এ.ডি. এস.আর. অফিসে রেজিঃ কৃত ৪ নং বহির ১ নং সিভি ভলুমের ৫৫ হইতে ৬৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ময়নাগুড়ি এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দক্ষিণ মৌয়ামারী মৌজায় এল.আর ৯৫৪ নং, ৪৪৭ নং ও ৩৬৬ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১০৮৩ নং দাগের এলআর, ১৯১৭ নং দাগে মোট ৯ ডেসিমেল সম্পতি বিগত ইংরাজী ১৩/০৭/২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. ময়নাগুড়ি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। ২৯১১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (১) শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র সাহা সাকিন-১/৭৮ মুরারী পুকুর রোড, পোষ্ট-উলটাডাঙ্গা, থানা-মানিকতলা, কোলকাতা-৬৭। (২) শ্রী পীযূষ সাহা, সাকিন-সোদপুর, নাটাগড়, কৃষ্ণপুর রোড, পোষ্ট-নাটাগড়, থানা ঘোলা, কোলকাতা-১১৩ উভয়ের পিতা-মৃত ত্রৈলক্ষ্য নাথ সাহা (৩) শ্রীমতি শোভা সাহা স্বামী-মৃত নরেশ চন্দ্র সাহা, সাকিন-সোদপুর, নাটাগড়, কৃষ্ণপুর রোড, পোষ্ট- নাটাগড়, থানা-ঘোলা, কোলকাতা-১১৩ পক্ষে আমমোক্তার শ্রী শান্তিরাম সাহা পিতা-মৃত রাসবিহারী সাহা, জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা-ব্যবসায়ী, সাকিন-কাঞ্চনপল্লী, পোষ্ট ও থানা-রায়গঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর।

বর্তমানে আমার মক্কেল শ্রী প্রসেনজিৎ সাহা মহাশয় বি.এল. অ্যান্ড এল. আর.ও ময়নাগুড়ি অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে ময়নাগুড়ি বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

শ্রী শুভঙ্কর দত্ত, আইনজীবী
বার এসোসিয়েশন জলপাইগুড়ি জেলা আদালত, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৩৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

যে সময় তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, তখন মধুচন্দ্রিমার সেভাবে চল ছিল না। সংসার সামলে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার পর শুরু হয় দম্পতির ভারত-ভ্রমণ।

বিয়ের ৩০ বছর পর মধুচন্দ্রিমা কুম্ভমেলায়

শীতের সকালে আগুন পোহাচ্ছেন কৃষ্ণদেব ও বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃদয়পুর থেকে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : বর্তমান সময়ে বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় প্রায় এক বছর আগে থেকেই। প্রি-ওয়েডিং শুট থেকে শুরু করে মধুচন্দ্রিমা পর্যন্ত পদে পদে পরিকল্পনা করে তবেই পা ফেলেন হবু দম্পতিরা। তবে কালিয়াগঞ্জ স্কুলপাড়ার কৃষ্ণদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন প্রায় ত্রিশ বছর। আর তিন দশক পর, ২০০৩ সালে তাঁদের মধুচন্দ্রিমা সম্পন্ন হয় ত্রিবেণী সংগমে, কুম্ভমেলায়।

কিন্তু এই যে অপেক্ষা, এর জন্য দুজনের মধ্যে কোনও অশান্তি হয়নি? নাকি অর্থনৈতিক কোনও সমস্যা ছিল? বাণী বলেন, 'অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল না। বিয়ের পর দেখি শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদদের ভরা সংসার। তাই সংসারের হাল ধরেছিলাম। বিয়ের আগে বাবা ও মা পইপই করে বলেছিলেন, কোনওভাবেই যেন শ্বশুরবাড়ির কাউকে অশ্রদ্ধা না করি। শ্বশুর-শাশুড়ি ছিলেন সংসারের বট গাছ। দেওরদের সন্তানদের মতো আগলে রাখার চেষ্টা করেছি। চোখের পলকে পেরিয়ে গিয়েছে চল্লিশ বছর। কোনও অসুবিধা বোধ করিনি।'

কোনও এক শীতে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কৃষ্ণদেব ও বীণার চারহাত এক হয়। তারপর একসঙ্গে পেরিয়েছে তিপ্পান্ন বসন্ত। জীবনে বহু ঝড়ঝাপটা এসেছে, পেরিয়েছেন প্রচুর চড়াই উতরাই। কিন্তু চারহাত কখনও আলগা হয়নি। বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির কথায়, অগ্নি পবিত্রতার প্রতীক। অগ্নির আশীর্বাদ থাকলে দাম্পত্য জীবন চিরস্থায়ী হয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। এখন যেখানে বিচ্ছেদের হিড়িক, সেখানে নিজেদের 'দাম্পত্য রহস্য' সম্পর্কে বাণী বলেন, 'আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধৈর্য একদম নেই। মতের অমিলই বেশি। সংসার চাহিদার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি থাকা উচিত। পান থেকে চুন খসলেই আদালতের দরজায় খটখট করলে সম্পর্ক স্থায়ী হবে কী করে।'

কৃষ্ণদেব এখন বৃদ্ধ। বয়স বিরাশি। কীভাবে বাণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল, এই প্রসঙ্গে স্মৃতি হাতড়ে বলেন, 'যখন সরকারি চাকরি পেলাম, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করলেন। বীণাদের বাড়ি হুগলির কামারপুকুরে। আমার বাড়ি থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। বাবা ও মায়ের কথায় পাত্রীকে আগে না দেখেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলাম। শুভদৃষ্টিতে আমরা একে অপরকে প্রথম দেখি। চোখের দৃষ্টি এখন ক্ষীণ হয়ে গেলেও মনের দৃষ্টি আগের মতোই আমাদের আকর্ষণ করে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমার উপলব্ধি, রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যভূমির মেয়েকে বিয়ে করে আমি ঠকিনি।'

'বিয়ের সময় বীণার বয়স ছিল পনেরো। এত বছরের দাম্পত্যে কি কোনওদিন ঝগড়া-অশান্তি হয়নি?' বীণার কথায়, 'বহুবার হয়েছে। কথাও বন্ধ হয়ে যেত। তারপর আপনাতেই সব স্বাভাবিক হত। দুজনের মধ্যে সম্মান থাকাটাই আসল। আমার স্বামী কোনওদিন আমাকে অসম্মান করেননি। আমিও সাধ্যমতো যথাযথ মর্যাদা দিয়েছি।'

কৃষ্ণদেব ও বাণীর এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে প্রায় দুই যুগ আগে। একমাত্র ছেলে পেশায় আইনজীবী। দুই নাতনিকে নিয়ে এখন মজায় দিন কাটে দুজনের। বছরের অধিকাংশ সময় 'বুড়োবুড়ি' হাত ধরে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান।

Public Notice

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended up to date is presently lying in Excise malkhana, under the custody of Jalpaiguri Excise Division.

Sl. No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle/ Station
1	Four Wheeler	WB-76B-0516	MAT446050 J9G07655	0CR401GRY 641310	Tata Sumo Gold CX	SI's SL No. 04/22-23 dated-30.03.2023	Jalpaiguri Excise Division
2	Four Wheeler	SK 01 PB-4071	MA3ERLF1 S00136435	G12BN1167 59	Maruti Ecco	SI's SL No. 06/23-24 dated-06.06.2023	Jalpaiguri Excise Division
3	Four Wheeler	WB-70B-7992	MBJ11JV51 05021371	1KD6787605	Toyota Fortuner	SI's SL No. 04/23-24 dated-13.12.2023	Jalpaiguri Excise Division
4	Four Wheeler	WB-76-6359	MAINW2GF KA3E72064	GFA4E2278 5	Mahindra Maxx	SI's SL No. 04/23-24 dated-13.12.2023	Jalpaiguri Excise Division

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex-parte action will be taken by the competent authority in terms of Section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

প্রশান্তর শেষকৃত্য

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চোখের জলে চিরবিদায় 'আইডল'-কে। ধর্মীয় রীতি মেনে প্রশান্ত তামাংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল মঙ্গলবার। এদিন দুপুরে দার্জিলিংয়ের আলুবাড়ি শ্মশানঘাটে তাঁর সৎকার্য হয়েছে। সকালে তুংসুংয়ের বাড়ি থেকে কফিনবন্দি দেহ শ্মশানে নেওয়ার আগে বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। তারপর বাড়ি থেকে শেষযাত্রা পৌঁছায় আলুবাড়ি শ্মশানে।

পথের দু'দিকে এদিনও প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিলেন। মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করেন তাঁরা। শ্মশানে শিল্পীর পরিজনদের পাশাপাশি অগণিত ভক্ত এসেছিলেন। গান গেয়ে প্রিয় শিল্পীকে বিদায় জানান তাঁরা। প্রশান্তের পরিবারের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের পুর চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন এদিন।

রবিবার ভোররাতে আচমকা অসুস্থ বোধ করেন প্রশান্ত। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। ৪৩ বছরেই শেষ হয় বিস্ময় প্রতিভার জীবনের জার্নি।

কর্মখালি

বেকারিতে শ্রমিক চাই

শিলিগুড়ির বেকারি ফ্যাক্টরিতে জরুরি ভিত্তিতে শ্রমিক দরকার। নিশ্চিত কাজ ও মাসে ১৪,০০০ টাকা বেতন। আজই যোগাযোগ করুন : (মো) : 9593739822, 9641732263. (C/119766)

বিক্রয়

কোচবিহার রাজারহাট জাতীয় সড়কের পাশে 2.5 বিঘা জমি (হাসপাতাল/স্কুল/কলেজ/হাউজিং-এর জন্য আদর্শ) অতিসত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 9434028924 (11 A.M -10 P.M) Email : pfvp.cob@gmail.com (C/118988)

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT No-44/KCK-II/2025-26, vide memo no-12/kck-II PS is invited by the E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Last date of bid submission is 22.01.2026 upto 17:00 Hrs respectively. Details are available in the www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-II Panchayat Samity
Mothabari, Malda

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide- N.I.eT. No. **WB/APD-I/BDO-ET/20/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.

Sd/- Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide- N.I.eT. No. **WB/APD-I/BDO-ET/21/2025-2026. Dt. 13.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.

Sd/- Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 65 of 2025-26 (SL. No. 1)

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 65 of 2025-26 (SL. No. 1) Closing date extended upto 20/01/2026 at 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

অ্যাফিডেভিট

আমি Bijay Karmakar, পিতা-মৃত রনজিত কর্মকার, লোকনাথ সরনী, ধর্মতলা ওয়ার্ড নং-৬, থানা-কোতয়ালী, পো+জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১০১, পঃ বঃ, আমার পাসপোর্টে (নং- CA01W1000695013), আমার নাম ভুলবশত: Bijoy Karmakar থাকায়, গত ১৩-০১-২৬ এ J.M. 1st Class সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট করে Bijay Karmakar নামে পরিচিত হলাম। Bijay Karmakar ও Bijoy Karmakar- একই ব্যক্তি।

•

আধার কার্ড নং 6335 3735 5971 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26-12-25 J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sujit Barman এবং Surajit Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Surajit Barman-এই মর্মে আমি হলফনামা পেশ করলাম। গ্রামঃ শীতলাবাস, পোঃ হাতিরাম শিলবাড়ি, থানা ঃ কোতোয়ালি , জেলা-কোচবিহার। (C/118987)

•

আমি Asadul Haque, S/O Sayed Ali, গ্রাম- ছাট পিকনিধারা, পো- খাদিজা ডাকুরহাট, থানা- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার, ভুলবশত জমির দলিল নং- I-2392, খতিয়ান নং- 1010, জে এল নং- 166, মৌজা- ছাট পিকনিধারা এ Arsad Hosen হওয়ায় দিনহাটা 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 6/8/25 ইং অ্যাফিডেভিট বলে Asadul Hoque হলাম। (D/S)

•

আমি Bishadu Barman, পিতা মৃত Dhankanta Barman, ঠিকানা দোরাবাড়ি মেখলিগঞ্জ কোচবিহার। আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে (Regd No- 28, dt- 10/01/2005) আমার ও আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 02/01/2026, 1st class J.M কোর্ট মেখলিগঞ্জে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bishadu Barman ও Bisadu Barman এবং আমার ছেলে Laxman Barman ও Lakhsman Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

•

আমি Md. Salim Sekh S/O. Sakim Sekh গ্রাম - রাহুতগাঁও, পো: বালিয়া নবাবগঞ্জ থানা+জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 7592, Dt- 25-06-2015 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13-01-2026 E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Rejuan Sultana থেকে Salma Khatun করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119985)

Lost And Found

Lost Certificate Original Class XII Pass Certificate issued by CISCE, New Delhi, bearing name : Rajesh Mardi, Index No: B/8520/011, Year of Passing: 2010, School: St Xavier's School, Raiganj, has irretrievably lost. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shishir Kumar Barman, গ্রাম- কাদিরপুর, পোঃ কানতুর্কা, থানা- হবিবপুর, জেলা- মালদা, পিন- 732122, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি নং- B-2019; 19-90030-011584, Dt 06/07/2019) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 05/01/26 এ মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Mahish Kumar Barman থেকে Riddhi Barman করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115451)

•

আমি Hafizuddin Ahammed, Vill- Sarkarpara, P.O- Gazole, P.S- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, আমার মেয়ের নাম Nourin Parvin তাঁর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে মাধ্যমিক Roll 206702 N No- 0122; Reg No.- 1202-089337 ও উচ্চমাধ্যমিক Admit Card Roll No- 16142I No- 1829; Reg No- 1212281125 (2021-2022) আমার নাম ভুল থাকায় গত 12-01-2026-এ Notary Public মালদা-ই অ্যাফিডেভিট বলে Md Hafijuddin Ahmed থেকে Hafizuddin Ahammed করা হল। যা উভয় এক অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119982)

•

আমি Emajuddin Momin, গ্রাম- কাজিগ্রাম, পোঃ দক্ষিণ লক্ষীপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পিন- 732201, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার রেজিঃ নং 11629, Dt 08/10/2011, মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 08/01/2026 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Masuma Khatun থেকে Masuma Khatun করা হইল। (M-115450)

•

ভুলবশতঃ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 7319960063148-এ আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Md Zainuddin S/o Abdul Mannan-এর পরিবর্তে Md Zamiuddin S/o A. Moran রেকর্ড রহিয়াছে। আমি ইং 13-01-26 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাস থার্ড কোর্টে Affidavit করে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেকর্ডে Md Zamiuddin S/o A. Moran-এর পরিবর্তে Md Zainuddin S/o Abdul Mannan সংশোধনের আবেদন করিলাম। (C/119983)

আজ টিভিতে

ও মোর দরদিয়া সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হামি-টু, দুপুর ১.০০ টাইগার, বিকেল ৩.৪৫ কি করে তোকে বলব, সন্ধে ৬.৪৫ বাঘ বন্দি খেলা, রাত ১০.০০ জিও পাগলা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ খোকাবাবু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উত্তরায়ণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৩ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ২.১১ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৬ সাহো, সন্ধে ৭.৩০ সুপ্রিম খিলাড়ি, রাত ৯.৪৫ রাধে

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.২০ এমএস ধোনি, দুপুর ১.১০ মুজরিম, বিকেল ৪.৩০ যশবন্ত, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ সুহাগ

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৩৮ মিস্টার নটওরলাল, দুপুর ১.৫৯ ইজ্জত, বিকেল ৪.৪৭ আ গলে লগ জা, সন্ধে ৭.৫০ হাত কি সফাই, রাত ১০.৩৪ সীতা অওর গীতা

জি বলিউড : বেলা ১১.২০ দিল কা কেয়া কসুর, দুপুর ২.১৪ বিবি হো তো অ্যায়সি, বিকেল ৫.২৭ হাতকড়ি, সন্ধে ৭.৫৫ লাডলা, রাত ১০.৫৩ কুলি নাম্বার ওয়ান

রাধে রাত ৯.৪৫ অ্যান্ড পিকচার্স

পৌষ-পার্বণ পর্ব

অমৃত পিঠে এবং ভেটকি চিংড়ি পাটিসাপটা তৈরি শেখাবেন পৌলোমী দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

নিশির ডাক রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে সমস্যা লেগে থাকবে। বৃষ : শরীর নিয়ে সমস্যা থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। কোনও আত্মীয়ের কূটকচালে সংসারে অশান্তি হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো বাধা থাকলেও তা কেটে যাবে। আজ দুপুরের পর খুব ভালো খবর পাবেন। কর্কট : আজ রাস্তাঘাটে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। রাজনীতিকরা সততা ও পরোপকারের স্বীকৃতি এবং সম্মান লাভ করবেন। সিংহ : কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বহু আগে চোট লাগা পুরোনো কোনও ব্যথা বাড়তে পারে। কন্যা : আজ সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। উচ্চশিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় বিশেষ সাফল্য পাবেন। তুলা : মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। নইলে সংসারে সমস্যা বাড়বে। পাওনা টাকা আদায়ে দেরি হবে। বৃশ্চিক : সংসারে আর্থিক মন্দা দূর হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা হলেও দিনের শেষে তা কেটে যাবে। ধনু : পরিবারে কোনও গুরুজনের চিকিৎসার কারণে খরচ বাড়বে। সংগীতশিল্পীদের জন্য দিনটি খুব ভালো। মকর : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। কুম্ভ : অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের সম্ভাবনা। বাড়িতে শান্তি বজায় থাকবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের মূল্য পাবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটবে। পেটের সমস্যা ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ পৌষ, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২৯ পুহ, সংবৎ ১১ মাঘ বদি, ২৪ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৭। বুধবার, একাদশী রাত্রি ৬।২৪। অনুরাধানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।০। গণ্ডযোগ রাত্রি ৯।১৯। বালবকরণ রাত্রি ৬।২৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।১০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। রাত্রি ৬।২৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, রাত্রি ৬।২৪ গতে নৈঋতে। কালবেলাদি ৯।৬ গতে ১০।২৬ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৬ গতে ৪।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম-দিবা ১১।৪৭ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। রাত্রি ৯।২৭ গতে মাসদগ্ধা। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। মকর সংক্রান্তি। পৌষপার্বণ। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে ও রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভোট-লক্ষ্যে মহাকালের শরণ

১৬ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে মন্দিরের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ভোট বৈতরণি পার করতে মহাকালে নজর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে ধর্মীয় রাজনীতিতে ভর করেই ঘাসফুল শিবির উত্তরবঙ্গে পিছিয়ে পড়া আসনগুলিতে দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে আনতে চাইছে। তাই ভোটের আগেই দ্রুত মহাকাল মন্দিরের কাজ শুরুতে নজর দেওয়া হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে এই মন্দিরের শিলান্যাস করবেন। মন্দিরটি তৈরির কথা মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ে ঘোষণা করেছিলেন। ঠিক তার তিন মাসের মাথায় শিলিগুড়িতে এর শিলান্যাস করা হচ্ছে। শিলান্যাস হলেই কাজও শুরু হয়ে যাবে। দিঘাতে জগন্নাথধামের ডিজাইন ও ড্রয়িং করা হিডকোর আর্কিটেক্টই শিলিগুড়ির এই মন্দিরের একই দায়িত্বে রয়েছেন। ওইদিন কলকাতা থেকে একাধিক অতিথি আসার কথা রয়েছে। তালিকায় বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের সন্তদের থাকার কথা রয়েছে। দার্জিলিং মহাকাল মন্দির থেকেও প্রতিনিধিরা শামিল হবেন।

এদিকে, ওই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে যত বেশি সম্ভব লোক আনতে তৃণমূল টার্গেট বেঁধে দিয়েছে। তবে দলীয় ব্যানারে নয়, মানুষকে সাধারণ অবতারে হাজির করতে

- শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে যত বেশি সম্ভব লোক আনতে ঘাসফুল নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- কারও হাতে যেন দলীয় পতাকা না থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে

জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেলা আড়াইটার মধ্যে সকলকে শিলান্যাস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন। এই কর্মসূচিতে যেন কোনও দলীয় পতাকা বা ব্যানার না থাকে সেজন্য দলীয় নেতাদের বলে দেওয়া হয়। জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন বলে ঠিক হয়েছে। এজন্য আগাম গাড়িভাড়া নেওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'কারা অনুষ্ঠানে আসবেন সেই তালিকা জেলা শাসক তৈরি করছেন। আমি এখনও জানি না। তবে হয়তো জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন।'

ধর্মীয় রাজনীতির ওপর ভর করেই বিজেপি উত্তরে একাধিক নির্বাচনে নিজেদের বৈতরণি পার করেছে। উন্নয়নের অস্ত্র থেকে শুরু করে ঘর ভাঙানোর রাজনীতি, কোনওকিছুতেই উত্তরের পদ্মবনে রাজ্যের শাসকদল ঘাসফুল ফোটাতে পারেনি। ঘাসফুল শিবির তাই এবার ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট বৈতরণি পার করতে চাইছে। তৃণমূলও যে সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি আস্থা রাখে তা এই মন্দির তৈরির মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শাসকদল প্রমাণ করতে চাইছে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে যে এবার তৃণমূলের প্রেস্টিজ ফাইট তা শাসকদলের এই কর্মসূচি থেকেই স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জনপ্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে ডাকা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলা থেকে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। যে যার এলাকা থেকে যে রকম পারবেন তেমন লোক আনবেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু কারও হাতে যেন দলীয় পতাকা না থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় দলীয় বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব সেইমতো বাস, গাড়ি বুকিং করাও শুরু করে দিয়েছে।

ফাটাপুকুরে দখল রুখতে একজোট

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : ফাটাপুকুরকে বাঁচাতে একজোট হলেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার ফাটাপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সভা করে ফাটাপুকুর রক্ষা কমিটি গঠন হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যরা এই কমিটিতে রয়েছেন। কমিটির দাবি, ফাটাপুকুরকে বাঁচানোই মূল লক্ষ্য। তারা জানায়, কয়েক বছর আগে রাস্তা ফোর লেন হওয়ার সময় এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে কিছু খুঁটি এবং চালা দিয়ে দোকান শুরু করেন। পরবর্তীতে রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলে পুকুর ভরাট করে দোকানের জায়গা বাড়াতে থাকে। পাকা ঘর তৈরি করেন অনেকে। পুকুর সংলগ্ন পারে শৌচাগার তৈরি করেছেন অনেকে। যখন ফাটাপুকুরে আন্ডারপাস হচ্ছে তখন এই ব্যবসায়ীরা পুকুরের মধ্যে খুঁটি পুঁতে দখল করার চেষ্টা করছেন। ফাটাপুকুর রক্ষা কমিটি সমস্ত দোকানদারদের জানিয়েছে, তাঁদের জিনিসপত্র ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যেন পুকুরের মধ্যে খুঁটি না পোঁতেন। এরপরও কোনও ব্যবসায়ী কথা না শুনলে কমিটি ব্যবস্থা নেবে। ফাটাপুকুর রক্ষা কমিটির মাধ্যমে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়, মানস পাল, তৃণমূল নেতা দেবানন্দ রায়, সিপিএম নেতা আনব বর্মন এবং বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য দেবাশিস দে মিলেমিশে কাজ করবেন। এদিন কমিটির লোকজন খুঁটি পোঁতায় বাধা দিতে গেলে সেই দোকানদাররা বচসা শুরু করেন। পরে কমিটির চাপে খুঁটি তুলে নিতে বাধ্য হন তাঁরা।

কমিটির সদস্য আনব বলেন,

খুঁটি তুলে দিচ্ছেন কমিটির সদস্যরা।

ফাটাপুকুর রাস্তার দক্ষিণ দিকে পুকুরের পাশে যে দোকান রয়েছে, তা বেশিরভাগই পুকুর সংলগ্ন জমিতে। আমরা লক্ষ্য করছি, এরপরও দোকানঘর ভেঙে পিছনের দিকে পুকুরের জমি দখল করার চেষ্টা করছেন কিছু ব্যবসায়ী। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকল ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করা হয়েছে। এরপরেও ব্যবসায়ীরা কথা না শুনলে কমিটি পদক্ষেপ করবে।

গাড়ির দীর্ঘ লাইন চামুর্চি গেটের সামনে। -সংবাদচিত্র

ভুটানের তেল আনতে যানজট

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : তেলের জন্যেই ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে আমেরিকা। আবার একেবারে অন্য গোলার্ধে এই তেলের চক্করেই দীর্ঘ যানজটে আটকে হাঁসফাঁস করতে হয় বানারহাটের চামুর্চির বাসিন্দাদের। প্রতিবেশী দেশ ভুটান থেকে সস্তায় তেল আনতে ভিড় করে সবাই। আর তার জেরেই যানজট।

শুধু তাই নয়। ভুটানের সামচি থেকে প্রায় অর্ধেক দামে তেল নিয়ে এসে ডুয়ার্সের বেশকিছু জায়গায় তা সস্তায় বিক্রি হচ্ছে চোরাবাজারে। ফলে স্থানীয় পেট্রোল পাম্পগুলির ব্যবসা ক্রমশ মার খাচ্ছে। কেবল পাম্প মালিকরা নন, সেইসঙ্গে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই।

পুলিশ অবশ্য জানাচ্ছে, এখন চামুর্চি গেট গিয়ে এখানকার কোনও গাড়ির ভুটানে প্রবেশ নিয়ে নানা কড়াকড়ি করা হয়। চামুর্চি ফাঁড়ির ওসি আদিল লিম্বু বলেন, 'আইনি পথে কেউ ভুটানে গিয়ে সেখানকার পাম্প থেকে তেল কিনে গাড়িতে ভরে আনলে তাতে কারওই কিছু করার নেই। তবে দিনে একবারের বেশি যাতে কেউ না যেতে পারে, সেই নিয়ম চালু হয়েছে।'

তাছাড়া ভুটানের গেট খোলার সময় এগিয়ে ভোর ৪টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য যানজটে রাশ টানা। তবুও অবৈধ উপায়ে কেউ তেল আনছে কি না তার ওপর পুলিশ সতর্ক নজর রাখছে বলে দাবি। 'যানজট রুখতেও আমাদের পদক্ষেপ অব্যাহত আছে।' বলছেন আদিল।

কী কারণে চামুর্চি সীমান্ত দিয়ে ভুটানের সামচিতে তেল আনতে যাওয়ার এমন হুড়োহুড়ি? স্থানীয় সূত্রেই জানা যাচ্ছে, সে দেশে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৫৮ টাকা। ডুয়ার্সের পাম্পে তা ১০৬ টাকায় কিনতে হয়। আর ভুটানে ডিজেলের দর লিটার পিছু ৬২ টাকা। যা এখানে বিকোয় ৯২.৫৭ টাকায়। স্বাভাবিকভাবেই ভুটানের পাম্প থেকে গাড়ির ট্যাংক ভরে তেল নিয়ে এসে এপারে সস্তায় বিক্রি করলেও লাভই লাভ। হচ্ছেও সেটাই। অভিযোগ, কিছু অসাধু কারবারি একের পর এক গাড়ি পাঠিয়ে ট্যাংকে তেল ভরে নিয়ে আসছেন। তারপর এখানে নানা জায়গায় বিক্রি করছেন। আগে তো জ্যারিকেনে ভরে তেল নিয়ে আসা হত ভুটান থেকে। পুলিশের কড়াকড়ি ও ধরপাকড়ে তা বন্ধ হয়েছে। পরিস্থিতি যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

চামুর্চির সার্ক রোডে গাড়ির দীর্ঘ লাইনের জেরে পরিস্থিতি মাঝে মাঝে ঘোরালো হয়ে ওঠে, বলছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, এর ফলে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুল্যান্সকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী তাজ খান বলেন, 'আমরাও ভুক্তভোগী। ভুটানের তেল আনতে যানজট বাধছে।'

চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সন্দীপ ছেত্রীর কথায়, 'কেউ যদি ভুটানে গিয়ে নিজের গাড়িতে তেল নিয়ে আসে সেটা একান্তভাবেই দু'দেশের বিষয়। এর ওপর আমাদের কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয়।'

কোচবিহারে নয়ে ৯ চান অভিষেক

জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারে।

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : আপনারা নয়ে ৯ করুন। কোচবিহারের সার্বিক উন্নয়নের দায়ভার আজ থেকে আমি আমার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি। মঙ্গলবার ঘুঘুমারির কদমতলার জনসভার মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই কোচবিহারবাসীকে আশ্বস্ত করেন। জনসভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে তাঁর আশ্বাস, 'এক মাস পর কোচবিহারে ফের আসব।'

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাকিস্তানি বলে তোপ দেগেছিলেন। এ নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। অভিষেক অবশ্য এদিন তাঁর ভাষণে ওই ঘটনায় নগেনকে ধন্যবাদ জানান। কোচবিহারে ১০ জন জীবিত ভোটারকে মৃত হিসেবে দেখানোর পাশাপাশি এসআইআর-এর চাপে আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর অভিযোগের ঘটনায় অভিষেক চাঁছাছোলা ভাষায় নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেন। সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মঞ্চে তুলে তিনি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে বাংলায় বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে অভিষেক এদিন আগাগোড়াই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। মহিলাদের সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাবেন বলেও অভিষেক এদিন জনতাকে আশ্বস্ত করেন।

এদিন সকাল থেকেই কদমতলার মাঠে ভিড় জমতে শুরু করে। বেলা ১টা বেজে ২৫ মিনিট নাগাদ অভিষেক এবিএন শীল কলেজের মাঠে হেলিকপ্টারে নামেন। সেখান থেকে গাড়িতে করে প্রথমে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে তিনি পুজো দেন। এরপর সেখান থেকে গাড়িতে কদমতলায় যান। দুপুর ২টা ১০ মিনিট নাগাদ তিনি মঞ্চে ওঠেন। কোচবিহার শহর থেকে জনসভা মঞ্চে যাওয়ার পথে ছয়-সাত কিলোমিটার

> চব্বিশের ভোটে তৃণমূলকে জিতিয়ে নিশীথ প্রামাণিক নামে বিজেপির আবর্জনাটাকে দূর করায় আপনাদের স্যালুট। এবার ৯টা বিধানসভায় বিজেপিকে শূন্য করতে হবে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাস্তায় মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল। ভাষণের শুরুতে অভিষেক বলেন, 'মানুষের যা উদ্দীপনা দেখলাম তাতে কোচবিহার থেকে বিজেপিকে উপড়ে ফেলা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ২০২৪ সালের ভোটে তৃণমূলকে জিতিয়ে নিশীথ প্রামাণিক নামে বিজেপির আবর্জনাটাকে দূর করায় আপনাদের স্যালুট। এবার ৯টা বিধানসভার মধ্যে ৬-৩, ৪-৫ বা ৭-২ নয়, নয়ে ৯ করতে হবে। বিজেপিকে একেবারে শূন্য করে দিতে হবে।'

বিজেপি সবাইকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে বলে সাংসদ নগেন রায় মন্তব্য করায় তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বলে অভিষেক জানান। বক্তব্যে নগেন রায়ের প্রশংসা করায় রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কোচবিহারে ভোটের ফলাফলের ক্ষেত্রে রাজবংশী ভোট যেহেতু অন্যতম ফ্যাক্টর, তাই অভিষেক এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। একদিকে নগেনকে খুশি রেখে তাঁর অনুগামীদের নিজেদের দিকে রাখার চেষ্টা ও অন্যদিকে অভিষেক নগেনের সঙ্গে বিজেপির দূরত্বও সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করতে অভিষেক বলেন, 'কোচবিহারে কোনও বুথে যাতে বিজেপি না জেতে এটা আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। কোনও কিছু বলার থাকলে আপনারা সরাসরি আমাকে জানাবেন। আমিও কিছু বলার থাকলে আপনাদের জানাব।'

বিজেপির কঠোর সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির বিভিন্ন বড় বড় নেতা এখানে নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি, চিলারায়ের নামে প্যারামিলিটারি ট্রেনিং সেন্টার, পঞ্চানন বর্মার নামে লাইব্রেরি, মদনমোহন মন্দিরকে আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা, নিউ কোচবিহারে স্পোর্টস হাব তৈরি, কোচবিহার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে কিছুই হয়নি। উলটে ৩১ জানুয়ারির পর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' শুকটাবাড়ির মানুষকে 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়ায় নিশীথ প্রামাণিকের সমালোচনা করেন। রাজ্য সরকার দুইমাসের মধ্যে কোচবিহারে দেড় লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে জানান।

চা চাষ প্রশিক্ষণ

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : তিন মাস ধরে চা শিল্প নিয়ে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের (বিজ্ঞান) সব বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন ১৪৫ জন পড়ুয়া। প্রশিক্ষণ শেষে মঙ্গলবার কলেজের সেমিনার হলঘরে তাঁদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। তিন মাসের এই টি ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি।

কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দাস বললেন, 'চা শিল্পের মাধ্যমে কীভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। চা শিল্পের কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যেতে পারে, উপার্জনের রাস্তা কীভাবে খুলতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানালেন, চায়ের চাষ কীভাবে করা হয়, জলসেচ, রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ থেকে কত ধরনের চা পাতার উৎপাদন করা যায়। চায়ের পাতা থেকে চায়ের প্রস্তুতি বিষয়ে তাঁদের হাতেকলমে ও চা বাগান কীভাবে করা যাবে, যাবতীয় বিষয় তুলে ধরা হয়। ভবিষ্যতে কলেজের সঙ্গে মউ চুক্তি করার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানালেন বিজয়গোপাল।

বৈঠকে বারলা

মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই মাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছে যান রাজ্য মাইনরিটি কমিশনের সহ সভাপতি জন বারলা। সেখানে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বৈঠক করেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা অমরদান বাক্সলার সঙ্গে। তবে বৈঠকের পর বারলা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। তবে সূত্রের খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিকাশ পরিষদের সহযোগিতা আশা করছেন বারলা। তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় দুই নেতার। যদিও এই বৈঠককে শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে দাবি অমরদানের।

দেহ উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দোকানের ভেতর থেকে তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের আংরাভাসা এলাকায়। মৃতের নাম জয়দেব কর (৩৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, আংরাভাসা বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি মোবাইলের দোকান করতেন ওই তরুণ।

দুটি ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচী

২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেসের রামপুরহাট স্টেশনে এবং ১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেসের কাটোয়া ও নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে সময়সূচী নিম্নরূপে সংশোধিত করা হবে ঃ

২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস

স্টেশনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
	পৌঁঃ	ছাঃ	পৌঁঃ	ছাঃ
রামপুরহাট	১৭.১০	১৭.২০	১৭.১৫	১৭.২৫

১৫৭১২ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস

স্টেশনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
	পৌঁঃ	ছাঃ	পৌঁঃ	ছাঃ
কাটোয়া	০৪.০১	০৪.০৩	০৩.৫৬	০৩.৫৮
নবদ্বীপ ধাম	০৪.৩১	০৪.৩৩	০৪.২৬	০৪.২৮

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

LIC ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস
'জীবন প্রকাশ', শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১
ফোন ঃ (০৩৫৬১) ২৫৫৪৪২, ইমেল ঃ os.jalpaiguri@licindia.com

এলআইসি অফ ইন্ডিয়ার জন্য লিজে অফিস পরিসরের প্রয়োজন; ডি.এ.বি., শিলিগুড়ি অফিস

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, শাখা অফিস - ডি.এ.বি., শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং-এর জন্য লিজের ভিত্তিতে ৪,৫০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া (আনুমানিক ±৫% কম-বেশি পরিসর গ্রহণযোগ্য) অফিস পরিসর ভাড়ায় নিতে আগ্রহী, যা গ্রাউন্ড ফ্লোর, ২য় তল, ৩য় তল বা যে কোনো তলে লিফ্ট সুবিধাযুক্ত, দখল নেবার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিসরটির পছন্দসই অবস্থান রেলওয়ে স্টেশন/বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ কিমি ব্যাসের (আনুমানিক) মধ্যে হতে হবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড নথিপত্রের জন্য অনুগ্রহ করে লগ অন করুন www.licindia.in এবং তার অন্তর্গত "Tenders"-এর অধীনে লিঙ্ক "Advertisement for Requirement of office premises at Siliguri for DAB, Siliguri Office, Dist. Darjeeling, West Bengal, on lease basis"-এ ক্লিক্ করুন। কোনও কারণ না দেখিয়ে কোনও একটি বা সব অফার সম্পূর্ণ/আংশিক গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার এলআইসি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত। সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

LIC ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস
'জীবন প্রকাশ', শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১
ফোন ঃ (০৩৫৬১) ২৫৫৪৪২, ইমেল ঃ os.jalpaiguri@licindia.com

এলআইসি অফ ইন্ডিয়ার জন্য লিজে অফিস পরিসরের প্রয়োজন; ফালাকাটা শাখা

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, শাখা অফিস - ফালাকাটা, জেলা-আলিপুরদুয়ার-এর জন্য লিজের ভিত্তিতে ৪,৫০০ বর্গ ফুট থেকে ৫০০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া (আনুমানিক ±৫% কম-বেশি পরিসর গ্রহণযোগ্য) অফিস পরিসর ভাড়ায় নিতে আগ্রহী, যা গ্রাউন্ড ফ্লোর, ২য় তল, ৩য় তল বা যে কোনো তলে লিফ্ট সুবিধাযুক্ত, দখল নেবার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিসরটির পছন্দসই অবস্থান রেলওয়ে স্টেশন/বাস স্ট্যান্ড থেকে ৫ কিমি ব্যাসের (আনুমানিক) মধ্যে হতে হবে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড নথিপত্রের জন্য অনুগ্রহ করে লগ অন করুন www.licindia.in এবং তার অন্তর্গত "Tenders"-এর অধীনে লিঙ্ক "Advertisement for Requirement of office premises at Falakata for Falakata Branch, Dist. Alipurduar, West Bengal on lease basis"-এ ক্লিক্ করুন। কোনও কারণ না দেখিয়ে কোনও একটি বা সব অফার সম্পূর্ণ/আংশিক গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার এলআইসি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত। সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

স্টপ নিয়ে ক্ষোভ

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ধূপগুড়িতে স্লিপার বন্দে ভারতের স্টপের দাবি জানিয়েছিলেন মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। মিঠুন চক্রবর্তীর জনসভায় গিয়ে এব্যাপারে জলপাইগুড়ির সাংসদের হাতে চিঠি তুলে দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তার পরেও স্টপ মেলেনি। এতে বেজায় ক্ষুব্ধ সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী সমিতি এবং অন্যান্য সংস্থা ও সংগঠনকেও এব্যাপারে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলস্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সমস্ত সংগঠনগুলি যাতে আন্দোলনে শামিল হয়, সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।' যদিও আন্দোলনের দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি।

পথ দুর্ঘটনায় বিএলও'র মৃত্যু

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চারদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন পথ দুর্ঘটনায় আহত ময়নাগুড়ি রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/০৬ নম্বর বুথের বিএলও সুশীলা রায় (৩৭)। সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় সুশীলার। তিনি স্থানীয় একটি এমএসকেতে কর্মরত ছিলেন। গত শুক্রবার এসআইআর-এর কাজ সেরে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাইকে চেপে বাড়ি ফেরার সময় সুশীলা বাইক থেকে পড়ে যান। ঘটনায় মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পান তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর থাকায় পরবর্তীতে তাঁকে শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় সুশীলার। মঙ্গলবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের পর সন্ধ্যায় রামশাই-এর চ্যাংমারি এলাকায় বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃতের ভাই রবিন রায় বলেন, 'এসআইআর-এর কাজ নিয়ে দিদি কয়েকদিন থেকেই প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। মানসিক চাপে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে দিদির মৃত্যু হল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা মুস্তাজুল এসকে - কে 14.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89D 34688 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "খুব অল্প বিনিয়োগে আমি আমার কল্পনার চেয়েও বেশি পুরস্কার পাওয়ার সৌভাগ্যবান হয়েছি। এই সুযোগটি আমার কাছে সত্যিই অর্থবহ হয়েছে এবং আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরণের সম্ভাবনা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

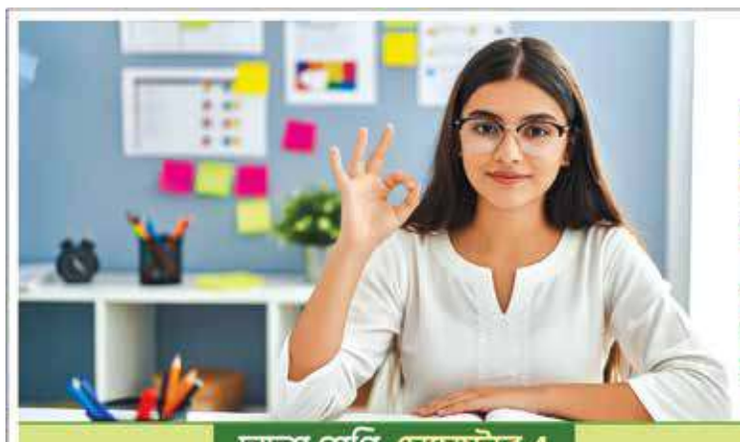

সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা.লি.

র‍্যাপিড টেস্ট নাও, উচ্চমাধ্যমিকে কনফিডেন্স বাড়াও

সাঁতরা পাবলিকেশনের বিষয়ভিত্তিক সাজেস্টিভ মডেল কোয়েশ্চেন ও নতুন নম্বর বিভাজনসহ টেস্ট পেপার্সের সাথে।

HIGHER SECONDARY RAPID TEST 2026

দ্বাদশ শ্রেণি, সেমেস্টার 4

বাংলা, ইংরেজি, কমার্স, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, গণিত, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন

একাদশ শ্রেণি, সেমেস্টার 2

গণিত, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কমার্স

বইগুলির বিশেষত্ব
✓ Chapter Sketch ✓ Solved and unsolved Test Papers
✓ Suggestion ✓ Answer Key
✓ HS Scanner

অনলাইনে কিনতে স্ক্যান করো

www.santrapub.com

নিকটবর্তী সব বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে

সোশ্যাল শুরু হতে দেরি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে

বাউন্সার নিয়ে কলেজে নেতারা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের সোশ্যাল ছিল। দুপুরে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অনুষ্ঠান শুরু হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যায়। তার ওপর কলেজ ছাত্র নন এমন দুই তৃণমূল ছাত্র-যুব নেতা কলেজ চত্বরে বাউন্সার নিয়ে ঘোরাফেরা করায় চরম বিতর্ক তৈরি হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে দেরির জন্য যান্ত্রিক ত্রুটির কথা স্বীকার করলেও টিএমসিপি নেতাদের বাউন্সার নিয়ে কলেজ চত্বরে ঘুরে বেড়ানোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাস।

এদিন সোশ্যাল উপলক্ষ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক সভাপতি কৌশিক রায় ও জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূলের কার্যকরী কমিটির সদস্য শুকদেব রায় কলেজে হাজির হন। তাঁদের সঙ্গে কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ব্যক্তিগত বাউন্সারের দলকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তৃণমূলের দুই ছাত্র ও যুব নেতার এমন দাপুটে চলাফেরা নজর কাড়ে কলেজ পড়ুয়াদের। এর মধ্যে

সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের সোশ্যালে বাউন্সার নিয়ে তৃণমূল ছাত্র-যুব নেতারা।

সন্ধে হয়ে যাওয়ায় কলেজ সোশ্যাল শুরুর আগেই বেশিরভাগ ছাত্রীকে বাড়ি ফিরতে হওয়ায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এনিয়ে তৃণমূল ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য কথা কাটাকাটিও ভালো চোখে নেয়নি পড়ুয়ারা। বাড়ি ফেরার পথে কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের এক ছাত্রী বলেন, 'নেতারা নিজেদের সমস্যা ও লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। এসবই যখন হবে তখন আমাদের ডেকে সোশ্যাল আয়োজন না করলেই ভালো হত।'

কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তথা বাউন্সার নিয়ে ঘোরার কারণ প্রসঙ্গে টিএমসিপি নেতা কৌশিক রায় 'ব্যক্তিগত বিষয়' বলে এড়িয়ে গেলেও জেলা যুব তৃণমূল নেতা শুকদেব রায় বলেন, 'এরা সকলেই আমার ভাই। আমাকে ভালোবাসার সুবাদেই সঙ্গে রয়েছেন।'

তবে সূত্রের খবর, গত ১০ জানুয়ারি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনায় নিজেদের মধ্যে তুমুল ঝামেলায় জড়ান টিএমসিপি

> **সোশ্যালের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কলেজে যাই। তবে এমন কোনও কিছু আমার নজরে পড়েনি। কারা কোন উদ্দেশ্যে কী করেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের হিতের বাইরে কিছু হলে অবশ্যই দল ব্যবস্থা নেবে।**
>
> **রাজেশকুমার সিং**
> *সাধারণ সম্পাদক, জেলা তৃণমূল*

নেতারা। তার রেশ ধরে এদিন কলেজে সোশ্যাল চলাকালীন ফের ঝামেলার আশঙ্কা থেকেই মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বেসরকারি সংস্থার দেহরক্ষী তথা বাউন্সার ভাড়া করেন তৃণমূলের ছাত্র ও যুব নেতারা। সেই টাকা কোন ফান্ড থেকে দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দলের ছাত্র-যুব নেতাদের এহেন কর্মকাণ্ড নিয়ে জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'সোশ্যালের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কলেজে যাই। তবে এমন কোনও কিছু আমার নজরে পড়েনি। কারা কোন উদ্দেশ্যে কী করেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের হিতের বাইরে কিছু হলে অবশ্যই দল ব্যবস্থা নেবে।'

ধূপগুড়ির টিএমসিপি নেতাদের অন্দরে কলেজ ও ছাত্র সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে ডামাডোল চলছে। আক্রমণ ও পালটা আক্রমণের রেশ ধরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাজ্য পুলিশের উপস্থিতিতে কলেজ সোশ্যালেও টিএমসিপি নেতাদের একাংশকে বাউন্সার নিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রকাশ্যে না হলেও এমন ঘটনাকে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের পক্ষে 'বিপজ্জনক ও নিন্দনীয়' বলে দাবি করেছেন অধ্যাপকদের বেশিরভাগ অংশ।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দিনবাজারে কেনাকাটা। মঙ্গলবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

টুনিলাইটের আলোয় দূরে থাকে হাতি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শোনা কথাতেই কাজ হয়েছে। সোনাখালি জঙ্গল লাগোয়া দেওমালি গ্রামের একটা অংশে হাতির দলের তাণ্ডব থেকে রেহাই মিলেছে। জঙ্গল থেকে হাতি লোকালয়ে বের হলেও গ্রামের ওই অংশে আর হাতি আসে না। ভাঙে না বাড়ি, নষ্ট হয় না ফসল। এই চমৎকারের কারণ কী? গ্রামবাসী জানালেন, এর পেছনে রয়েছে টুনি বালবের আলোর ঝলকানি।

স্থানীয় বাসিন্দা বুলবুল আলম বলেন, 'টুনি বালবের আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়ে হাতির দল গ্রামের দিকে আসে না। বরং অন্যদিকে চলে যায়। এতে গ্রামের বাসিন্দারা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। এই আলো লাগানোর আগে অবশ্য গ্রামে নিয়মিত হাতির হানা ঘটেই যাচ্ছিল।'

এর আগে গাড়োখুটা এলাকাতেও একইভাবে হাতির দলের হানা রুখতে টুনিলাইট লাগিয়ে হাতির উপদ্রব কমানোর উদাহরণ রয়েছে। তারপরই দেওমালি গ্রামে একই কৌশল নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি গ্রামেও হাতির দলের দাপট রুখতে টুনি বালব লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে কালাখাম্বা এলাকাও অন্যতম। কালাখাম্বার বাসিন্দা শ্যামল রায় বললেন, 'এর আগেও শুনেছি, টুনি বালবের আলো দেখে হাতি ভয় পায় এবং লাইটের কাছাকাছি আসে না। তাই সোনাখালি জঙ্গল ও কালাখাম্বা গ্রামের মাঝের করিডরে লাইটিং করার ভাবনা নেওয়া হয়েছে।' কিন্তু এতে তো বিদ্যুৎ খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। দেওমালি গ্রামের বাসিন্দাদের অবশ্য তাতে আক্ষেপ নেই। কারণ হাতি গ্রামমুখী না হওয়ায় মানুষ ও বন্যপ্রাণীর এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা মিলেছে।

মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে। তবুও হাতির দল গ্রামের দিকে বিভিন্ন মরশুমি ফসল যেমন ধান, ভুট্টা, আলুর লোভে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। টুনিলাইট দেখে যে হাতি ভয় পাচ্ছে এবং লোকালয়ে ঢুকছে না, সেটা আশার কথা। হাতি-মানুষ সংঘাত ঠেকাতে এই উদ্যোগ ভালো।'

এদিকে বনকর্মীদের একাংশ অন্য চিন্তার কথা শোনালেন। এখন আলো দেখে হাতির দল সামনে যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু হাতির দলের মধ্যে এই ভয় কেটে গেলে তারা পুনরায় গ্রামে ঢুকবে। তবে আপাতত এইভাবেই হাতি ঠেকানো হোক বলে জানালেন তাঁরা। পরে অন্য ভাবনা বা কৌশল নেওয়া হবে।

- সোনাখালি জঙ্গল লাগোয়া দেওমালি গ্রামের একটা অংশে হাতির দলের তাণ্ডব থেকে রেহাই মিলেছে
- জঙ্গল থেকে হাতি লোকালয়ে বের হলেও গ্রামের ওই অংশে আর হাতি আসে না
- হাতির দলের হানা রুখতে টুনিলাইট লাগিয়ে হাতির উপদ্রব কমানো গিয়েছে

মিউ।। *শিলিগুড়ির গীতালপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন শিরশাদীপ শীল।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জমি পেতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

রাজগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : জমি মাফিয়াদের মাধ্যমে পৈতৃক সম্পত্তি শিল্পপতিরা কবজা করার চেষ্টা করেছেন, এই অভিযোগ করে জমির দখল পেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হল রাজগঞ্জের বন্ধুনগরের সীতাগুড়ির বাসিন্দা রফিক হোসেনের পরিবার। জানুয়ারি মাসের শুরুতে রাজগঞ্জের বন্ধুনগরে একটি জমি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ওই জমি তাঁদের বলে দাবি করেছেন সীতাগুড়ির বাসিন্দা রফিক হোসেন, সাহিরুল হক, মাইনুল হক ও শহিদা বেগম। নিজেদের খতিয়ানভুক্ত জমি ফিরে পাওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁরা মঙ্গলবার চিঠি পাঠিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা ক্ষুদ্র কৃষক। কোনওরকমে সংসার চলে। এই অবস্থায় প্রভাবশালী জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের অভিযোগ, বহিরাগতরা জোর করে জমিতে ঢুকেছে এবং তাঁদের মারধর করেছে। জমি দখলের চেষ্টা করেছে। নিজেদের জমিতে তাঁরা ঢুকতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও পথ নেই বলে জানান তাঁরা। তাঁদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী সুবিচার করবেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বন্ধুনগরের একটি গাড়ির শোরুমের মালিকের সঙ্গে রফিক হোসেনের পরিবারের জমি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। সেই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে রফিকদের দাবি, তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং প্রকৃত খতিয়ানের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের হয়রানি করা হচ্ছে।

সমাজসেবা

নাগরাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : প্রয়াত বাবা দুর্গেশনন্দন ভট্টাচার্য ও মা সাবিত্রী ভট্টাচার্যর স্মরণে বানারহাটের বিভিন্ন চা বাগানের ৬০০ বিশেষভাবে সক্ষমকে কম্বল উপহার দিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের জন্য ছিল পাতপেড়ে খিচুড়ি খাওয়ার বন্দোবস্ত। বানারহাট হাইস্কুল মাঠে মঙ্গলবার অনুষ্ঠানটি হয়।

দেওয়াল লিখনে টেক্কা বিজেপির

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারের জন্য ময়নাগুড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছে দেওয়াল দখলের লড়াই। ময়নাগুড়ি শহর ছাড়াও ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীর নাম ছাড়াই দেওয়াল লিখন ও প্রতীক আঁকার কাজ শুরু করেছে বিজেপি। একাধিক দেওয়ালে ফুটে উঠছে পদ্মফুল, কোথাও আবার বিজেপির নাম লিখে দেওয়ালটি দখল করে রাখা হচ্ছে।

নির্বাচনি প্রচারে বরাবরই রাজনৈতিক দলগুলির হাতিয়ার দেওয়াল লিখন। সমাজমাধ্যমের যুগেও দেওয়াল লিখনের বিকল্প কোনও প্রচার সেভাবে দাগ কাটে না সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাই প্রতিটি নির্বাচনে দেওয়ালগুলি হয়ে ওঠে রঙিন। কিন্তু কোনও নির্বাচনের আগে এতটা আগাম দেওয়াল দখল বা লিখন দেখা যায় না। কিন্তু এবছর প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এক্ষেত্রে পিছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপি। দেওয়াল লিখনে পদ্ম প্রতীকের পাশাপাশি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কোথাও আবার লেখা হয়েছে, 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'। বিজেপির ময়নাগুড়ি ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি কালু বর্ধন বলেন, 'শহরের ২৭টি বুথের মধ্যে আমরা ২০টির বেশি বুথে দেওয়াল লিখন শেষ করে ফেলেছি। বাকি বুথগুলিতেও দুই-একদিনের মধ্যে দেওয়াল লিখনের কাজ শেষ করা হবে।' দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে আগাম দেওয়াল দখল ও লিখনের কাজ করা হচ্ছে বলে জানান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি চঞ্চল সরকার।

তৃণমূলের তরফে এখনও দেওয়াল লিখন শুরু না হলেও, বুথে বুথে জোরকদমে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি চলছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন সভা থেকেও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়, তৃণমূলের ময়নাগুড়ি বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর দুলাল দেবনাথ, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল প্রমুখ।

পাইপ ফেটে বিপত্তি

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জল আর জলপাইগুড়ি একে অপরের পিছু ছাড়তে নারাজ। মঙ্গলবার বিকেলে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়ীয় মঠের সামনে আম্রুত প্রকল্পের জলের পাইপ ফেঁটে যাওয়ায় এলাকাবাসীকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। প্রায় ১৫ মিনিট জলের জেরে বন্ধ থাকে যান চলাচল। পাইপের বিপরীতে থাকা দুটি দোকানে জল ঢুকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ব্যবসায়ীদের। পুরো বিষয়টিকে দুর্নীতির সঙ্গে তুলনা করে পুরসভাকে তুলোধোনা করেছে বিরোধীরা।

এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পুরসভা এবং এমইডি-র তরফে আম্রুত প্রকল্পের ট্রায়াল রান শুরু হয়। পাইপ দিয়ে জল গড়াতেই ফেটে যায় আম্রুত প্রকল্পের পাইপের জয়েন্ট। দ্রুতগতিতে ফোয়ারার মতো জল বেরোতে থাকে। সময়মতো জলের ট্রায়াল রান বন্ধ করা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'কোথাও কোনও ফল্ট রয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য ট্রায়াল রান করা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াররা দেশবন্ধুপাড়ায় গিয়ে ফাটল যুক্ত পাইপটা দেখে এসেছে। এখানে দুর্নীতির কিছুই নেই।'

সংক্রমণ রুখতে আগাম সতর্কতা

নাগরাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : নিপা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যের পরামর্শ মতো সতর্ক হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ভবনের তৈরি করে দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিওর (এসওপি) জেলার সমস্ত হাসপাতালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও ফল খাওয়ার আগে তা ভালো করে সাবান জল ও নুন জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাদুড়ের মাধ্যমে নিপা ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। শীতের মরশুমে একটি জনপ্রিয় পানীয় হল খেজুরের রস। সেখানেও অনেক সময় বাদুড়ের উপদ্রব দেখা যায়। তাই এসব ক্ষেত্রে এসওপি-তে সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চললে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আমরা সতর্ক রয়েছি।'

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, শুধু বাদুড়ই নয়, শুয়োর থেকেও নিপা ভাইরাস ছড়াতে পারে।

উল্লেখ্য, এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত এমন দুজন রোগী পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা বর্তমানে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই খবর পাওয়ার পর থেকে এই রোগ যাতে না ছড়ায় সেজন্য

নিপা ভাইরাস

স্বাস্থ্য দপ্তর তৎপর হয়েছে। প্রতিটি জেলাকেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি গাইডলাইনে নিপা-র সংক্রমণ রুখতে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, কোনও ফল বাদুড় খেয়েছে যদি এমন কোনও চিহ্ন থাকে তাহলে তা ফেলে দিতে হবে। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

সংলাপ যাত্রা

রাজগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সংলাপ যাত্রা শুরু করল রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ গড়ে তুলতে শুরু হয়েছে 'উন্নয়নের সংলাপ যাত্রা'। এদিন মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর টাকিমারির ঝুলন মন্দিরে পুজো দিয়ে এই যাত্রা শুরু করেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই যাত্রার মূল লক্ষ্য।' উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্তাদাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্চনা রায়, মহিলা নেত্রী সবাণী ধারা, মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ময়নাগুড়ির জল্পেশমেলার মাঠে ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা হবে। মঙ্গলবার রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির তরফে জল্পেশমেলার মাঠে একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে অনুষ্ঠানের বিবরণ তুলে ধরা হয়। উৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন বলেন, 'বুধবার রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মন্ত্রী উদয়ন গুহ উপস্থিত থাকতে পারেন। দরিয়া ও চটকা বিভাগে ৪৮ জন প্রতিযোগী অংশ নেবেন।'

দুর্ভোগ

মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের পানীয় জলের পাইপ ফেটে দুর্ভোগ চালসায়। চালসার গোলাই থেকে মেটেলিগামী রাজ্য সড়কের পাশে থাকা ওই পাইপটি ফেটে অনবরত জল বেরিয়ে আসছে। ওই জল গিয়ে জমছে রাস্তার নীচু স্থানে। বেশ কিছুদিন ধরেই পাইপ ফেটে জল অপচয় হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাধিকবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগকে জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। চালসা শিবমন্দির২পাড়া এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'বিগত কয়েক মাস ধরে এভাবে জল অপচয় হচ্ছে। নেতা ও প্রশাসনের আধিকারিকরা সব দেখেও এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

উচ্চফলনশীল রসুন চাষ কৃষি খামারে

ভরতুকি দেওয়ার পরিকল্পনা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে এবার উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাতের রসুন চাষে তৎপরতা শুরু করল উদ্যান পালন দপ্তর। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে দপ্তরের এক নম্বর খামারবাড়িতে উন্নতজাতের উচ্চফলনশীল রসুনের পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়েছে। এই ট্রায়াল সফল হলে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও চাষিদের রসুন চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে।

জলপাইগুড়ি জেলায় এই মুহূর্তে ১৩৫ হেক্টর জমিতে দেশীয় প্রজাতির রসুন চাষ হয়। রাজ্যে রসুনের জোগানের সমস্যা রয়েছে বলে বাইরের রাজ্য থেকেও রসুন আনতে হচ্ছে। তাই ন্যাশনাল হর্টিকালচার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন থেকে ৪০০ কেজি উন্নত প্রজাতির এবং উচ্চফলনশীল রসুনের বীজ আনা হয়েছে মোহিতনগরের খামারে। জলপাইগুড়ি উদ্যান পালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'যমুনা সফেদ ২ এবং ৩ নম্বর ছাড়াও পার্পল ১০, এই তিন প্রজাতির রসুনের বীজ আনা হয়েছে। এই পার্পল ১০ প্রজাতির রসুনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে।' দেশীয় প্রজাতির রসুনের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুবই কম। প্রতি বিঘায় দেশীয় রসুন উৎপাদিত হয় ৭ কুইন্টাল থেকে ১০ কুইন্টাল। তুলনায় এই উচ্চফলনশীল এবং উন্নত জাতের রসুন প্রতি বিঘাতে দ্বিগুণ উৎপাদন দেয়। তাছাড়া দেশীয় রসুন রপ্তানি বেশিদিন রেখে করা যায় না। উচ্চফলনশীল রসুন বেশিদিন রেখে রপ্তানিযোগ্য।'

আগামী এপ্রিল-মে মাসে ট্রায়াল রানে মোহিতনগর খামারবাড়িতে উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাতের রসুনের ফলন আসবে। তখন সার্বিক সাফল্যের অবস্থা বুঝে উত্তরের জেলায় জেলায় এই রসুন বীজ চাষিদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে বিঘাপ্রতি রসুন চাষে সরকারি ভরতুকিও দেওয়া হবে বলে সহকারী উদ্যান পালন অধিকর্তা জানিয়েছেন।

মোহিতনগরে উন্নতজাতের উচ্চফলনশীল রসুনের পরীক্ষামূলক চাষ শুরু।

মন্থনা এস্টেটের জমিদারনি জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি কীভাবে এলাকাবাসীর কাছে দেবী হয়ে উঠলেন, সেই কাহিনী গবেষকদের মুগ্ধ করেছে বারবার। আর এলাকার নামে ধরা রয়েছে পুরোনো সেই দিনের কথা।

মন্থনীহাটে জড়িয়ে দেবী চৌধুরানির স্মৃতি

কী নামে ডেকে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কোনও পৌরাণিক কাহিনী নয়, উত্তরবঙ্গের মাটির ইতিহাস মিশে আছে এই মন্দিরে। যেখানে একজন রক্ত-মাংসের মানুষ প্রজাদের ভালোবাসায় হয়ে উঠেছেন দেবী। তিনি জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা পঞ্চায়েতের মন্থনীহাটে তিনি আজও পূজিত হন 'মন্থনীমাতা' রূপে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সেই অগ্নিকন্যাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় এই তল্লাটের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি।

অবিভক্ত বাংলার রংপুরের বিখ্যাত মন্থনা এস্টেটের জমিদার-বধূ ছিলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। তাঁর নাম থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে মন্থনী। মন্থনীপাড়া, স্কুল থেকে হাট-সবকিছুর নামকরণের মূলে রয়েছে সেই মন্থনা এস্টেট। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'দেবী চৌধুরানি'র ছায়া এই জয়দুর্গার মধ্যেই খুঁজে পান গবেষকরা। ১৭৭৬-এর মন্বন্তরের সময় ইংরেজ ও ইজারাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই মহীয়সী নারী।

গবেষক উমেশ শর্মার কথায়, 'জলপাইগুড়ির রাজা দর্পদেব রায়কতের আমলে দেবী মন্থনীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ও নিত্যপুজো শুরু হয়। মন্থনী দেবী আসলে মন্থনা এস্টেটের (বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুরে অবস্থিত) জমিদারনি জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। তিনি দরিদ্র গ্রামবাসী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজারাই মূর্তি গড়ে তাঁকে মা দুর্গা রূপে ভেবে নিয়ে মন্থনী দেবী নামে পুজো করতে শুরু করেন।'

মন্থনীমাতার মন্দির।

ইতিহাস বলছে, ১৭৭০ সালে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে রংপুর পর্যন্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৭৩ সালে তিস্তার পাড়ে দেবী চৌধুরানি, রাজা দর্পদেব, মজনু শাহ ও ভবানী পাঠকের সম্মিলিত বাহিনী ক্যাপ্টেন জোনসের ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। গবেষকরা বলছেন, রাজা দর্পদেবকে রংপুরে ইংরেজরা ১৭ বছর বন্দি করে রেখেছিলেন। এই বিপ্লবীরা ইজারাদারদের সম্পত্তি লুট করে গরিবদের বিলিয়ে দিতেন। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই আজও মন্দিরে তাঁর মানবী মূর্তি পূজিত হয়।

মন্থনীহাটের এই মন্দিরে এক বিশেষ দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানে দেবী চৌধুরানির বিগ্রহের পাশেই দেবী দুর্গার আলাদা প্রতিমা থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ রায় বলেন, 'মন্থনী দেবী এলাকার গ্রামদেবী।' দেবীর রূপটিও অনন্য। রাজসিংহাসনে বসে আছেন মা মন্থনী, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। তাঁর এক হাতে ফুল, অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা। মন্দিরে প্রতিদিন দুধ, চিনি ও পায়েস দিয়ে দেবীর ভোগ নিবেদন করা হয়। মন্দিরের পুরোহিত সোদুরু রায় জানালেন, মন্থনীমাতা আসলে এক ঐতিহাসিক নারী। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের ইংরেজ ও তাদের পোষ্য ইজারাদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর নামেই এলাকার নাম মন্থনী হয়েছে। তাঁকে নিয়ে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস আজও অটুট। স্থানীয় ব্রজ রায় জানান, বিপদে-আপদে আজও মন্থনীমাতাই এই জনপদের শেষ ভরসা।

नवीन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF
NEW AND
RENEWABLE ENERGY
सत्यमेव जयते

২৫ লক্ষ বাড়ি এখন "পিএম সূর্যঘর"-এ পরিণত হয়েছে

এখন আপনার পালা, আপনার বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসান এবং তার দ্বারা লাভবান হন।

৭৮,০০০ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পান

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে টাকা আয়ের সুযোগ।

প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ

CBC 28101/13/0015/2526

পিএম সূর্যঘর
নিঃশুল্ক বিদ্যুৎ যোজনা
প্রতিটি ঘর, সূর্য ঘর

"পিএম সূর্যঘর : মুফত বিজলি যোজনা দেশকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। বর্তমানের এই প্রকল্পটি কীভাবে ভবিষ্যৎকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"

- নরেন্দ্র মোদি

আবেদনের জন্য স্ক্যান করুন

আরও তথ্যের জন্য PMSURYAGHAR.GOV.IN-এ পরিদর্শন করুন / যোগাযোগ করুন :- টোল-ফ্রি নম্বর ১৫৫৫৫

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৬ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ পৌষ ১৪৩২

ডিজিটাল হট্টমালা

ঘাম ঝরানোর আর দরকার নেই। মাঠে-ঘাটে ঘুরে সংগঠন ক্রমে অতীত। মিছিল-মিটিং-জনসভা আছে বটে। তবে ডিজিটাল কাজ হয়ে উঠছে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান ফ্রন্ট। যদিও দলগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শব্দটি ব্যবহারের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেননা, রাজনীতি মূলত মতাদর্শভিত্তিক। দলগুলির ক্ষেত্রে সেই মতাদর্শের অস্তিত্ব কার্যত উধাও। মতাদর্শভিত্তিক কর্মকাণ্ড এখন ক্ষীণ। বদলে দলগুলির মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে শাসনক্ষমতা দখল। যেনতেনপ্রকারে। মতাদর্শ শিকেয় তুলে হলেও।

ডিজিটাল ফ্রন্ট এখন প্রায় সব দলের অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কনটেন্ট হিসেবে এই ফ্রন্ট যা যা গ্রহণ করে, তা সবসময় তথ্যভিত্তিক থাকছে না। বরং সত্য, অসত্য ও অর্ধসত্যের মিশেল যে যতটা ভালো বানাতে পারে, সে ডিজিটাল ফ্রন্টে ততটা এগোতে পারে। ভারতে ডিজিটাল ফ্রন্টকে একেবারে কর্পোরেট কায়দায় প্রথম সাজিয়েছিল বিজেপি। শুধু দলগতভাবে বিজেপি নয়, পুরো সংঘ পরিবার এই আধুনিক কৌশলকে আঁকড়ে ধরেছে সফলভাবে।

শুধু নির্বাচনি প্রচার বা ভোটে জেতার রণকৌশল কিংবা পদ্ধতি নির্ধারণে আর আটকে নেই ডিজিটাল ফ্রন্ট। দৈনন্দিন দল পরিচালনা, এমনকি দল পরিচালিত সরকারের কর্মপদ্ধতি ঠিক করতেও ডিজিটাল যুগের আমদানি হয়েছে। অ্যাপ, সফটওয়্যার, অ্যালগরিদম ইত্যাদি ক্রমশ ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গবেষণার স্থান দখল করেছে। ব্যক্তির মতামত অগ্রাহ্য করে যন্ত্রনির্ভরতা হয়ে উঠছে নিউ নর্মাল।

গেরুয়া শিবির প্রথম শুরু করলেও ডিজিটাল ফ্রন্টকে অন্য দলগুলি আর উপেক্ষা করতে পারছে না। অতীতে কম্পিউটারাইজেশনের বিরোধী বলে পরিচিত বামেরা পর্যন্ত অবস্থান বদলে ফেলেছে। সোশ্যাল মিডিয়া সেল, ফেসবুক পেজ, অনলাইন প্রচার ও পাবলিকেশন ইত্যাদিতে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেছে বামেরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যত দলের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছেন, তত ডিজিটাল ফ্রন্টে অগ্রাধিকার পড়েছে তৃণমূলে। সদ্য দলের ডিজিটাল যোদ্ধা কনক্লেভ সেই অগ্রাধিকারের যথার্থ প্রতিফলন।

আড়েবহরে এবং পদ্ধতিতে এই কনক্লেভ নজরে পড়ার মতো। তরুণ প্রজন্মের ডিজিটাল আসক্তি এই উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হয়েছে। যে কারণে এই কনক্লেভে তৃণমূল ১০ হাজার কর্মীর জমায়েত করতে পেরেছে। যা খুব সহজ কথা নয়। গেরুয়া শিবিরের অবশ্য ডিজিটাল ফ্রন্টের প্রকাশ্যে শক্তি প্রদর্শন তেমন নেই। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এবং ক্ষুরধার কৌশলে কাজ করতে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বিজেপির ডিজিটাল ফ্রন্ট। যাকে চলতি কথায় আইটি সেল বলা হয়ে থাকে।

তথ্য বা সত্যতার বদলে এই ধরনের ফ্রন্টের মূল কাজ স্পর্শকাতরতাকে সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে দেওয়া। প্রয়োজনে অসত্য, অর্ধসত্য বা বিকৃত তথ্যের ব্যবহারের নমুনা প্রায়ই দেখা যায়। অনেক বছর আগের বা ভিন্ন কোনও জায়গার ভিন্ন কোনও ঘটনার ছবি বা ভিডিও সাম্প্রতিক কোনও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে আগ্রাসী প্রচার চলে। যাতে সাধারণ মানুষেরও বোধবুদ্ধি গুলিয়ে যায়। বিকৃত প্রচার প্রভাবিত করে সাংঘাতিকভাবে।

দেরিতে হলেও হইহই করে ডিজিটাল কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। সদ্য সংগঠিত ডিজিটাল যোদ্ধা কনক্লেভে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া গাইডলাইন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী। তিনি মূলত জোর দিয়েছেন, বিজেপির প্রচারের প্রতিটি কনটেন্টের তাৎক্ষণিক ও পাই পাই জবাব। ফলে প্রথমত, একপক্ষ যদি তথ্যের ধার না ধেরে প্রচার করে, বিপরীত পক্ষও সত্য থেকে দূরে চলে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই ফ্রন্ট শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নয়, পাড়ায় পাড়ায়, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজ করবে বলে তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকার সম্ভাবনা কম। ফলে কলতলার ঝগড়ায় কিংবা পাড়ায় নানা কারণে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন যুক্তিবুদ্ধিহীন ঝগড়া চলে, ডিজিটাল ফ্রন্টের কনটেন্ট অনুরূপ হয়ে উঠতে পারে। তৃতীয়ত, শুধু আনুষ্ঠানিক ডিজিটাল ফ্রন্ট নয়, দলের কর্মী-সমর্থক যে কেউ ডিজিটাল সৈনিক হয়ে উঠবে। ফলে ডিজিটাল ফ্রন্ট হয়ে উঠতে পারে হট্টমালার দেশ।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

ডাক্তারিতেও কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দশা?

এক পদে সাতজন দাবিদার! সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের এই অভাবনীয় ভিড় কি ভবিষ্যতের কোনও অশনিসংকেত?

আবীরলাল মণ্ডল

- এআই

পদের তুলনায় সাতগুণ আবেদন! সংখ্যাটা শুনলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরমহলে কান পাতলে এখন একটাই আলোচনা- এটা কি সত্যি, নাকি স্বপ্ন? জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার বা জিডিএমও পদে ১২২৭টি শূন্যপদের জন্য জমা পড়েছে ৮০৪৯টি আবেদন। গত এক দশকে এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি। একটা সময় ছিল যখন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি মানেই ছিল 'নাক সিটকানো' ব্যাপার। পদ পড়ে থাকত, ডাক্তার মিলত না। আর আজ? সেই চাকা সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে গিয়েছে। এই ভোলবদল দেখে স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদেরও ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তবে এই ভিড় শুধু স্বস্তির নয়, বরং এক গভীর অসুখের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ছে রকেটের গতিতে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান কোথায়? এক দশক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাড়ায় যে হাহাকার শুরু হয়েছিল, আজ কি তবে স্টেথোস্কোপের জগতেও সেই কালো ছায়া নামছে?

সেকাল : যখন পদ ছিল, ডাক্তার ছিল না

নব্বইয়ের দশক থেকে এই সেদিন ২০২১ সাল পর্যন্ত ছবিটা ছিল একদম অন্যরকম। সরকারি চাকরির নাম শুনলেই তরুণ ডাক্তাররা দশ হাত দূরে থাকতেন। বিশেষ করে গ্রামের পোস্টিং মানেই ছিল- ভগ্নদশা কোয়ার্টার, ছাদ চুইয়ে পড়া জল, আর নিরাপত্তার চূড়ান্ত অভাব। শহর ছেড়ে অজপাড়াগাঁয়ে কে পড়ে থাকতে চায়? সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, একসময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাওয়ার পরেও মাত্র ৩০ শতাংশ ডাক্তার কাজে যোগ দিতেন। ২০০০ সালের পর সেটা একটু বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়, আর অতিমারির সময় ৫০-৬০ শতাংশে ঠেকলেও, মূল ছবিটা ছিল অনীহার। সরকারি চাকরি ছিল 'লাস্ট অপশন'।

একাল : আবেদনের পাহাড়ে বেকারত্বের ভয়

২০২৫-'২৬ সালের চিত্রটা যেন পুরো উলটপুরাণ। শুধু পদ পূরণ নয়, পদের চেয়ে বহুগুণ বেশি আবেদন জমা পড়াটা আসলে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের এক বড় ধাক্কা। কেন এই ডিগবাজি? প্রথমত, রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ বেড়েছে। এখন সংখ্যাটা ৩৫, আসন ছয় হাজারের বেশি। তার ওপর চিন, ইউক্রেন, নেপাল বা বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারি পড়ে ফেরা ছেলেমেয়েরা তো আছেই। সব মিলিয়ে প্রতি পাঁচ বছরে প্রায় ৪০ হাজার নতুন ডাক্তার বাজারে আসছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এত ডাক্তার যাবেন কোথায়? সরকারি পদ তো বাড়েনি সেই হারে! দ্বিতীয়ত, প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা নার্সিংহোমের সেই রমরমা আর নেই। সেখানেও এখন গলাকাটা প্রতিযোগিতা। কর্পোরেট হাসপাতালের হাড়ভাঙা খাটুনি আর যখন-তখন ছাঁটাইয়ের ভয়ে তটস্থ তরুণ চিকিৎসকরা। তাই মাসে ৫০-৬০ হাজার টাকার সরকারি চাকরিটাই এখন তাঁদের কাছে 'নিরাপদ বাংকার' মনে হচ্ছে।

উন্নতি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভূত?

হ্যাঁ, একথা মানতেই হবে যে, গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো আগের চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে। বেতন বেড়েছে, সুযোগ-সুবিধাও এসেছে। কিন্তু এই ভিড়ের আসল কারণ কি শুধুই পরিকাঠামোর উন্নতি? নাকি উঁকি মারছে 'ইঞ্জিনিয়ারিং সিনড্রোম'? যেভাবে অপরিকল্পিতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর আসন বাড়িয়ে একসময়ের 'রাজকীয়' পেশাকে পথে বসানো হয়েছে, ডাক্তারি পেশাও কি সেই পথেই হাঁটছে? ডিগ্রি আছে, মেধা আছে, কিন্তু চাকরি নেই- এমন দিন কি তবে আসন্ন?

> একটা সময় ছিল যখন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি মানেই ছিল 'নাক সিটকানো' ব্যাপার। পদ পড়ে থাকত, ডাক্তার মিলত না। আর আজ? সেই চাকা সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে গিয়েছে। প্রথমত, রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ বেড়েছে। এখন সংখ্যাটা ৩৫, আসন ছয় হাজারের বেশি। তার ওপর চিন, ইউক্রেন, নেপাল বা বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারি পড়ে ফেরা ছেলেমেয়েরা তো আছেই। সব মিলিয়ে প্রতি পাঁচ বছরে প্রায় ৪০ হাজার নতুন ডাক্তার বাজারে আসছেন। অন্যদিকে, কর্পোরেট হাসপাতালের হাড়ভাঙা খাটুনি আর যখন-তখন ছাঁটাইয়ের ভয়ে তটস্থ তরুণ চিকিৎসকরা। তাই মাসে ৫০-৬০ হাজার টাকার সরকারি চাকরিটাই এখন তাঁদের কাছে 'নিরাপদ বাংকার' মনে হচ্ছে।

অভাব বনাম উদ্বৃত্তের গোলকধাঁধা

ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। একদিকে বলা হচ্ছে দেশে ডাক্তারের বড্ড অভাব, অন্যদিকে চাকরির জন্য মারামারি। আসলে গলদটা গোড়ায়- বণ্টন ব্যবস্থায়। ডাক্তার আছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই শহরের আলোয় থাকতে চান। গ্রাম বা প্রান্তিক এলাকায় সেই তিমিরেই পড়ে আছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। বিদেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, ব্রিটেন বা কানাডায় ডাক্তারি পাশ করার পর সরকারি পরিষেবা দেওয়া বাধ্যতামূলক বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কানাডায় যেখানে ডাক্তারের অভাব, সেখানে কাজ করলে মেলে বাড়তি বেতন আর পদোন্নতির সুযোগ। অস্ট্রেলিয়াতেও গ্রামীণ পরিষেবার বিনিময়ে স্কলারশিপ মেলে। আর আমাদের এখানে? পরিকল্পনার বালাই নেই, শুধু ভিড় বাড়ছে।

- এআই

পরিকল্পনাই যখন একমাত্র ওষুধ

আমাদের দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে বিদেশের মডেল পুরোপুরি টোকা সম্ভব নয়। কিন্তু এখনই সতর্ক না হলে বিপদ বাড়বে। শুধু ফ্যাক্টরি লাইনের মতো এমবিবিএস তৈরি করলেই হবে না, তাঁদের জন্য কাজ তৈরি করতে হবে। জনস্বাস্থ্য, গবেষণা বা স্বাস্থ্য প্রশাসনে নতুন পদ দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা- গ্রামের পোস্টিংকে 'শাস্তি' না ভেবে 'পুরস্কার' হিসেবে তুলে ধরতে হবে। বেতন, আবাসন, নিরাপত্তা আর উচ্চশিক্ষায় অগ্রাধিকার- এই প্যাকেজ না দিলে গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেই তিমিরেই থাকবে। এই বিপুল আবেদন আসলে এক সতর্কবার্তা। এখনই যদি শিক্ষা আর কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য না আনা যায়, তবে আগামীদিনে হয়তো দেখা যাবে, ইঞ্জিনিয়ারদের মতো ডাক্তাররাও ডিগ্রি হাতে অন্য পেশার দরজায় কড়া নাড়ছেন।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষাকর্মী)

আজ

১৯২৯

শিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী।

আলোচিত

সত্যি বলেছেন অনন্ত মহারাজ- অসমের এনআরসি লিস্টে ১২ লক্ষ হিন্দু বাঙালি বাদ দিয়েছে। রাজবংশী ভাইদের নাম বাদ গেলে বিজেপি ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আমি বলছি না। অনন্ত মহারাজ বলছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেট আছে? স্যালুট জানাই ওঁকে।

-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হিমাচলের লাহুল স্পিতিতে চন্দ্র নদীর ওপর বরফের পুরু স্তর পড়েছে। উৎসাহের বশে বরফের ওপর দিয়ে নদীর মাঝে চলে যান দুই পর্যটক। বরফের স্তর ভেঙে সোজা জলে। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করেন।

ভাইরাল/২

কয়েক কেজির মুন্টজ্যাক ড্যাড নামে একটি ছোট্ট হরিণ মারুসিয়া নামের এক বিশালাকার ভারতীয় গন্ডারের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। 'ধানি লংকা'র ভয়ে গন্ডারটি লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। পোল্যান্ডের একটি চিড়িয়াখানায় দুই অসম প্রাণীর যুদ্ধে হাসির ফোয়ারা।

জনমন জনমত

শিক্ষকদের মানসিকতায় বদল চাই

সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলির কফিনে শেষ পেরেক মারছে শিক্ষক অপ্রতুলতা। গ্রামগঞ্জে এখনও একেবারে উঠে যায়নি প্রাথমিক স্কুলের অস্তিত্ব। এখনও সাধারণ কৃষক থেকে শুরু করে দিনমজুর ও অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের শেষ ভরসা বলতে সরকারি প্রাইমারি স্কুল। কিন্তু সেইসব স্কুলে শতাধিক ছাত্রছাত্রী থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা একজন বা দুজন। আবার এমনও জায়গা রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ত্রিশের নীচে, সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা পাঁচ বা চার জন। এব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে দিনের পর দিন কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বার্থ রক্ষা করছে।

এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব নেই, যাঁরা সরকারি নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে স্কুলকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করছেন। যখন যেমন খুশি ছাত্রছাত্রীদের বলছেন, ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে নিজের কাজ চরিতার্থ করছেন। সারা দিনে পড়াশোনা না করিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের মাঠে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প, প্রেমে মজে দিন শেষে বাড়ি ফিরছেন।

স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির তোয়াক্কা না করে, নিজের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, সরকারি কোষাগার থেকে টাকা নিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে সংসার চালাচ্ছেন কিছু শিক্ষক। সব শিক্ষকই এরকম নয় ঠিকই, তবুও সময় এসেছে তাঁদের মানসিকতায় বদল আনার। এর জন্য শিক্ষা দপ্তরের কার্যকরী পদক্ষেপ ও পর্যবেক্ষণ খুবই প্রয়োজন।

প্রত্যেক অভিভাবকের সঙ্গে যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একটু সদিচ্ছা দেখাত তাহলে এখনও সেই ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলির ছোট্ট ছোট্ট আগামীর ভবিষ্যৎ স্রষ্টারা ভালোভাবে গড়ে উঠতে পারত।

বাপ্পা রায়, ঘুঘুডাঙ্গা, জলপাইগুড়ি।

টিকিট বিভ্রান্তি

রেলে তিন রকম সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আসন থাকে ততক্ষণ টিকিট কনফার্ম করা হয়। পরবর্তীতে আরএসি হয়, অর্থাৎ কনফার্ম না হলে একটি আসনে দুজন যেতে পারবে। তারপরে ওয়েটিং লিস্ট। কিন্তু বর্তমানে ওয়েটিং লিস্টের টিকিটধারীদের সংরক্ষিত কামরায় যাওয়ার সুবিধা নেই। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও ট্রেনে স্লিপার ক্লাসে দুজনের টিকিট কাটলে একজনকে কনফার্ম রেখে অপরজনকে আরএসি না করে ওয়েটিং লিস্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একই টিকিটে এ ধরনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীকে সংরক্ষিত কামরায় ওঠার সুযোগ দিচ্ছে, পরবর্তীতে একই আসনে তাঁরা দুজন ভ্রমণ করছেন। এরফলে রেল দুজনের টিকিটের পুরো দাম নিয়ে একটি আসন দিচ্ছে।

এই ধরনের যাত্রীরা যদি ওয়েটিং লিস্টের টিকিট বাতিল করে আবার টিকিট কাটেন তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁদের আসন কনফার্ম হচ্ছে, চারজনের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। দুজনকে টিকিট দিয়ে বাকি দুজনকে ওয়েটিং লিস্টে রাখা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক, না হলে একই পরিবারের চারজন একসঙ্গে ট্রেনে ভ্রমণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হবেন।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পিঠেপুলির গন্ধে উত্তরবঙ্গের নস্টালজিয়া

খেজুর গুড়ের গন্ধ আর মা-ঠাকুমার হাতের পিঠে নিয়েই বাঙালির পৌষ সংক্রান্তি। উত্তরের মাটিতে এই উৎসব যেন শিকড়ের টান।

মনোমিতা চক্রবর্তী

পৌষের শেষ দিন মানেই হাড়কাঁপানো শীত আর বাঙালির ঘরে ঘরে উষ্ণতার উৎসব। পোশাকি নাম মকর সংক্রান্তি, কিন্তু বাঙালির কাছে এ হল 'পৌষ-পার্বণ'। তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল বা অন্ধ্রে পেড্ডা পন্ডুগা— নাম যাই হোক, সুরটা কিন্তু এক। তবে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে এই উৎসবের রং একটু আলাদা, একটু বেশি মেঠো। এখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে তিলুয়া আর নতুন চালের পিঠে নিবেদন করা হয় ঠিকই, কিন্তু উৎসবের আসল প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর আবেগে। এ শুধু পুজো নয়, এ এক মহামিলন।

'পুষনা' আর গোয়ালের উৎসব

উত্তরবঙ্গের গ্রামের দিকে কান পাতলে শুনবেন এর নাম 'পুষনা'। আর এখানেই উত্তরবঙ্গ আলাদা। এখানে উৎসব শুধু মানুষের ড্রয়িংরুমে আটকে নেই, পৌঁছে গিয়েছে গোয়ালেও। বাড়ির পোষ্য গোরু এখানে শুধু পশু নয়, পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তুলসীতলায় আলপনা দিয়ে সাজিয়ে আগে দেবতাকে ভোগ, তারপর সোজা গোয়ালে। গোরুর পা ধুইয়ে, গলায় মালা পরিয়ে, কপালে ফোঁটা দিয়ে যে সম্মান জানানো হয়, তা শহুরে সংস্কৃতিতে ভাবাই যায় না। জলপাইগুড়ির গেদিপাড়ার কৃষক কিরণ সরকার তো সোজাসাপটাই বলে দিলেন, 'সারাবছর ওরা আমাদের জন্য খাটে, অন্ন জোগান দেয়। ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে তো পাপ হবে।' চালের গুঁড়োর সঙ্গে তুষ মিশিয়ে তৈরি বিশেষ খাবার 'বাখর' খাইয়ে তবেই গৃহস্থের শান্তি। এ এক অদ্ভুত মায়া, যা আধুনিক কৃষিযন্ত্রের যুগেও টিকে আছে।

পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে পুজো।

হারিয়ে যাওয়া পিঠের রূপকথা

উৎসবের আলোয় কি বিষাদের ছায়া পড়ছে না? পাঙ্গাবটতলার বাসুদেব সরকারের দীর্ঘশ্বাস অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। একসময় সংক্রান্তি মানেই ছিল পাড়ায় পাড়ায় যুদ্ধের মেজাজ—কার বাড়ির পিঠের গন্ধ কত দূর ছড়ায়! পাটিসাপটা, চিতই, গোকুল পিঠে, মালপোয়া আর নলেন গুড় দিয়ে চুষির পায়েস—নামগুলো শুনলেই জিভে জল আসে। উনুনের আঁচে মা-কাকিমারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পিঠে গড়তেন, আর ছোটদের ডিউটি ছিল সেই গরম পিঠের বাটি নিয়ে পাড়াপড়শির বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। ওটাই ছিল আসল 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং'। তখন পিঠে শুধু খাবার ছিল না, ছিল মানুষে-মানুষে সম্পর্কের সেতু।

ফ্ল্যাট কালচারে বন্দি বাঙালিয়ানা

আজ দিন বদলেছে। যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো। ব্যস্ততার অজুহাতে 'সময় নেই' বুলি আউড়ে আমরা বাজার চলতি মিষ্টি বা রেডিমেড পিঠের প্যাকেটে উৎসব খুঁজছি। কিন্তু দোকানের প্লাস্টিকে মোড়া পিঠের মধ্যে কি মায়ের হাতের সেই মায়া মেশানো থাকে? শহরের ফ্ল্যাট কালচারে বন্দি আজকের প্রজন্ম জানেই না, সবাই মিলে গোল হয়ে বসে পিঠে বানানোর আনন্দ কী। গ্রামবাংলাতেও আজ সেই হিড়িক স্তিমিত। উৎসব হয়ে পড়ছে যান্ত্রিক, প্রাণহীন। অথচ এই 'পুষনা' বা পৌষ-পার্বণই তো আমাদের শিকড়। মনে রাখবেন, শিকড় ছিঁড়ে ফেললে গাছ বাঁচে না। আধুনিকতার ঝড়ে এই ঐতিহ্যকে আগলে রাখাটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পিঠেপুলি আর মাটির টান ভুলে গেলে উৎসবের আনন্দটা যে পানসে হয়ে যাবে!

(লেখক অক্ষরকর্মী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৪

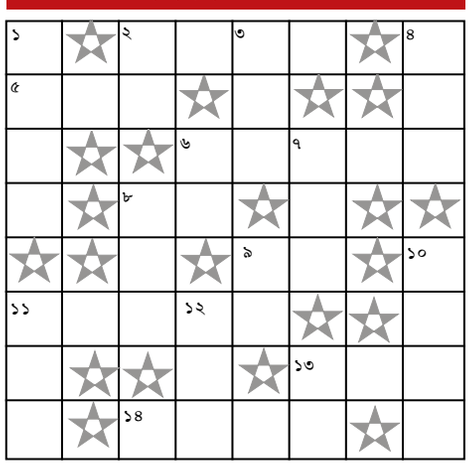

পাশাপাশি : ২। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ৫। অমঙ্গল, উৎপাত ৬। পাতাযুক্ত নলতৃণ ৮। ভাবপ্রধান ও রসঘন বাক্য ৯। পর্বতের ফাটল, গর্ত, মূল্য, মূল্যের হার ১১। কেরানিগিরি, মসিজীবীর বৃত্তি ১৩। বড় ঝুড়ি, ধানজাতীয় শস্যবিশেষ ১৪। ইষ্টদেবতার নাম কীর্তন।

উপর-নীচ : ১। মূক ও বোকা ২। পেশাদার নৃত্যগীতকারিণী ৩। পণ্ড, কেঁচে গেছে এমন ৪। চামড়ার কাঠিন্য, কড়া ৬। নতুন, আধুনিক ৭। শস্য রাখার স্থান ৮। সুতো জড়িয়ে রাখার নাটাই ৯। প্রদীপের সলতে ১০। মনকে তৃপ্ত করে এমন ১১। শুকনো গোবর ১২। প্রণাম-এর আঞ্চলিক রূপ ১৩। জলোচ্ছ্বাস, অকস্মাৎ জলস্ফীতি।

সমাধান ■ ৪৩৪৩

পাশাপাশি : ১। দমবাজ ৩। পণব ৫। অদলবদল ৬। বাতাসি ৭। মড়ক ৯। বংশচরিত ১২। কটক ১৩। রসাতল।

উপর-নীচ : ১। দবদবা ২। জরদ ৩। পরব ৪। বহুল ৫। অসি ৭। মত ৮। কলকল ৯। বলাক ১০। শল্যক ১১। রিডার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ক্যামেরাবন্দি... ট্র্যাডিশনাল পোশাকে চার্চের সামনে মহিলা। মঙ্গলবার বেজিংয়ে।

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে সংকটে ভারতের রপ্তানি বাজারও

ইরানকে শিক্ষা দিতে বাড়তি শুল্ক

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি : ইরানে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ ঠেকাতে তেহরানের কঠোর মনোভাবের জবাবে নজিরবিহীন পালটা পদক্ষেপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, বিশ্বের যে সমস্ত দেশ ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাবে, তাদের আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক গুনতে হবে।

ট্রাম্পের এই ঘোষণার ফলে উভয় সংকটে পড়েছে ভারত। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করায় বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প সরকার। ঘটনাচক্রে ইরানেরও অন্যতম বাণিজ্য সহযোগী ভারত। ট্রাম্পের নয়া ঘোষণা কার্যকর হলে ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্কের পরিমাণ বেড়ে ৭৫ শতাংশ হবে। সেক্ষেত্রে আমেরিকার বাজারের সিংহভাগ ভারতের হাতছাড়া হতে পারে।

মঙ্গলবার দিল্লিতে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দু-দেশের প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়েছে। সেই বৈঠকের ঠিক আগে ইরানকে সামনে রেখে ট্রাম্পের বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আলোচনার টেবিলে ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা কি না সেই প্রশ্ন উঠছে।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ মঙ্গলবার ট্রাম্প লিখেছেন, 'দ্রুত কার্যকর হবে এই নির্দেশ। ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সঙ্গে যেসব দেশ ব্যবসা করবে, তাদের আমেরিকায় পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।' হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, তেহরান যদি বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা বন্ধ না করে, তবে বিমান হামলা সহ সামরিক অভিযানের পথ খোলা রেখেছে ওয়াশিংটন। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'ইরানে বিক্ষোভ তীব্র হচ্ছে। যে কোনও সময়ে তা হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। গ্রেপ্তার বা আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখনই ইরান ত্যাগ করুন। পরিকল্পনা করে পথে নামুন, যাতে মার্কিন সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে না হয়।'

২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারত ও ইরানের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ভারত রপ্তানি করে ১.২৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য এবং আমদানি করে ০.৪৪ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রী। ভারতের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে বাসমতি চাল, চা, চিনি এবং ওষুধ। আমদানির ক্ষেত্রে ভারত মূলত জৈব রাসায়নিক এবং ড্রাই ফ্রুটসের ওপর নির্ভরশীল।

- ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্কের ফলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ বেড়ে ৭৫ শতাংশ
- ১.৬৮ বিলিয়ন ডলারের ইরান-বাণিজ্য বাঁচাতে গিয়ে বিশাল মার্কিন বাজার হারানোর ঝুঁকি বাড়ছে
- ইরানে ২ হাজার বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর শঙ্কা
- মার্কিন নাগরিকদের ইরান ছাড়ার পরামর্শ

বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী। ইরানের সঙ্গে মাত্র ১.৬৮ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বাঁচাতে গিয়ে যদি আমেরিকার বিশাল বাজারে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা চাপে, তবে ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রটি বড়সড়ো ধাক্কা খাবে। বিশেষ করে ভারতের চা ও চাল রপ্তানিকারকরা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এর আগে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ভারত ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের মুখে পড়েছে। এই নতুন করের বোঝা দু-দেশের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ইরানে অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ এখন রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছে। হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি-র তথ্য বলছে, বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪৬। যার মধ্যে অন্তত ৮ জন শিশু। যদিও ইরানের একাধিক স্থানীয় সূত্রে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১০ হাজারের বেশি মানুষকে। ইরানি মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড পতনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান তলানিতে ঠেকেছে। প্রতিবাদ দমন করতে ইরান সরকার গত কয়েকদিন ধরে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, তাঁরা আলোচনার জন্য তৈরি হলেও আমেরিকার যে কোনও সামরিক পদক্ষেপের জবাব দিতে তৈরি। ভারতে আমেরিকার 'দূত' সার্জিও গোর জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন ভারতের সঙ্গে অংশীদারিকে গুরুত্ব দেয়। তবে ট্রাম্পের এই সর্বজনীন শুল্ক নীতি দিল্লির ওপর যে বড় ধরনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

অনুপ্রবেশের তদন্তে পুলিশ নয়, এনআইএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : গত একবছরে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে দিল্লি পুলিশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে পরিচালিত এই অভিযানে সরকারি নিয়মনীতি ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে প্রায় ২২ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে দিল্লি থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে।

অভিযানের পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ এই বিষয়টিরও তদন্ত শুরু করে যে, কীভাবে এত সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে প্রবেশ করলেন। এই তদন্ত চলাকালীনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে দিল্লি পুলিশের হাত থেকে মামলার তদন্তভার সরিয়ে এনআইএ-এর হাতে তুলে দিল।

এনআইএ খতিয়ে দেখবে, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটক হয়ে বাংলাদেশে 'ডিপোর্ট' হওয়া এই নাগরিকরা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং কী প্রেক্ষাপটে তারা বছরের পর বছর ধরে এদেশে বসবাস করছিল। এনআইএ সূত্রে দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে সক্রিয় আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এই বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছিল, এমন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। চক্রের পান্ডাদের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে এনআইএ গোয়েন্দারা তল্লাশি চালাতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলায় নির্বাচনের মুখে এনআইএ-কে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

দুই-তিন দফায় ভোটের চর্চা বাংলায়

রেকর্ড কেন্দ্রীয় বাহিনীর তোড়জোড়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পরিচালন কৌশলে বড়সড়ো বদলের ইঙ্গিত মিলছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ৭ বা ৮ দফায় ভোটগ্রহণের পুরোনো ছক থেকে সরে এসে এবার মাত্র দুই বা তিন দফার মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনা করছে কমিশন।

রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে নজিরবিহীন সংখ্যায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর একটি প্রাথমিক হিসাব তৈরি করেছে যেখানে বলা হয়েছে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ২,০০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী অর্থাৎ প্রায় ২.৪ লক্ষ জওয়ানের প্রয়োজন হতে পারে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, তার প্রায় দ্বিগুণ এই সংখ্যা। পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল উপনির্বাচন কমিশনার মণীশ গর্গকে জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসন তিন দফায় ভোট সম্পন্ন করতে তৈরি। তবে এর জন্য ৫ বছর আগের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন হবে।

একই সঙ্গে রাজ্য সরকার কত সংখ্যক রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করতে পারবে, তার ওপর ভিত্তি করেই অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর চাহিদা নির্ধারণ করা হবে।

এই সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বাস্তবতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বিজেপির কোর গ্রুপকে জানিয়েছিলেন, ২০২১ সালের আট দফা নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসকে সংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে সুবিধা দিয়েছিল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য

নির্বাচন কমিশনাররা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সামগ্রিক নির্বাচনি প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়েছেন। রাজ্যে চলমান এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ার অগ্রগতিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সব মিলিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটপর্বের সংখ্যা কমানো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার দিকে এগোচ্ছে কমিশন।

তরুণদের ডাক

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : তরুণরাই আগামীর ভারত-নির্মাতা। ২০৪৭-র মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের ওপর আস্থা রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ২০২৬'-এর সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের প্রতিভা ও সামর্থ্য থেকে আমি শক্তি অর্জন করি। এক উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আপনারা লাগাম ধরে আছেন।'

শৈত্যপ্রবাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। দিল্লিতে এদিন দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুরুগ্রামে প্রায় শূন্য। পাল্লা দিয়ে রাজধানীতে বায়ুদূষণও বেড়েছে। মুসৌরির তাপমাত্রা ৭.৭। চণ্ডীগড়ে রাতের তাপমাত্রা নেমেছে ২.৮ ডিগ্রিতে, যা গত ন'বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর হরিয়ানার হিসার ও নারনৌলে পারদ ২ ডিগ্রির নীচে।

ধৃত ৮৫৪

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : দিল্লি ও তার আশপাশে তোলাবাজি, খুন, ও অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টার ঝোড়ো অভিযানে ৮৫৪ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ২৮০ জন দুর্ধর্ষ গ্যাংস্টার। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ৬,৪০০-জনকে।

ড্রোন সেনাপ্রধানের হুমকি পাকিস্তানকে

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের অব্যাহত ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনায় পড়শি রাষ্ট্রকে চরম সতর্কবার্তা দিল ভারত। মঙ্গলবার ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী স্পষ্ট ভাষায় ইসলামাবাদকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এই ড্রোন কার্যকলাপের ওপর 'লাগাম' পরাতে। ১৯৭১-এর যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর সাফ কথা, 'ভারতের আকাশসীমায় এই ধরনের অনুপ্রবেশ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সিঁদুর অপারেশন কিন্তু এখনও চলছে।'

অন্যদিকে সেনাপ্রধান দ্বিবেদী বলেন, 'মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও ভারত এবং বাংলাদেশের সামরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সামরিক স্তরে সম্পর্ক খুবই ভালো দু'দেশের। উদ্বেগের কারণ নেই। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন। তাদের কোনও সিদ্ধান্তেরই দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রভাব নেই। তাই তাদের নিয়ে দুর্ভাবনারও অবকাশ নেই।' তাঁর আশ্বাস, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন বাহিনীর শীর্ষস্তরের সঙ্গে বাংলাদেশি বাহিনীর সংশ্লিষ্ট স্তরের যোগ রয়েছে। আমার সঙ্গেও কথা হয় বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের। কোন ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়, তার জন্য আমরা সদা সতর্ক রয়েছি।'

> **ভারতের আকাশসীমায় এই ধরনের অনুপ্রবেশ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সিঁদুর অপারেশন কিন্তু এখনও চলছে।**
>
> **-উপেন্দ্র দ্বিবেদী**
> **সেনাপ্রধান**

সেনাপ্রধান জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ড্রোন আনাগোনার হার বেশ কিছুটা বেড়েছে। গত ১০ জানুয়ারি প্রায় ছয়টি এবং ১১ ও ১২ জানুয়ারি আরও বেশ কিছু ড্রোন ভারতীয় ভূখণ্ডে দেখা গিয়েছে। ড্রোনগুলি মূলত রাজৌরির নওশেরা সেক্টর, সাম্বা ও পুঞ্চ জেলায় নজরদারি চালানোর চেষ্টা করছিল। ভারতীয় সেনার অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম সক্রিয় হওয়ায় অনুপ্রবেশকারী ড্রোনগুলি পিছু হটতে বাধ্য হয়।

জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, সোমবার দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস পর্যায়ের আলোচনায় এই ইস্যুটি গুরুত্বের সঙ্গে তোলা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমরা ওদের স্পষ্ট বলেছি— 'লাগাম লাগাইয়ে। এই ধরনের উসকানি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।'

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান মূলত ড্রোন ব্যবহার করে অস্ত্র ও মাদক পাচার এবং জঙ্গিদের অনুপ্রবেশে সহায়তা করার ছক কষছে। তবে সেনাপ্রধান আশ্বাস দিয়েছেন যে, সীমান্তে নজরদারি কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে এবং কোনও অবস্থাতেই শত্রুপক্ষকে সফল হতে দেওয়া হবে না। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এই ড্রোন হানার চেষ্টার প্রেক্ষিতে সীমান্তজুড়ে হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

পথকুকুরের কামড়ে জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : দেশজুড়ে পথকুকুরের উপদ্রব ও আক্রমণের ঘটনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করল দেশের শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জন্য সমস্যা (কুকুরের কামড়) বেড়েই চলেছে। তারা পুরোপুরি ব্যর্থ। কিন্তু অনন্তকাল ধরে এই সমস্যা চলতে পারে না। এবার থেকে রাস্তার কুকুরের কামড়ে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা কেউ আহত হলে সংশ্লিষ্ট সরকারকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' একই সঙ্গে পথকুকুরদের খাবার খাওয়ান যাঁরা, সেই 'ফিডার'দের দায়বদ্ধতা নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে আদালত।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানায়, 'কুকুরের কামড়ের প্রভাব আজীবন থাকে। কেন মানুষকে এভাবে তাড়া করা বা কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে?'

আদালত আরও জানায়, যাঁরা নিয়মিত পথকুকুরদের খাবার দেন, তাঁদের দায়বদ্ধতা এড়ানোর সুযোগ নেই। কুকুরদের ভালোবেসে বাড়িতে রাখা যেতে পারে, কিন্তু রাস্তায় তাদের কারণে জনজীবন বিপন্ন হওয়া কাম্য নয়। গুজরাটে কুকুর ধরতে গিয়ে পুরকর্মীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে তথাকথিত 'কুকুরপ্রেমীদের'ও সমালোচনা করে আদালত।

সাদা কে সাদা কালো কে কালো

বলার সাহস ক'জনের থাকে?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমরা খবরের গভীরে যাই, রাজনীতির ভিতরের খবর বের করে আনি।
বিশ্লেষণ যেখানে আপসহীন, খবর যেখানে ধ্রুবসত্য।

আপনি আমাদের ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন...
কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে উপেক্ষা করতে পারবেন না!

uttarbangasambad.com

আইপ্যাক শুনানি

হট্টগোলের জেরে আইপ্যাক কাণ্ডে শুনানি বন্ধ হওয়ার ঘটনায় বিশেষ পদক্ষেপ। কোর্টের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে হবে শুনানি। মামলায় সংযুক্ত আইনজীবীরা ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই।

বয়ান রেকর্ড

আইপ্যাকের সল্টলেকের অফিসে ইডি'র তল্লাশি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানকার দুই নিরাপত্তারক্ষীর বয়ান রেকর্ড করল বিধাননগর থানার পুলিশ।

জয়দেব মেলা

মঙ্গলবার থেকে শুরু হল বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলির মেলা। মঙ্গলবার সেই মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। মেলা চলবে ৫ দিন।

যৌন নির্যাতন

হুগলির বন্ধ হিন্দমোটর কারখানায় এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই দুজনেই পলাতক ছিল। এরা মূল অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীর বন্ধু।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে মত প্রাক্তন বিচারপতিদের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : আইপ্যাক অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেখানে উপস্থিত হওয়া এবং নথি 'ছিনিয়ে' আনাকে একদিকে নজিরবিহীন ও বেআইনি বলে মনে করছেন বিচারপতি ও আইনজীবীদের একাংশ। অবসরপ্রাপ্ত আমলারাও এই ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা বলছেন, 'সরকারি কর্মচারীরা কোনও মামলা সূত্রে তদন্ত চালালে সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক পদ থাকলেও সেখানে উপস্থিত থাকা যায় না। সরকারি কাজ চলাকালীন কেউ যদি জোরপূর্বক উপস্থিত থাকেন বা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করেন, তাহলে তা শাস্তিযোগ্য। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী এটি জামিন অযোগ্য অপরাধ। জেল ও জরিমানা উভয়ই হতে পারে। তবে নিজস্ব অধিকার রক্ষার প্রশ্ন এলে আগে আদালতে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গিরিশ গুপ্ত বলেন, 'সরকারি কর্মচারীর কাজে কি কেউ বাধা দিতে পারে? আমার অন্তত জানা নেই।' সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এখন এই বিষয়টি বিচারাধীন হয়ে গিয়েছে। তাই এই নিয়ে এখন কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত নয়।' এছাড়া প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেবাশিস কর গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

নিম্ন আদালতের এক বিচারক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক পদাধিকারী হতে পারেন। কিন্তু পিএমএলএ ২০০২ সালের আইনানুযায়ী যে কোনও নথি তলব করার ক্ষমতা রয়েছে ইডির। আর্থিক তছরুপের সঙ্গে কোনও ফাইল সরাসরি যুক্ত থাকলে আদালতও তা ইডিকে দেওয়ার পক্ষেই রায় দেবে। এক্ষেত্রে ওই দিন মুখ্যমন্ত্রীর

ইডিকে বাধা 'জামিন অযোগ্য' অপরাধ

বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলে রাজ্যপালের অনুমোদন প্রয়োজন হত ইডির। তবে ইডি চাইলেই স্থানীয় থানায় এফআইআর করতে পারে। তা গ্রহণ করতে বাধ্য পুলিশ। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি নাও টিকতে পারে।' অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার জহর সরকার বলেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। তাই এখন কিছু বলা ঠিক নয়। কিন্তু যা ঘটেছে তা অস্বাভাবিক।'

তবে ভোটমুখী বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক ইডি অভিযান ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্প্রতি একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বাল। তাঁর প্রশ্ন, 'ইডি কি কোনও মামলা সূত্রে হঠাৎ করে পৌঁছে যেতে পারে? কোন নথি তারা নিতে পারবে, কতটুকু তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে।'

এই প্রসঙ্গেই বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেন, ' কেউ কি কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কারোর বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে? সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে তাঁর গোপন কাগজপত্র রক্ষা করতেই পারেন। এক্ষেত্রে অন্যায়ের কিছু নেই।' প্রাক্তন এক জেলা বিচারক বলেন, 'কেউ যদি গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে কারোর বাড়িতে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ রক্ষায় লড়াই বাঞ্ছনীয়।'

সেনাপতি অনেক, যুদ্ধজয়ের রাজা কে?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : বিয়েবাড়ি সেজেগুজে তৈরি। প্যান্ডেল বাঁধা সারা, বরযাত্রীও রেডি। ব্যান্ডপার্টি তুমুল বাজনা বাজাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা একটাই—'বর' বাবাজি কোথায়? ২০২৬-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বঙ্গ বিজেপির অবস্থাটা অনেকটা এইরকমই। যুদ্ধজয়ের হুংকার আছে, ইডি-সিবিআই-এর ধরপাকড় আছে, নেই শুধু একটা বিশ্বাসযোগ্য 'মুখ'।

একদিকে শাসক শিবিরের ছবিটা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। পোস্টার থেকে পোডিয়াম—সর্বত্র 'দিদি' আর 'সেনাপতি'র কেমিস্ট্রি জমজমাট। কে মুখ্যমন্ত্রী আর কে তাঁর উত্তরসূরি, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে বা ভোটারদের মনে বিন্দুমাত্র ধোঁয়াশা নেই। আর উলটোদিকে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে কান পাতলে শুধুই দীর্ঘশ্বাস আর ফিশফাস। প্রশ্নটা চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে ড্রয়িংরুমের সোফা—সব জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে, বিজেপি জিতলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন?

তালিকায় নামের অভাব নেই, অভাব শুধু ঐকমত্যের। বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বাঘের মতো গর্জন করেন ঠিকই, কিন্তু দলের 'আদি' নেতারা কি তাঁকে মন থেকে 'ক্যাপ্টেন' বলে মেনে নিয়েছেন? নাকি 'তৃণমূল থেকে আসা' তকমাটা আজও তাঁর গায়ে আঠার মতো লেগে আছে, যা আরএসএস-এর একাংশকে অস্বস্তিতে রাখে।

অন্যদিকে আছেন দিলীপ ঘোষ। মর্নিং ওয়াকের ফাঁকে তির্যক মন্তব্য আর মেঠো বুলিতে তিনি কর্মীদের চাঙ্গা করতে ওস্তাদ। কিন্তু দিল্লি কি তাঁকে সেই গুরুত্ব দিচ্ছে? নাকি তিনি শুধুই দলের 'সংকটমোচন' হয়েই থেকে যাবেন? আবার বালুরঘাটের 'প্রফেসর' সুকান্ত মজুমদার শিক্ষিত ও মার্জিত মুখ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু

বাংলার রাজনীতিতে যে 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ইমেজের দরকার, বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ানোর ক্ষমতা দরকার, তা কি তাঁর আছে? এই সবের বাইরে আবার হঠাৎ হঠাৎ 'কোবরা'র মতো ফণা তোলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনিও কি দৌড়ে আছেন, নাকি শুধুই গ্ল্যামার বাড়ানোর জন্য?

২০২১-এর নির্বাচনে বিজেপি একটা ঐতিহাসিক ভুল করেছিল—কেবল নরেন্দ্র মোদির মুখের দিকে তাকিয়ে বৈতরণি পার হতে চেয়েছিল। স্লোগান ছিল 'আসল পরিবর্তন', কিন্তু সেই পরিবর্তনের কান্ডারি কে হবেন, তা ছিল ধোঁয়াশায়। বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি, তারা একটা 'মুখ' খোঁজে, যার ওপর ভরসা করা যায়। কেবল 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর তত্ত্বে যে বাংলায় চিঁড়ে ভেজে না, তা গত বিধানসভা এবং লোকসভা—দু'বারই প্রমাণ হয়েছে। মোদিজি বা অমিত শা তো আর নবান্নে এসে বসবেন না!

মুরলীধর সেন লেনে এখন লবিবাজি চরমে। দিলীপপন্থী, শুভেন্দুপন্থী, সুকান্তপন্থী—দলের চেয়েও 'দাদা' বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচুতলার কর্মীরা চরম ধন্দে—কার ছবি বুকে ঝোলাব? কার নির্দেশে বুথ সাজাব? উত্তরবঙ্গ বিজেপিকে দু'হাত ভরে সাংসদ দিয়েছে, কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে কি কোনও 'মুখ' উঠে আসার সম্ভাবনা আছে? নাকি কলকাতা-কেন্দ্রিক নেতাদের ভিড়েই উত্তরের দাবি হারিয়ে যাবে?

অমিত শা বা জেপি নাড্ডা যতই জুম কলে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করুন, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি ভোটের আগে কোনও একজনকে 'লিডার' হিসেবে প্রোজেক্ট না করা হয়, তবে এই তরী তীরে এসে ডুবতে বাধ্য। ভোটাররা ইভিএম-এ বোতাম টেপার আগে জানতে চায়—ড্রাইভিং সিটে কে বসবে? উত্তরটা কি আদৌ ভোটের আগে পাওয়া যাবে, নাকি 'সারপ্রাইজ'-এর চক্করেই সব শেষ হবে?

বাগে পেয়েছি... মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই।

খনিতে ধস, নিহত ৩

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলটি ও আসানসোল, ১৩ জানুয়ারি : আসানসোলে ফের কয়লাখনি এলাকায় বেআইনি বা অবৈধভাবে কয়লা তোলার সময় ধসের ঘটনা ঘটল। আসানসোলের কুলটি থানার বড়িরায় বিসিসিএলের খোলামুখ বা ওপেন কাস্ট কয়লাখনিতে (ওসিপি) সুড়ঙ্গ ধসে পড়ায় অন্তত ৬ জন চাপা পড়ে। তার মধ্যে ৩ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ২ জন আহত। একজনের ব্যাপারে সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন আসানসোল পুরনিগমের ৬৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক কুমার পাসোয়ান। আসেন তৃনমুল নেতা শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়।

ঘটনায় খনি এলাকায় ধসে ভেতরে আরো কেউ আটকে বা চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা করা হয়েছিলো। যে কারণে তাদের উদ্ধারের জন্য পোকলেন মেশিনের সাহায্যে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কুলটি থানার পুলিশ বাহিনী ও সিআইএসএফের জওয়ানরা যায়। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত আর কাউকে সেখান থেকে পাওয়া যায় নি। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বড়িরা ওপেন কাস্ট খনির আশপাশে শতাধিক মানুষের ভিড় জমে যায়। মৃত ও নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরাও খনি এলাকায় পৌঁছে যান। যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন বছর ৫০ র গীতা বাউরি। তিনি কুলটির লছমনপুরের বাসিন্দা। বাকি দুজন সুরেশ বাউরি আসানসোল উত্তর থানার কন্যাপুর ও টিপু মল্লিক কুলটির লালবাজারের বাসিন্দা। জখম সুভাষ মল্লিক ও গোবিন্দ বাউরি কুলটির বড়িরা গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশের তরফে এই ঘটনা নিয়ে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। বিসিসিএলের তরফে বলা হয়েছে, ঐ এলাকাটি পরিত্যক্ত ও বিপজ্জনক। সেখানে যে যাওয়া যায় না, তা মাইকিং করে জানানো হয়েছে। রাস্তা থেকে ঐ এলাকা ৩৫০ ফুট নিচে। বড়িরার এই কয়লাখনিতে আগেও একাধিকবার ধসে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবুও কয়লা মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য থামেনি। অভিযোগ, প্রতিদিনই ৩ থেকে ৪ ট্রাক অবৈধ কয়লা তুলে আশপাশের কয়লা ভাটায় পাচার করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ফের একবার কয়লাখনির নিরাপত্তা ও অবৈধ কয়লা তোলা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মহিলাদের নাম বেছে বেছে বাদ

কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। - পিটিআই।

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি নির্দেশিত নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই অভিযোগই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে মহিলাদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঁচটি চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, 'নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি মিলে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে মানুষের গণতন্ত্র চুরি করছে। জ্যান্ত মানুষকে মৃত বলে দেখিয়ে দিচ্ছে।'

এদিন সাংবাদিক বৈঠকেই একটি ছবি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঁকুড়ার তালড্যাংরা থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা খাতরা মহকুমাশাসকের অফিসে এক হাজারেরও বেশি ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে গিয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গাড়িতে প্রায় ৪ হাজার ৭ নম্বর ফর্ম তালড্যাংরা থেকে খাতরা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা গাড়িটি আটকান। খবর পেয়ে পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তিনজন পলাতক।

মমতা বলেন, 'বিহারে ওরা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনই ভোটের দিন ঘোষণা করে দিয়েছিল। বহু প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। এখানেও সেই ছক করছে। মাইক্রো অবজার্ভাররা বিজেপির দালাল। আমি থানার আইসি এবং প্রশাসনকে বলব, মঙ্গল ও বুধবার হাজার হাজার মানুষের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। যাতে তাঁরা ভোট দিতে না পারেন। ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলে দেখানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কি বিজেপির দলদাস? জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। কার নাম বাদ গিয়েছে, নিজেরাও জানতে পারছে না। শুধু বিজেপি জানতে পারছে। এইভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জবাব বাংলার মানুষ দেবেন।' সেনাবাহিনীর একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ফোর্ট উইলিয়ামের এক কমান্ডান্ট এসআইআর-এর কাজ করছেন। আমি অনুরোধ করব, আপনাদের আমরা সম্মান করি। নিরপেক্ষ থাকুন।'

ফেব্রুয়ারির বাজেটে লক্ষ্মী লাভের আশা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : রাজ্যের আগামী অন্তর্বর্তী বাজেটেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের ৪ থেকে ৬ শতাংশ আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা (ডিএ) দেওয়ার কথাও জানাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বলে মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর। তবে ডিএ ঘোষণার আগে সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার রায় কী হয় তা জানার অপেক্ষায় রয়েছে। গত আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে দীর্ঘ শুনানির পর আপাতত এই মামলার রায় স্থগিত রেখেছে আদালত। সম্ভবত চলতি জানুয়ারির মধ্যে ওই রায়ের একটা হিল্লে হবে বলে আশা নবান্নের। সেটা দেখেই রাজ্য সরকারের পরবর্তী ডিএ ঘোষণার বিষয়টি নির্ভর করছে। আপাতত ঠিক হয়েছে ভোটের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ নাগাদ বিধানসভার অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ করবে।

২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে এটিই হবে বর্তমান সরকারের শেষ অধিবেশন। অন্তর্বর্তী ওই বাজেট অধিবেশনে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেট পেশ করার কথা অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। যেমন গত ২০২১ সালে বিধানসভার ভোটের আগে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও সেই সম্ভাবনাই থাকছে।

জানা গিয়েছে, অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর কথা থাকবেই। অধিবেশনে নিয়মিত বিষয়গুলি ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি বিল পেশ হতে পারে। আর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিষয়গুলিও গুরুত্ব পাবে অন্তর্বর্তী বাজেটে। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথীর মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও উপভোক্তার সংখ্যা বাড়াতে পারে সরকার।

অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের কোনদিন বিধানসভা বসবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে

শিক্ষকদের কাজের সময় বাঁধল সংসদ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষকদের সর্বোচ্চ কাজের সময়সীমা বেঁধে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত কাজের চাপের অভিযোগ যাতে না ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত। বিএলও-র দায়িত্ব পালন ও শিক্ষকতার প্রবল চাপের মধ্যে অতিরিক্ত পরীক্ষার ডিউটি করতে গিয়ে যাতে শিক্ষকরা সংকটে না পড়েন, সেদিকে নজর রাখছে সংসদ। একইসঙ্গে মঙ্গলবার প্র্যাক্টিকাল ও প্রোজেক্ট পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত লেখক ও ইন্টারপ্রেটারের সুবিধা থাকবে।

তৃতীয় সিমেস্টারে নাম নথিভুক্ত করে পরীক্ষায় বসেনি অথবা নাম নথিভুক্তই করেনি এমন ২৫০০ পড়ুয়া ফের এবারে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসবে। উচ্চমাধ্যমিকের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে ৭,০৭,৬৭২ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৩৩,৫৫৮। তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮,৮৬৪। আর পুরোনো পাঠ্যক্রমের পরীক্ষার্থী ১৫,২২৪ জন। এদিন প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশিকা পাঠিয়েছে সংসদ। সেখানে বলা হয়েছে, থিয়োরি পরীক্ষার হেড এগজামিনারদের 'অন ডিউটি' দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ২১ দিন। এগজামিনাররা সর্বোচ্চ ৩ দিন কাজ করতে পারবেন। স্ক্রুটিনাইজাররা পাবেন সর্বোচ্চ ১০ দিন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য শিক্ষকরা পাবেন সর্বোচ্চ ১৬ দিন। কাউন্সিল নমিনিদের সময় দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ১৩ দিন। ছুটির দিন বা রবিবারে কাজ করলে বিশেষ 'অন ডিউটি' দেওয়া হবে সংসদের তরফে। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরীক্ষার কাজ যেমন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে, ঠিক তেমনই শিক্ষকদের কাজের সময় সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অস্পষ্টতা দূর হবে বলেই মনে করছে সংসদ। উচ্চমাধ্যমিকে প্র্যাক্টিকাল ও প্রোজেক্ট পরীক্ষা চলবে ২ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। এদিন উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মান বজায় রাখতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর। এছাড়াও স্কুলগুলিকে স্মার্ট ক্লাসরুম ও রাজ্য সরকারের 'বাংলার শিক্ষা' কর্মসূচির আওতায় তৈরি অডিও-ভিজুয়াল শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিপা নিয়ে মমতাকে ফোন নাড্ডার

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : নিপা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই সংক্রামিত দু-জন নার্সের অবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তাঁরা বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। এছাড়াও বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালেও আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা রাজ্যের পরিস্থিতি জানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন।

সংক্রামিত ২ জনের অবস্থা সংকটজনক

কেন্দ্রীয় সরকার সমস্তরকম সহযোগিতা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাড্ডা। এদিনই মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। জেলাভিত্তিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্টও চেয়েছেন মুখ্যসচিব। ওই দুই নার্স কয়েকদিন ধরেই জ্বর সহ অন্যান্য উপসর্গে ভুগছিলেন। কল্যাণী এইমস হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেখান থেকে পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি, যাতে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ দল কেন্দ্রের টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে ইতিমধ্যেই সক্রিয় করা হয়েছে।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিপা সংক্রামিত ওয়ার্ডে ঢুকতে গেলে পিপিই কিট পরা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও হাসপাতালে মাস্ক পরার জন্য বলা হয়েছে। এদিনই জেলাভিত্তিক দৈনিক রিপোর্ট পাঠানোর জন্য স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। তবে এই মুহূর্তে জেলাগুলিতে এই রোগের খবর নেই বলেই স্বাস্থ্যসচিব তাঁকে জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। সব জায়গা থেকে রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা তৈরি আছি।'

১৬ দিনে শুনানিতে নাম বাদ ১১ হাজার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : প্রথম দফার শুনানিতে আরও ১১ হাজার নাম বাদ পড়ল ভোটার তালিকা থেকে। বাদ পড়া এই নামের তালিকা ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না কমিশন। এদিকে ভোটের আগে পুলিশ প্রশাসনে নিয়মমাফিক রদবদলের জন্য নবান্নকে চিঠি পাঠালেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। নিয়ম অনুযায়ী পুলিশ বা প্রশাসনের যাঁরা গত তিন বছর একই জায়গায় রয়েছেন এবং সরাসরি নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরকে বদলি করতে হবে।

নাম বাদ পড়া প্রসঙ্গে কমিশনের এক আধিকারিকের মত, যাঁরা বৈধ নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের নথি যাচাই করে তার বৈধতা সংক্রান্ত শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট এইআরও-র কাছে পাঠাবেন জেলা নির্বাচনি আধিকারিক বা জেলাশাসক। সেই প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু যাঁরা কমিশন নির্ধারিত ১৩টি নথির মধ্যে একটিও পেশ করতে পারেননি, তাঁরা শুনানিতেই অযোগ্য ভোটার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তবে বাদের সংখ্যাতে সন্তুষ্ট নয় বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এব্যাপারে কমিশনের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, 'রাজ্যে এসআইআর নিয়ে তামাশা চলছে। কেন ফর্ম সেভেন জমা নেবে না ইআরও-রা, তা নিয়ে কমিশনের নির্দেশ দেখাতে হবে। আমরা চাই দিল্লিতে বসে না থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যে এসে দেখে যান কীভাবে এসআইআর চলছে।' শুনানির আগেই ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, এটা তো সবে শুরু। দেখতে থাকুন শুনানির পর ১ কোটির বেশি নাম বাদ যাবে। কিন্তু বাস্তবে ১৬ দিন শুনানির পরে খাতায়-কলমে কমিশন ১১ হাজার নামে প্রশ্নচিহ্ন দিতে পেরেছে।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কার্যত শুনানি শেষ করতে হবে। আনম্যাপড ৩১ লক্ষের শুনানি শেষের পথে হলেও নথি যাচাই এখনও অনেকটাই বাকি। এরপর লজিকাল ডিসক্রেপ্যান্সি বা ভোটার তথ্যে অসংগতির কারণে আরও ৯৪ লক্ষ ভোটারের শুনানি করতে হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যে এই সমস্ত শুনানি ও তথ্য যাচাই চূড়ান্ত করে জেলাশাসকরা পাঠালে সেই তালিকা পাঠানো হবে দিল্লিতে কমিশনের কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। তার ভিত্তিতেই ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটারতালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে শুনানির জন্য আরও ১৬০০ এইআরও (বিডিও) চেয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছেন সিইও। প্রথম দফায় ৪৬০০ মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের পর সোমবার দ্বিতীয় দফায় আরও ২ হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করেছে কমিশন।

গঙ্গাসাগরের মঞ্চকে কাজে লাগাচ্ছে সব দলই

পুলকেশ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি : বেলা দেড়টা। সাগরদ্বীপের একেবারে শেষপ্রান্তে নদীর খাঁড়ির কাছে এসে ভিড়ল নৌকা। ভাটার টানে খাঁড়িতে জল নেই। ওটুকু হেঁটে পেরিয়ে সাগরের তট স্পর্শ করেই চোখেমুখে খুশির জেল্লা স্বামী-স্ত্রীর। গোসাবা থেকে স্বামীর হাত ধরে সাগরে আসা। স্বামী সরকার স্বীকৃত প্রাণীবন্ধু। লখিমপুরে বাড়ি। আশপাশের গ্রামের ৫৭ জনকে নিয়ে মাথাপিছু ১৬০০ টাকা প্যাকেজে সোমবার দুপুরে রওনা দিয়েছিলেন। বুধবার দুপুর থেকে স্নানযোগ। চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। ফিরবেন তারপর।

সাগরসঙ্গমে নবকুমার কাহিনীতেও নবকুমার এভাবেই সাগরে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। গোসাবার গ্রামবাসীরাও মাঝপথে রাতে এগারোটা থেকে তীরে তরী ভিড়িয়ে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নৌকাতেই কাটিয়েছেন। তারপর কুয়াশা একটু হালকা হতেই ফের রওনা দিয়েছেন। পুণ্যার্থীরা জানালেন, সারাদিন মেলায় ঘুরলেও থাকা-খাওয়া নৌকাতেই। নবকুমাররা আছেন কিনা জানা নেই, তবে তীর্থযাত্রার সেই রোমাঞ্চ আজও আছে।

মেলার চতুর্দিকে আধুনিকতার ছোঁয়া। পুণ্যার্থী বা সাংবাদিক সবার থাকার ব্যবস্থাই অনেক ভাল হয়ে গিয়েছে। সব পরিপাটি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিয়েছেন মুড়িগঙ্গার ওপর সেতুও হবে। সব মিলিয়ে আর একবার নয়, গঙ্গাসাগর বারবার আসার ইচ্ছে হবে। আগে মেলার পর তট জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মলমূত্রের গন্ধে মাস তিনেক পূতিগন্ধময় পরিবেশ হয়ে থাকত। এখন চতুর্দিকে বায়ো টয়লেট অস্থায়ী শৌচালয়। চোখ ধাঁধানো কন্ট্রোল রুম থেকে মেলার প্রতিটি আনাচকানাচের ছবি সেখানকার বিশাল পর্দায় ভেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কলকাতার বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পুণ্যার্থী বহনকারী

সূর্যটাকে সাক্ষী রেখে... মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে। - রাজীব মণ্ডল।

সমস্ত বাস, ভেসেল জিপিএসের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করা হচ্ছে। প্রতিটি পরিবহনে থাকছে 'সাগরবন্ধু' নামের গাইড।

মেলাজুড়ে চলছে নজরদারি। ১২০০ সিসিটিভি ক্যামেরা, ১০টি স্যাটফোন, ২০টি ড্রোন ও ১৫০টি ম্যানপ্যাকের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। ৩৯টি জায়ান্ট স্ক্রিন আর ২০টি এলইডি টিভির পর্দায় থাকছে মেলার সব তথ্য। নজরদারি সত্ত্বেও অবশ্য টুকটাক অপরাধ, ছিনতাই এসব হচ্ছেই। ১১২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো ইতিমধ্যেই মুড়িগঙ্গার ওপর সেতুর ঘোষণা করে দিয়েছেন। তবে এভাবে তীর্থযাত্রাকে অবশ্য পর্যটনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চান না পুরীর শঙ্করাচার্য জগৎগুরু নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। তবে বিকাশ তো হবেই। কষ্ট কিছুটা কমলে পুণ্যের মাত্রা কিছুটা কমলেও পুণ্য একেবারে শূন্যে ঠেকবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

সামনেই ভোট। তাই ধর্মীয় বিভাজনের আবহে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা হাই ভোল্টেজ। একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রীসভার সব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে মেলার তদারকিতে এখানে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন, তেমনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারেরও গঙ্গায় ডুব দেওয়া এবং সেই সুযোগে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূলের কড়া সমালোচনার সুযোগ ছাড়ছেন না। জানা যাচ্ছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও আসতে পারেন পুণ্যস্নানে। এবারের ভোটে ধর্মই বড় ইস্যু। তাই এবারের গঙ্গাসাগরের মঞ্চকে কাজে লাগাচ্ছে সবাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তো মনে করছেন, মমতার এই সেতুর ঘোষণায় বিশ্বাস করেন না। গঙ্গাসাগরকে 'জাতীয় মেলা' ঘোষণা না করা নিয়ে যখন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও মানস ভূঁইয়া কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলেছেন তখন সুকান্তবাবুর দাবি, এবার আমরা ক্ষমতায় এলেই প্রধানমন্ত্রী এসে এই ঘোষণা করবেন। অরূপের পালটা কটাক্ষ, ৫০ বছরেও হবে না তাহলে।

শুধু কি তাই? মেলার দর্শনার্থীর সংখ্যা নিয়েও চলছে তর্জা। অরূপ সোমবার দাবি করেছিলেন, ৪৫ লক্ষ মানুষ এসেছে মেলায়। এদিন সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন, ৬০ লক্ষে। সুকান্তর পালটা দাবি, ভেসেলের টিকিট বিক্রির হিসাব বলছে, মানুষ এসেছে ৩০ হাজার। বাকিরা কি উড়ে এল? স্থানীয় ব্যবসাদার থেকে ভিক্ষুক সবাই কিন্তু মনমরা। রোজগার হচ্ছে না। লোক আগের বছরের মতো হচ্ছে না।

তিন বছরের আয়ুষ মোদক মালবাজারের বাসিন্দা। ছবি আঁকায় বেশ পারদর্শী এই খুদে।

রাত জাগল রাজবাড়িপাড়া

গজরাজের গল্পে কাটল মঙ্গলবারের সকাল

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : কারও কারও ঘুম যে কতটা কুম্ভকর্ণের মতো হতে পারে সেটা বেশ বোঝা গেল ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ইতি দাসের কথায়। মঙ্গলবার সকালে প্রায় সবার যখন গল্পের হট টপিক সেই দলছুট হাতি, তখন আক্ষেপ শোনা গেল ইতির গলায়। বললেন, 'আমাদের বাড়ির এত কাছে হাতি এল জানতেই পারলাম না। হুটারের আওয়াজ পেলেও বুঝিনি এত কিছু হয়েছে। খুব বাজে মিস করে গেলাম।'

হ্যাঁ, হুটার, সাইরেন, গাড়ির আওয়াজে সোমবার রাত জাগল রাজবাড়িপাড়ার একাংশ। রাত তখন প্রায় ২টো। ততক্ষণে গাড়ির আওয়াজ ও কুকুরের চিৎকারে সকলেই জেনে গিয়েছেন ওই পাড়ায় হাতির উপস্থিতি। কেউ বাড়ির ছাদে, কেউ বা বারান্দা থেকে উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করলেন। অনেকেই ভিড় জমালেন রাজবাড়িপাড়ার সবুজ সংঘের মাঠের ধারে। এরইমধ্যে উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে মাঠে পড়তে দেখা গেল টর্চের আলো। সকলেরই নজর হাতি কোনদিকে গেল? কারণ মাঠের বাইরে চলে এলে বিপদ কম কিছু নয়। যাইহোক, শেষমেশ বনকর্মীরা যখন ঘুমপাড়ানি গুলি হাতির পায়ে লেগেছে বলে নিশ্চিত করলেন তখন উপস্থিত সকলে যেন স্বস্তি পেলেন। কিন্তু কেউ ফিরে যাননি। ভোর চারটে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আরও কিছুক্ষণ পরে বনকর্মীরা হাতিকে ক্রেন দিয়ে ডাম্পারে তোলার পরই উৎসুক মানুষজন ঘরে ফিরলেন।

হাতি আসার পরের দিন সবুজ সংঘের মাঠে। মঙ্গলবার।

এদিকে, যাঁরা ইতির মতো হাতি নিয়ে এত কাণ্ড টেরই পাননি তাঁরা অন্যের মোবাইলে তোলা ছবি দেখেই স্বাদ মিটিয়েছেন। অনেকে আবার দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে সকালে হাজির হন সবুজ সংঘের মাঠে হাতির পায়ের ছাপ খুঁজতে। ব্যোমকেশ, ফেলু মিত্তিরকে হার মানাতে পারে এঁদের তদন্তের ধরন। কোথায় হাতিটা এসেছিল, কোন পথে পৌঁছোয় রাজবাড়ির পেছনের জঙ্গলে কিংবা কীভাবে গজরাজকে উদ্ধার করা হল সবেরই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন আশপাশের লোকজনকে।

> **আমাদের বাড়ির এত কাছে হাতি এল জানতেই পারলাম না। হুটারের আওয়াজ পেলেও বুঝিনি এতকিছু হয়েছে। খুব বাজে মিস করে গেলাম।**
>
> **ইতি দাস,** *বাসিন্দা*

যাঁরা হাতির দাপাদাপি এবং আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা তো নানা গল্প তৈরি করে ফেলেছেন। যেমন ওই পাড়ার বাসিন্দা সুবোধ সেন গুটিকয়েক এলাকাবাসী, অবশ্যই যাঁরা হাতির এপিসোড মিস করেছেন, তাঁদের নিয়ে গল্পে মগ্ন। করলাভ্যালি বাগানে তিনটি হাতি থেকে রাতে শহরে একটা হাতির দর্শনের গল্প তিনি কীভাবে মেলালেন সেটা তিনিই জানেন।

বাদ যাননি তরুণ তুর্কিরাও। অনির্বাণ চক্রবর্তী, বিবেক ঝা, বাবুসোনা মোহন্ত, দীপঙ্কর বর্মনরা রাজবাড়ির পেছনের জঙ্গল থেকে সবুজ সংঘ মাঠের পাশের জঙ্গল পর্যন্ত হাতির দৌড়াদৌড়ি টর্চ নিয়ে দেখেছেন বলে জানালেন।

এদিকে রাত ১২টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত হাতির দাপাদাপি ও অবশেষে বন বিভাগের বশে আসা, সামনে থেকে নজরে রেখেছিলেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নীলম শর্মা। কেউ যাতে কোনওভাবে হাতির সামনে না যায় বা কারও ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর ছিল তাঁর। তাঁর কথায়, 'এত লোক উত্তেজিত হয়ে হাতির পেছনে দৌড়াচ্ছিলেন, কারও যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখছিলাম। সকলকে সতর্ক করছিলাম।'

সবমিলিয়ে মঙ্গলবার শহরের প্রতিটি চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বাড়ির রান্নাঘর- হট টপিকই ছিল সেই দলছুট হাতি এবং তার কীর্তি।

পাম্পের দাবিতে সরব ব্যবসায়ীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছাই হয়েছে দোকানপাট। তবুও টনক নড়েনি প্রশাসনের। এবার ময়নাগুড়ি বাজারের কেন্দ্রস্থলে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর দাবিতে সরব হলেন ব্যবসায়ীরা। এই দাবিতে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি।

২০২০ সাল নাগাদ শাসকদলের পক্ষ থেকে বাজারে জলাধার নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় ময়নামাতা কালীবাড়ির সামনের জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। গত ২ জানুয়ারি ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাজারের ১২টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরপরই নড়েচড়ে বসে ব্যবসায়ী সমিতি। বাজারের ঘিঞ্জি এলাকা পরিষ্কার করতে দোকানের বর্ধিত শেড ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাজারের সুপারি হাটিতে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই জায়গাতেই সাবমার্সিবল পাম্প বা জলাধার তৈরি করুক পুর কর্তৃপক্ষ।

বাজারে বর্তমানে প্রায় এক হাজার দোকান রয়েছে। কিন্তু আগুন লাগলে জল পাওয়ার কোনও উৎস নেই। ফলে দমকলকর্মীদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়। ব্যবসায়ী সুকুমার সাহা বলেন, 'আমরা প্রশাসনের কাছে কয়েকদিন আগেই লিখিত দাবি জানিয়েছি। বাজারে সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর মতো একাধিক জায়গা রয়েছে।' ব্যবসায়ী অনুপ পালের আক্ষেপ, 'বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রশাসন শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাজারে জলাধার নির্মাণ এখন খুবই প্রয়োজন।'

অগ্নিকাণ্ড নিয়ে আটের দশকের স্মৃতি আজও টাটকা ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ীদের মনে। সেই সময় বিধ্বংসী আগুনে ৩০টি দোকান পুড়েছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার ও মেখলিগঞ্জ থেকে আসা দমকলের ইঞ্জিনগুলোর প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ময়নাগুড়ি দমকলের ওসি নিতাইচন্দ্র শীলের কথায়, 'বাজারে অসংখ্য দোকানপাট রয়েছে। অগ্নিকাণ্ড সামাল দেওয়ার জন্য জলের একটি বড় উৎস থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত

সাহা বলেন, 'সকলেই বাজারের ভেতরে পাম্প বসানোর দাবি তুলেছেন। এটি খুব বেশি ব্যয়সাপেক্ষ নয়। আগুন লাগলে সেখান থেকে সহজেই দমকলের ইঞ্জিন জল সংগ্রহ করতে পারবে। এব্যাপারে প্রশাসনকে লিখিত জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, ময়নাগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউত জানান, ওই বাজারে বহু বছর আগেই জলাধারের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল। তখন তা কার্যকর হয়নি। তাঁর মতে, 'সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর থেকে রিজার্ভার বানানোই ভালো। ওই এলাকার পাশেই পিএইচইর পানীয় জলের ট্যাংক ও পয়েন্ট রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।'

বিতর্কিত নলকূপ।

অবৈধ নলকূপে ক্ষোভ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি : চৈত্র মাস থেকেই মালবাজার সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় জলসংকট। তার মধ্যে পানীয় জলের হাহাকারের জন্য অনেকেই অবৈধ নলকূপ খননকে দায়ী করেছেন। এমনই অভিযোগ উঠছে মালবাজার শহরে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার এলাকাবাসী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে অভিযোগপত্র জমা দিল মহকুমা শাসকের দপ্তরে।

বছর দুই আগে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজ শুরুর প্রথম দিকে দুটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করে গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছিল। প্রথম নলকূপ খনন করার পর দ্বিতীয়টি খননের সময় বাধা দেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, তখন বারবার বারণ করা সত্ত্বেও সেই সংস্থা এই বিষয়ে কর্ণপাত করেনি। ফের গত ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর হাইড্রলিক মেশিনের সাহায্যে বোরিং করা শুরু করে। সেই কাজ চলে ৯ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত। ঘটনাটি নজরে আসতেই স্থানীয়রা অনেকেই ওয়ার্ড কাউন্সিলার মণিকা সাহাকে জানান। এমনকি স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরসভার অনুমতি ছাড়াই নলকূপ খনন করে ওই সংস্থা। পাশাপাশি জল সম্পদ বিভাগের ছাড়পত্র ছাড়া রিগবোর করা সম্পূর্ণ বেআইনি। স্থানীয় বাসিন্দা জয়দীপ মুখোপাধ্যায় জানান, জলসম্পদ বিভাগের কোনও ছাড়পত্র নেই ওদের। তার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি নলকূপ খনন কতটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত, সেটা প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত।

যদিও সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার রাজপাল সিং জানান, আগে একটি নলকূপ ছিল, এখন একটি নতুন নলকূপ করা হয়েছে। সমস্তকিছু নিয়ম মেনে করা হয়েছে। ৪৫টি ফ্ল্যাটের জন্য একটি নলকূপ যথেষ্ট, আরেকটি রাখা হয়েছে জরুরি পরিস্থিতির কারণে। কখনও এই এলাকায় অগ্নিকাণ্ড হলে জলের অভাব হবে না।

এ বিষয়ে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণিকা সাহা বলেন, 'চিকিৎসার জন্য বাইরে আছি, মালবাজার ফিরে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।' পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, একটি গণ অভিযোগ জমা পড়েছে। অবশ্যই সেটি তদন্ত করে দেখা হবে।

আজও বদলায়নি শিববচনের চানাচুরের স্বাদ

ফুটপাথনামা

শহরের ফুটপাথে ছড়িয়ে থাকে কত গল্প, কত ইতিহাস। প্রত্যেক ফুটপাথের নিজস্ব কাহিনী থাকে। কত মানুষ তার ওপর হেঁটে যায়, রেখে যায় ছোট ছোট গল্প। হাকিমপাড়ার শিবাজি রোডের শিববচনের গল্পও তেমনই। বাবার মতোই গত ৪০ বছর ধরে এক ফুটপাথ থেকে আরেক ফুটপাথ ঘুরে চানাচুর বিক্রি করছেন তিনি। তাঁরই কথা **সৌরভ দেবের** কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধি টুপি। গলায় লাল রংয়ের কাঠের বাক্সে চানাচুর নিয়ে শহরের খেলার মাঠ থেকে অফিস আদালত চত্বরে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর প্রকৃত নাম শিববচন মাহাতো হলেও শহরের মানুষ তাঁকে 'চানাচুরওয়ালা' নামেই চেনেন। বাবার পর একইভাবে প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি নিজের হাতে তৈরি চানাচুর বিক্রি করে চলেছেন। শহরের বাসিন্দাদের দাবি, লাল বাক্সের চানাচুরের স্বাদের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

চানাচুরওয়ালা শিববচন মাহাতো।

জলপাইগুড়ি হাকিমপাড়া শিবাজি রোডের টিনের চালের বাড়িতেই থাকেন শিববচন। পৈতৃক ভিটে বিহারের সীতামারি জেলার বাথনাহা গ্রামে হলেও তাঁর জন্ম জলপাইগুড়ি শহরেই। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই তাঁর বাবা যোগীন্দর মাহাতো জলপাইগুড়ি চলে এসেছিলেন। সেই সময় বাবা কীভাবে ব্যবসা শুরু করেছিলেন ৫০ বছর বয়সে এসে সেই স্মৃতি কিছুটা আবছা হয়ে গিয়েছে শিববচনের। তবে তাঁর এটুকু মনে রয়েছে, ষাটের দশকে বাবা জলপাইগুড়িতে একইভাবে বাক্স গলায় ঝুলিয়ে সাদা পোশাক পরে চানাচুর বিক্রি করতেন। শহরের প্রবীণদের কথায়, শিববচনের বাবা চানাচুর বিক্রির সময় নিজের রচিত একটি গান গাইতেন। সেই গান যে শিববচন রপ্ত করতে পারেননি তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রতিদিন সকাল থেকেই শিববচনের একচিলতে ঘরেই শুরু হয়ে যায় চানাচুর বানানোর ব্যস্ততা। ছোলা সেদ্ধ করে তা থেঁতো করা। ছোলার বেসন মণ্ড তৈরি করে তা দিয়ে চানাচুর বানানো, সবটাই নিজের হাতে করেন তিনি। শিববচনের সুস্বাদু চানাচুর তৈরি হয় কাঠের উনুনে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, বাবার অসুস্থতার কারণে আশির দশকে তিনি তাঁর কাঠের বাক্স গলায় নিয়ে শহরের রাস্তায় চানুচুর বিক্রি শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। পরবর্তীতে কালের নিয়মে নতুন কাঠের বাক্স হলেও স্বাদ বদলায়নি বাবার তৈরি করা চানাচুরের রেসেপির।

স্বাদ অপরিবর্তিত থাকার পেছনের গল্প কী? শিববচনের সোজাসাপটা উত্তর, 'বাবা সে সময় বাজার থেকে গোটা মশলা কিনে এনে তা নিজের হাতে গুঁড়ো করে চানাচুরে মেশাতেন। বাবার সেই মশাল তৈরির পদ্ধতি আমি আজও মেনে চলছি।'

শহরের প্রবীণ নাগরিক সুভাষ সরকার চানাচুরওয়ালা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন, 'সেটা একটা সময় ছিল। রূপশ্রী সিনেমা হল, সাদা পোশাকের চানাচুরওয়ালা, নিরালা হোটেল- সবই চোখের সামনে ভাসে। তবে বর্তমানের চানাচুরওয়ালা এবং তাঁর বাবার তৈরি চানাচুরে স্বাদে তেমন তফাত পাইনি। এখনও রাস্তায় দেখলে শিববচনের সঙ্গে কথা বলে চানাচুর কিনে খাওয়ার অভ্যাস রয়ে গিয়েছে।'

কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, শিববচনের চানাচুর বিক্রির সবথেকে পছন্দের জায়গা খেলার মাঠ। টাউন ক্লাব, জেওয়াইএমএ সহ আজও যেখানে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হয়, সেখানেই বাক্স নিয়ে হাজির হয়ে যান তিনি। জানালেন, খেলা দেখাটা তাঁর একটা নেশা। খেলার উত্তেজক মুহূর্তগুলোতে বিক্রি বন্ধ করে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখতে শুরু করে দেন তিনি। মাঠে খেলা না থাকলে তাঁকে নিয়মিত দেখতে পাওয়া যায় জেলা আদালত, বিভিন্ন অফিস চত্বর এবং দিনবাজার, মার্চেন্ট রোড এলাকায়। কিন্তু এই সাদা পোশাকেই বিক্রি কেন? উত্তরে শিববচন বলেন, 'বাবা শহরে এই পোশাকেই পরিচিত ছিলেন। বাবার তৈরি করা ব্যবসাই আমি করে আসছি। সেকারণে বাবার তৈরি করা পোশাকেও পরিবর্তন আনতে চাই না।'

ঢেঁকির চাল গুঁড়োয় সংক্রান্তির প্রস্তুতি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পৌষ সংক্রান্তি মানে বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠেপুলির আয়োজন। এই পিঠেপুলি বানানোর মূল উপাদান হল চালের গুঁড়ো। কেউ বাজার থেকে সেই গুঁড়ো কিনে আনছেন, কেউ আবার বাড়িতে মিক্সার মেশিনে চাল গুঁড়ো করছেন। তবে শহরে তিস্তাপাড়ে এক অন্য ছবি ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার সেখানে যেতে দেখা যায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে মহিলারা ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করছেন। এই চালের গুঁড়ো দিয়ে বুধবার সকলের জন্য তৈরি হবে পিঠে। অনেকের মতে, ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো না করলে পৌষ-পার্বণ ঠিক জমে না। কিন্তু ইদানীং এই ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গুঁড়ো পাওয়া দুষ্কর হয়ে গিয়েছে।

আধুনিকতার লড়াইয়ে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও আজকাল ঢেঁকির দেখা সেভাবে মেলে না। গ্রামগুলিতেও আজকাল আর ঢেঁকিতে ধান ভাঙার দৃশ্য খুব একাটা চোখে পড়ে না। তিস্তাপাড়ের

পিঠে তৈরির প্রস্তুতি। তিস্তাপাড়ের একটি বাড়িতে। -শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বাসিন্দা বছর একাশির অবলা মজুমদারের কথায়, 'আমরা জন্ম থেকে দেখেছি মা-ঠাকুমারা ঢেঁকিতেই ধান ভেঙে পিঠেপুলি বানাতেন। আমিও তাই ঢেঁকিতে চাল ভাঙি। এই গুঁড়ো প্রথমে গবাদিপশুকে দেওয়া হয়। তারপর তা দিয়ে উঠোনে আলপনা দেওয়া হয়।' তিনি আরও জানান, পরবর্তী প্রজন্মকেও তিনি কীভাবে ঢেঁকিতে ধান ভাঙতে হয় তা শিখিয়েছেন।

এদিন সারদাপল্লিতে যেতে ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যায়। একজন মহিলা নির্দিষ্ট ছন্দে ঢেঁকির ওপর দাঁড়িয়ে একপায়ে চাপ দিচ্ছেন। ঢেঁকির উলটোদিকে আরেকজন মহিলা বসে বারবার চাল নাড়িয়ে দিচ্ছেন। অনেকে আবার সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন।

তিস্তাপাড়ের আরেক বাসিন্দা বছর বাইশের শান্তি বারুই বলেন, 'আমাদের এখানে এখনও অনেকে ঢেঁকি ভাঙা চাল দিয়েই পৌষ সংক্রান্তির দিন পিঠেপুলি বানান। এটাই আমাদের ঐতিহ্য। আমরা যদি ঢেঁকি ব্যবহার করা ছেড়ে দিই, তাহলে অন্য অনেককিছুর মতো ঢেঁকি একদিন হারিয়ে যাবে।'

পিঠেপুলিতে মন জয়

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মালপোয়ার ব্যাটার তেলে ছাড়তেই কণিকাদির ফোনে মেসেজ। কোনও মতে হাত মুছে ফোনের লক খুলে ঝর্ণা ও শিল্পীকে বললেন, 'অর্ডার এল, বুধবার দিতে হবে। লিখে রাখ শিরীষতলায় তাপসী রায়ের বাড়িতে ১৫টা পাটিসাপটা, মালপোয়া, ৩০টা মুগপুলি।' পৌষ সংক্রান্তির প্রাক মুহূর্তে এমনই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছে জলপাইগুড়ির এই প্রমীলা বাহিনীর।

যখন তরুণ প্রজন্মের একাংশ ঠিক পিঠেপুলির স্বাদ থেকে রেসিপি যেমন আয়ত্তে আনতে পারেননি, তেমন আবার মা-কাকিমারা বয়সের ভারে নিয়মটুকুও সারতে হিমসিম খাচ্ছেন। ঠিক তখনই শিল্পী, ইতিকা, দীপালি, ঝর্ণা, সায়নী, কণিকারা এক ফোনেই বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন মনপসন্দ পিঠেপুলি। তবে বর্তমান ফিউশনের ছোঁয়া নয়, প্রতিটি পিঠেপুলিতে রয়েছে মা-ঠাকুরমাদের সেই পুরোনো হাতের ছোঁয়া। পৌষ সংক্রান্তি আসতে বাকি আর ২৪ ঘণ্টা। এরই মাঝে জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিল ফ্যাক্টরির গলিতে ঢুকলেই পিঠের মিষ্টি গন্ধ একবার হলেও নাকে আসবে। ওই গলির একটি বাড়িতে ঢুকতেই দেখা গেল, কেউ পাটিসাপটা বানাতে ব্যস্ত, তো কারও নজর আবার মালপোয়া ফুলছে কি না সেদিকে। কথা বলার জো নেই কারও। কারও ডান হাত খুন্তিতে, কেউ আবার ব্যস্ত ব্যাটারের উপকরণের অনুপাত মাপতে। কারও দায়িত্ব অর্ডার খাতায় লিখে রাখা।

ব্যস্ততার ফাঁকেই কেমন অর্ডার পেয়েছেন জিজ্ঞেস করায় উত্তরে কণিকা সাহা বললেন, 'এত অর্ডার আসছে যে ১২ ঘণ্টা কাজ করেও কুলোতে পারছি না। কারও বেশি অর্ডার থাকলে দু'-একদিন সময় চেয়ে নিচ্ছি।' দামের ব্যাপারে ইতিকা সরকার বলেন, 'সবার সাধ্যের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করেছি। প্রতি পিস মালপোয়া ১৫ টাকা, ক্ষীরের পাটিসাপটা ৩০, নারকেলেরটা ২৫, মুগপুলি ২০ টাকা, রসবড়া ১৫ টাকা, আর দুধপুলি ২৫। জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে তাতে একটু দাম বেশি হচ্ছে জানি, কিন্তু কী করব বলুন। তবে, এখনও অবধি গ্রাহক সংখ্যার কমতি নেই দেখে মনে হচ্ছে আমাদের কষ্ট সার্থক।'

আসলে মহিলা ব্রিগেড হল এক-একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য। নিজেদের স্বনির্ভর করার তাগিদে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পিঠেপুলির হোম ডেলিভারি দিতে শুরু করেছেন। তবে প্রত্যেকের মুখের চওড়া হাসি দেখে মনে হবে ১২ ঘণ্টা বসে পিঠে বানানোর কষ্ট তুড়ি মেরে শেষ হয়ে যায় মানুষের প্রশংসার সঙ্গে হাতে টাকা এলে।

এনিয়ে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লোপামুদ্রা অধিকারী বলেন, 'চেয়েছিলাম আমার এলাকার মহিলারা যেন স্বনির্ভর হন। তাই আমার বাড়িতেই ছোট জায়গা করে দিয়েছি। কিন্তু এখন যখন দেখছি নিজেরাই ফোনে অর্ডার নিয়ে হোম ডেলিভারি করছে তখন তৃপ্তি পাচ্ছি। প্রায় ১০ বছর ধরে বেশ ভালো কাজ করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই মহিলারা।'

সরার চাহিদা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পিঠেপুলি বানানোর সরঞ্জাম কিনতে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির বাজারে ক্রেতাদের ভিড় ছিল। ব্যবসায়ী গণেশ সাহা জানান, এদিন বাজারে পিঠেপুলি বানানোর উপকরণের বেশ ভালোই চাহিদা ছিল। বাসিন্দা আরতি দাস বলেন, 'বাড়িতে পিঠে বানাব। মাটির সরা কিনতে এসেছিলাম।'

পড়ুয়াদের জন্য

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের নতুন ছাত্রদের নিয়ে আয়োজন করা হয় নবীনবরণ উৎসব। বুধবার পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে ছাত্রদের পায়েস খাওয়ানো হবে।

প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের খেলার মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

বি.মিশ্রা এন্ড কোম্পানি
বেঙ্গটারি মোড়, জলপাইগুড়ি

এক্সক্লুসিভ ডিলার:
টাটা শক্তি করোগেটেড টিন
টাটা ডুরাশাইন কালার টিন
টাটা স্ট্রাকচুরা এমএস পাইপ
ফোন- 9832044425
8172097952

ইঁদুর দৌড় থামল ডেলিভারি বয়দের

প্রথম পাতার পর

এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'সত্যমেব জয়তে। এই হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যখন গ্রাহকের স্ক্রিনে ১০ মিনিটের টাইমার ঘোরে, তখন সেই চাপে রাইডারদের প্রাণ বিপন্ন হয়।'

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড, সেবক রোডের ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা অবস্থায় যদি হাতে থাকে মাত্র ১০ মিনিট আর গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারলে পেনাল্টি কিংবা রেটিং কমে যাওয়ার ভয় জাগে মনে, তবে পেটের দায়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে ভাবেন না কেউ। সাইকেলের প্যাডেল, বাইকের অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে ঘুরে বেড়ান হাজারো ডেলিভারি পার্টনার। তীব্র গরম, উত্তরের হাড়কাঁপানো শীত থেকে বর্ষা- কুইক কমার্স সংস্থাগুলোর '১০ মিনিটে ডেলিভারি' পরিষেবা মিলত সবসময়। বেঁধে দেওয়া সময়ে ডেলিভারি দিতে দ্রুতগতিতে সাইকেল, বাইক চালাতেন ডেলিভারি বয়-রাইডাররা। শহর শিলিগুড়িতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন অনেকে। অবশেষে বিতর্কিত পরিষেবা বন্ধ হল। অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার ব্র্যান্ডিং থেকে '১০ মিনিট'-এর সুবিধা সরিয়ে নেওয়া মানেই কিন্তু পরিষেবা ধীরে হয়ে যাওয়া নয়। তবে রাইডারদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ কমবে। সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সিস্টেম ডিজাইন বা স্টোর কাছে থাকার সুফল গ্রাহক পেতেই পারেন। কিন্তু, তা যেন কর্মীদের নিরাপত্তার বিনিময়ে না হয়।

সকাল হতেই পিঠে ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন সন্তোষ। মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠত একের পর এক অর্ডার রিকোয়েস্ট। স্টেশন ফিডার রোড থেকে সামগ্রী নিয়ে যেতে হবে আশিঘর বাজারে। সময় সেই ১০ মিনিট। শিলিগুড়ির যানজট কি সেই তাড়া বোঝে? হাসমিচক, কোর্ট মোড়ের ভিড় ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব। তবুও সংস্থার অ্যালগরিদম মেনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চলত। সিগন্যাল লাল হওয়া সত্ত্বেও ফাঁকফোকর দিয়ে বেরোতে দেখা যেত তাঁদের। রাইডারদের ইঁদুর দৌড়ের কারণে বিপদে পড়তেন পথচলতি মানুষও।

জয় দাস শিলিগুড়িতে একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ডেলিভারি সংস্থায় কর্মরত। তিনি এদিন বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আমরা খুব খুশি। যখন জোরে বাইক চালাতাম, নিজেরই ভয় লাগত। আমার এক সহকর্মী বর্ধমান রোডে চাকা স্কিট করে পড়ে গিয়েছিল। বড় দুর্ঘটনা যে কোনও সময় হতে পারে। এবার থেকে সেই তাড়া আর থাকবে না।' জয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য রাইডারদের মুখেও হাসির ঝলক। তাঁদের একজনের কথায়, 'কাস্টমার অ্যাপে দেখছেন, ১০ মিনিটে অর্ডার আসবে। তারপর ১১ মিনিট হলেই ফোন করতেন একটু পরপর। তখন, বাইক চালাব নাকি ফোনে কথা বলব বলুন। কথা বলতে বলতে বাইক চালানো আরও ঝুঁকিপূর্ণ।'

ই-কমার্সে অভ্যস্তরাও সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি। তাঁদের মতে, ডেলিভারি বয়রা 'সুপারফাস্ট' হওয়ার চাইতে যেন 'সুরক্ষিত' হন।

পৃথিবীর পাঠশালা

টার্মিনালে ১৮ বছর

ফ্লাইট দেরি হলে ২-৩ ঘণ্টা বিমানবন্দরে বসে থাকতেই আমাদের বিরক্তি লাগে। আর মেহরান করিমি নাসেরি নামের এক ব্যক্তি প্যারিসের চার্লস ডি গল বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনালে কাটিয়েছেন দীর্ঘ ১৮ বছর! ১৯৮৮ সালে ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ইউরোপে আসেন। কিন্তু তাঁর কাগজপত্র বা পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় কোনও দেশ তাঁকে গ্রহণ করেনি, আবার ফ্রান্স তাঁকে বেরও করতে পারছিল না। আইনি জটিলতায় আটকা পড়ে তিনি বিমানবন্দরের লাউঞ্জেই সংসার পাতেন। লাল বেঞ্চই ছিল তাঁর বিছানা, যাত্রীদের দেওয়া খাবারেই চলত পেট। পরে তাঁর জীবন নিয়ে বিখ্যাত হলিউড সিনেমা 'দ্য টার্মিনাল' তৈরি হয়। ২০০৬ সালে অসুস্থ হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং তিনি মুক্তি পান। লাল ফিতের ফাঁস যে মানুষের জীবন কতটা জটিল করতে পারে, নাসেরি তার করুণ উদাহরণ।

বিশ্বের শান্ততম ঘর

একটু নিস্তব্ধতা কে না চায়? কিন্তু অতিরিক্ত নিস্তব্ধতা যে আপনাকে পাগল করে দিতে পারে, তা জানেন কি? মাইক্রোসফটের হেডকোয়ার্টারে এবং মিনেয়াপলিসের অরফিল্ড ল্যাবে এমন একটি ঘর বা 'অ্যানিকোয়িক চেম্বার' আছে, যা পৃথিবীর শান্ততম স্থান। এই ঘরটি ৯৯.৯৯ শতাংশ শব্দ শোষণ করে নেয়। ভেতরে ঢুকলে আপনি বাইরের কোনও শব্দ পাবেন না। কিছুক্ষণ পর আপনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি, ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস, এমনকি শিরা দিয়ে রক্ত চলার শব্দও শুনতে পাবেন! বেশিক্ষণ থাকলে মানুষ হ্যালুসিনেশন বা ভ্রম দেখতে শুরু করে এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আজ পর্যন্ত কেউ এই ঘরে ৪৫ মিনিটের বেশি একটানা থাকতে পারেনি। নিজের শরীরের ভেতরের আওয়াজ শোনা যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা এই ঘরে না ঢুকলে বোঝা দায়।

শিম্পাঞ্জিদের 'গৃহযুদ্ধ'

যুদ্ধ কেবল মানুষই করে না, আমাদের পূর্বপুরুষ শিম্পাঞ্জিরাও যে সুপরিকল্পিত যুদ্ধ করতে পারে, তা দেখে বিশ্ববাসী অবাক হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে তানজানিয়ার গম্ব ন্যাশনাল পার্কে শুরু হয় 'গম্ব শিম্পাঞ্জি ওয়ার'। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেন গুডাল লক্ষ করেন, শিম্পাঞ্জিদের একটি বড় দল ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যায়— উত্তরের দল এবং দক্ষিণের দল। এরপর শুরু হয় চার বছরব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। উত্তরের দলের শিম্পাঞ্জিরা রীতিমতো ছক কষে দক্ষিণের দলের পুরুষ সদস্যদের একে একে খুন করতে থাকে। তারা শত্রুকে একা পেয়ে মারধর করত, এমনকি তাদের হাত-পা ছিঁড়ে ফেলত। শেষে দক্ষিণের দলটিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে উত্তরের দল তাদের এলাকা দখল করে নেয়। ক্ষমতার লোভে প্রাণীদের এই হিংস্র আচরণ প্রমাণ করে—হিংসা হয়তো আমাদের জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

জলের তলে ৬০ ঘণ্টা

সমুদ্রের নীচে জাহাজডুবি হলে বাঁচার আশা খুবই কম। হ্যারিসন ওকেন নামের এক নাইজেরিয়ান বাবুর্চি সমুদ্রের ১০০ ফুট নীচে ডুবে যাওয়া এক টাগবোটের ভেতর আটকা পড়েছিলেন। অক্সিজেন ছাড়া যেখানে কয়েক মিনিট টেকা দায়, সেখানে তিনি বেঁচে ছিলেন ৬০ ঘণ্টা বা আড়াই দিন! বোটটি উলটে ডুবে যাওয়ার সময় একটি কেবিনে বাতাসের বুদবুদ বা 'এয়ার পকেট' তৈরি হয়। হ্যারিসন অন্ধকারের মধ্যে সেইটুকু জায়গাতেই মাথা ভাসিয়ে বসে ছিলেন। হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর লোনা জল তাঁকে গ্রাস করছিল, চারপাশে মাছেরা তাঁর মৃত সহকর্মীদের দেহ খাচ্ছিল— সেই শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনছিলেন। তিনদিন পর ডুবুরিরা মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে হঠাৎ একটি হাত নড়তে দেখে চমকে ওঠেন। হ্যারিসনের এই অলৌকিক বেঁচে ফেরা 'মিরাকল ম্যান' হিসেবে সারাবিশ্বে সাড়া ফেলেছিল।

'চিকেন নেক'-এর সুরক্ষায় নজর কিশনগঞ্জে

ছাউনি তৈরিতে তৎপর সেনা

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : গোটা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকা 'চিকেন নেক'। সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল এবং চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের জেরে উত্তরবঙ্গের এই করিডরটির ওপর ঝুঁকি আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রতিরক্ষামন্ত্রক কিশনগঞ্জ, চোপড়া এবং ধুবড়িতে নতুন করে গ্যারিসন বা সেনা ছাউনি গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিশনগঞ্জে সেনা ছাউনির জন্য নির্ধারিত ২৫০ একর জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি চরম বিরোধিতা শুরু করেছে, ঠিক তখনই শহরের বুকে রুইধাসা ময়দানে কাজ শুরু করে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। রাজনৈতিক বাদানুবাদের তোয়াক্কা না করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক বুঝিয়ে দিল, দেশের নিরাপত্তা সবার আগে।

কিশনগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই রুইধাসা ময়দান ঐতিহাসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশেষ সামরিক প্রয়োজনে এখানে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছিল। খাতায়-কলমে প্রতিরক্ষা হিনীর হাতে এই এলাকার প্রায় ২০ একরেরও বেশি জমি রয়েছে। দীর্ঘদিন জমির একাংশ পুরসভা ও স্থানীয় জবরদখলকারীদের হাতে থাকলেও, গত বছরের শেষ দিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রক কড়া হাতে তা পুনরুদ্ধার করে। বর্তমানে সেই চত্বরটি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলার পাশাপাশি 'নো ফ্লাইং জোন' ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জানা গিয়েছে, রুইধাসাতে এখন সামরিক তৎপরতা তুঙ্গে। বড়কর্তারা যখন পরিদর্শনে আসছেন, তখন পুরো এলাকা সাধারণ মানুষের জন্য সিল করে দেওয়া হচ্ছে। যদিও নিরাপত্তার স্বার্থে কেউই এবিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। ইতিমধ্যেই সেখানে দূরপাল্লার কামান এবং প্রচুর সামরিক যানবাহন মজুত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেনাদের থাকার জন্য অস্থায়ী শিবিরও

- ইতিমধ্যে রুইধাসা ময়দানে দূরপাল্লার কামান এবং প্রচুর সামরিক যানবাহন মজুত করা হয়েছে
- সেনাদের থাকার জন্য অস্থায়ী শিবিরও তৈরি হয়েছে বলে খবর
- তবে এলাকায় জমিজট কাটলে পুরো সেটআপ স্থানান্তরিত হতে পারে

তৈরি হয়েছে বলে খবর। এছাড়া দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন স্থানীয় লাইনপাড়া এলাকার প্রতাপ মিডল স্কুলের পাশের পিএইচই-র ট্যাংক থেকে সারাদিন প্রচুর জলও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্যারিসনে আর্টিলারি রেজিমেন্টের প্রায় ১০০০ সদস্য থাকেন। সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে 'চিকেন নেক'-এর ভৌগোলিক ও কৌশলগত গুরুত্ব। নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটান, তিনটি দেশের সীমান্তের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই করিডরটি কিছু জায়গায় মাত্র ২০ থেকে ২২ কিলোমিটার বিস্তৃত। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে রুইধাসার দূরত্ব মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার হওয়ায় সামরিক দিক থেকে এই স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, আপৎকালীন সময়ে দ্রুত সেনা মোতায়েনের জন্য এখানকার গ্যারিসনগুলি গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করতে পারে।

অথচ গোটা বিষয়টিকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে স্থানীয় রাজনীতি। কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ ও কোচাধামন এলাকায় গ্যারিসন তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হলে স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ এবং মিম বিধায়করা কৃষকদের স্বার্থের কথা বলে তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁদের দাবি, কৃষিজমি অধিগ্রহণ না করে অন্যত্র বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক। তবে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরোধিতার আসল কারণটি অন্য। ওই নির্দিষ্ট এলাকাটি দীর্ঘকাল ধরে মাদক ও গবাদিপশু পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেনা ছাউনি তৈরি হলে সেই বেআইনি কারবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই এই পরিকল্পিত বিক্ষোভ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া কিছুটা শ্লথ হলেও, রুইধাসা ময়দানে সেনাবাহিনীর এই 'সারপ্রাইজ মুভ' বুঝিয়ে দিয়েছে তারাও প্রস্তুত। ইস্টার্ন কমান্ডের আওতাধীন এই নতুন ঘাঁটি থেকে গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে বাহাদুরগঞ্জ ও কোচাধামন এলাকায় জমিজট কাটলে এবং স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হলে রুইধাসার সেটআপ সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

মোদির অনুষ্ঠানে গুরুত্ব ব্লগারদের

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৩ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর সফরকে হাতিয়ার করে রীতিমতো রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়ছে বিজেপি। একগুচ্ছ রেলপ্রকল্পকে হাতিয়ার করে প্রচারে নেমে পড়েছেন ছোট-বড় নেতারা। তবে শুধু সংবাদমাধ্যম নয়, এবার প্রচারের হাতিয়ার কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। এখনও মালদা এসে পৌঁছায়নি স্লিপার বন্দে ভারতের রেক। তবে তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ট্রেনের রিলস এখন রীতিমতো ভাইরাল। আর সেই কথা বুঝেই মালদা জেলা বিজেপি গুরুত্ব দিচ্ছে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের। তবে মালদায় স্লিপার বন্দে ভারতের রেক এলে স্থানীয় ব্লগারদের সেই রেকের ট্যুর করতে দেওয়া হবে কি না, সেব্যাপারে এখনও রেলের তরফে কোনও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়নি।

তবে পুরাতন মালদার যেখানে মোদি সভা করছেন সেখানে কিন্তু কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য জায়গা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপির রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ চন্দ্রশেখর বসুনিয়া। তিনি বলেন, 'সাংবাদিকদের পাশে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য আলাদাভাবে বসার জায়গা থাকবে। দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় কার্ড।' একইসঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় পোর্টাল নিউজ চ্যানেলগুলিকেও। সেই চ্যানেলগুলির নাম নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। মালদা জেলায় এই মুহূর্তে শতাধিক কনটেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ নাকি তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ। এমনটাই দাবি বিজেপি সূত্রের। মোদির সভার ক্ষেত্রে সেইসব 'তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ' ব্লগারদের সযত্নে বাদ দিয়ে বেছে বেছে যোগাযোগ চলছে।

এমনই ব্লগারদের মধ্যে একজন শুভাঙ্গি মানি বললেন, 'ডাক পেলে অবশ্যই স্লিপার বন্দে ভারত নিয়ে ব্লগ করার ইচ্ছে রয়েছে।' আরেক ব্লগার রাজা সিনহা আবার চাইছেন মোদির সভায় গিয়ে ব্লগ করতে।

বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, ১৭ জানুয়ারি মালদা টাউন স্টেশনের দুটি প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ঠাঁই পাবেন ২০০০ আমন্ত্রিত। এর মধ্যে এক হাজার কোটা রেলের, বাকিরা নেতাদের ঘনিষ্ঠ। তবে এই নিয়ে এখনই মুখ খুলতে রাজি হননি বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী সফর নিয়ে আমরা জেলাজুড়ে ছোট ছোট জনসভা করছি। প্রচার করছি।'

মঙ্গলবার সকালে পুরাতন মালদার সাহাপুর শিব মন্দির এলাকায় ঘুরে ঘুরে আমজনতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সভার আমন্ত্রণপত্র বিলি করতে দেখা যায় সাংসদ খগেন মুর্মু, এলাকার বিধায়ক গোপাল সাহা, রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি অজিত দাসদের। খগেন বলেন, '১৭ জানুয়ারি মালদায় প্রধানমন্ত্রী সফর ঘিরে ঐতিহাসিক জনসভা হবে।' সভা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রস্তুতি বৈঠকের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদেও আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়েছে।

মালদা টাউন স্টেশন চত্বর ঘিরে এখন জোরকদমে কাজ চলছে। ইতিমধ্যে স্টেশন সংলগ্ন দুটি এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড হিসেবে। একটি লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়াম অন্যটি কালিন্দ্রী ফিল্ড।

সেজে উঠছে মালদা টাউন স্টেশন। ছবি : হরষিত সিংহ

করিমুলকে দেখতে হাসপাতালে দেব

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১৩ জানুয়ারি : হৃদরোগে আক্রান্ত 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' করিমুল হক। মঙ্গলবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন করিমুলের সঙ্গে দেখা করলেন অভিনেতা সাংসদ দেব। পদ্মশ্রী প্রাপক করিমুলের জীবনকে দেব বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন। দেব বলেন, 'সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেই রাজাডাঙ্গা ধওলাগুড়িতে করিমুল হকের বাড়িতে গিয়ে সিনেমার কাজ শুরু হবে।'

করিমুলের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি দেব সামাজিক মাধ্যমেও পোস্ট করেছেন। সেখানে লিখেছেন, 'করিমদা, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' করিমুলের ছেলে এমডি রাজু বলেন, 'বাবা এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবব্রত বেরার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে বুধবার বাবাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে।'

গত ৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির একটি বালিকা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন করিমুল। প্রথমে তাঁকে জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শিলিগুড়ি ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে। শনিবার বিকেল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ভর্তি ছিলেন। চিকিৎসকরা জানান, করিমুলের হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় রবিবার করিমুলকে তড়িঘড়ি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার পেসমেকার বসেছে।

অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে করিমুলের মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের বিনামূল্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী হন তিনি। তাঁর বাইকটাই ছিল অ্যাম্বুল্যান্স। এহেন করিমুলকে নিয়ে সিনেমা তৈরির কথা ঘোষণা করেন দেব। এটা আবার তাঁর জীবনের ৫০তম সিনেমা। ইতিমধ্যেই সিনেমাটির পোস্টার লঞ্চ হয়েছে। তার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন করিমুল।

করিমুল হককে দেখতে এলেন অভিনেতা সাংসদ দেব অধিকারী।

মধ্যরাতে রণে ভঙ্গ

প্রথম পাতার পর

দিয়ে টিবি হাসপাতালপাড়া হয়ে নেতাজিপাড়া পরেশ মিত্র কলোনি দিয়ে করলা নদী পেরিয়ে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পেছনে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

সারাদিন ছোটাছুটির পর হাতিটি ক্লান্ত হয়ে রাজবাড়ির পেছনে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করছিল। ঘুমপাড়ানি গুলি করে সেটিকে কাবু করা হবে বলে বন দপ্তর তখন সিদ্ধান্ত নেয়। রাত প্রায় ২টো নাগাদ বনকর্মীরা রাজবাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা হাতিটিকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়েন। পায়ে ঘুমপাড়ানি গুলি লাগার পরে হাতিটি ওই জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে পাশে রাজবাড়িপাড়া সবুজ সংঘ ক্লাবের মাঠের পাশে অপর একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নেয়। এরপর সেখানেই হাতিটি নিস্তেজ হয়ে পড়লে হাইড্রলিক ক্রেনের সাহায্যে সেটিকে একটি ডাম্পারে তুলে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সকাল থেকে হাতিটির গতিবিধির ওপর নিয়মিত নজর রাখা পরিবেশকর্মী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে বললেন, 'গর্ত পড়ে যাওয়ার পর হাতিটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বয়সে বড় আরও দুটি হাতি ওর সঙ্গে ছিল। পরবর্তীতে দলছুট হওয়ায় হাতিটি নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। যে কারণে ভয়ে ছোটাছুটি করছিল। এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে। যাতে হাতি কোনওভাবে ভয় না পায় তা দেখতে হবে।'

মমতাকেও ছাপিয়ে...

প্রথম পাতার পর

পিছনের সমর্থকদের দেখতে সমস্যা হচ্ছিল। দ্রুত সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন অভিষেকের দলের সদস্যরা। সূত্রের খবর, সভাস্থলজুড়ে অন্তত ১৫০ এমন সদস্য ছিলেন। শুধু তাই নয়, কিছু স্বেচ্ছাসেবীও নেওয়া হয়। তাঁদের জন্য আলাদা সাদা পোশাক ছিল। তাতে লেখা, 'আবার জিতবে বাংলা'। অভিষেক মঞ্চে ওঠার পর তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে ঠিক কোন সময়ে বরণ করা হবে তাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন অভিষেকের টিমের সদস্যরাই। সব মিলিয়ে পুরোপুরি কর্পোরেট ধাঁচ।

সভা শুরুর আগে এবিএন শীল কলেজের মাঠে হেলিকপ্টারে নামার পর সেখান থেকে মদনমোহনবাড়িতে পৌঁছান অভিষেক। গোটা রাস্তায় সবুজ কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগেই এই পথ দিয়ে মদনমোহনবাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় অবশ্য রাস্তায় এভাবে কার্পেট দেখা যায়নি। মন্দিরে ঢুকতেই কার্যত সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন অভিষেকের টিমের সদস্যরা। মদনমোহনবাড়ি চত্বর ও ঘুঘুমারির কদমতলা, দুই জায়গাতেই দুটি আলাদা 'সেট-আপ' তৈরি করা হয়েছিল।

সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি অভিষেককে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর নিজস্ব ফোটোগ্রাফাররা। সভাস্থলে অভিষেকের মাথার উপরে যখন তিনটি ড্রোন উড়ছে তখন পেছনের এলইডি স্ক্রিনে 'লাইভ' দেখানো হচ্ছে তাঁকে। শুধু তাই নয়, আইপ্যাকের বহু কর্মীই হাজির ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে। অভিষেকের বক্তব্য, ছবি, ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে 'কর্পোরেট' স্টাইলেই প্রচার চালালেন তাঁরা। সবমিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক অন্য ধরনের সভার সাক্ষী থাকল কোচবিহার।

এদিনের সভা সবাইকে একরকম মুগ্ধ করলেও পদ্ম শিবির তাকে বিঁধতে ছাড়েনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কটাক্ষ, 'তৃণমূল এদিন সভা নয়, বলতে গেলে সার্কাস করেছে। র‍্যাম্প দিয়ে নানা কায়দা করেও ছোট মাঠটিকে ভরানো যায়নি।' কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র বক্তব্য, 'আইপ্যাক সহ কর্পোরেট সংস্থাগুলিই তো তৃণমূল দলটাকে চালাচ্ছে। এসব করে কোনও লাভ নেই। উলটে তারা এভাবেই মানুষের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।' নিখিল বলেন, 'বাইরে থেকে ভাড়া করে লোক এনে ভোটে জেতা যায় না।'

বনবস্তিকে আপন করেছে

প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসী অমল ওরাওঁ বললেন, 'খড়ি সংগ্রহ বা গবাদিপশু চরাতে গিয়ে অতীতে আমরা বহু হাতির মুখোমুখি হয়েছি। দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমরা জীবনে এমন শান্ত দাঁতাল দেখিনি।'

দিনকয়েক আগে গ্রামের দুই স্কুল পড়ুয়া খেলার সময় তাদের বল দাঁতালটির সামনে চলে গিয়েছিল। গজরাজ কিচ্ছুটি বলেনি। হাবভাবে যেন মনে হচ্ছিল, বল খেলা দেখে সে খুব খুশি। ওই দুই পড়ুয়া যখন তার সামনে গিয়ে বলটি তুলে নেয়, হাতিটি শুঁড় তুলে যেন তাদের অভিবাদন জানিয়ে বসে। এলাকায় ছোট দোকান চালানো শুভঙ্কর ওরাওঁয়ের উপলব্ধি, 'হাতিটি যেভাবে দিনভর গ্রামে ঘুরে বেড়ায় তাতে মনে হয়, ও আমাদের গোটা গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছে। আমরা নিশ্চিত।'

কে বলে মানুষ-বন্যপ্রাণ মুখোমুখি হলে শুধু বিপদই আসে? চটুয়া বনবস্তির নতুন অতিথি ঠিক উলটোটা প্রমাণ করে ছেড়েছে। চটুয়ায় এখন অফুরান ভালোবাসা।

অন্ধকারে ভোরের আলো

প্রথম পাতার পর

গত দু'বছর ধরে গজলডোবার উন্নয়নের জন্য কোনও নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাবই নাকি রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়নি। আর প্রস্তাব না গেলে অর্থবরাদ্দ হবে কোথা থেকে? ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। থমকে গিয়েছে উন্নয়নের চাকা। নতুন মহকুমা শাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর ফাইলে জমে থাকা ধুলো ঝেড়ে কিছু প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতেও বিশেষ গতি আসেনি।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জিডিএ'র অধীনে প্রচুর জমি থাকলেও তার বেশ কিছু অংশ বেদখল হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সেগুলি পুনরুদ্ধার করা শুরু হয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত জটিলতা রয়েছে কিছু। গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার মধ্যে রয়েছে পাখিবিতান বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য, হাতির করিডর, তিস্তা ব্যারেজ, বিশাল জলাশয় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। এর সঙ্গে মিশে আছে চা বাগান এবং গ্রামীণ জনবসতি। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা। জিডিএ'র ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যানে ২২টি মৌজাকে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারির জঙ্গলমহল মৌজায় ২৯০০ একর, শিকারপুর পঞ্চায়েতে ১৫০০ একর, মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সামান্য এলাকা, বাগ্রাকোট পঞ্চায়েতের ৭৭০ একর এবং কলাইগাতির ৫২৮ একর জমি রয়েছে। এছাড়াও হাঁসখালি, সাওগাঁও, পূর্ব ও পশ্চিম টটগাঁও, গুজরিমারি ও সুন্দরী বস্তির মতো এলাকাও এই পরিকল্পনার অংশ। এত বিচিত্র প্রকৃতির জমির ব্যবহার কীভাবে হবে, কোথায় নির্মাণ হবে আর কোথায় পরিবেশ রক্ষা করা হবে, তার কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা এতদিন ছিল না। দেরিতে হলেও জিডিএ'র চেয়ারম্যান তথা জেলা শাসক শামা পারভিন উদ্যোগী হয়েছিলেন পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা তৈরির জন্য। কিন্তু প্রথম ধাপেই বড় ধাক্কা খেলেন তাঁরা।

গত নভেম্বর মাসে জিডিএ থেকে এই পরিকল্পনা তৈরির জন্য 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' বা আগ্রহপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। আশা ছিল, ডিসেম্বরের মধ্যে এজেন্সি চূড়ান্ত করে কাজ শুরু হবে। কিন্তু একজনও সাড়া না দেওয়ায় উন্নয়নের কাজ ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল। জিডিএ'র সদস্যসচিব জানিয়েছেন, তাঁরা হাল ছাড়ছেন না। বিশেষজ্ঞ এজেন্সি চেয়ে পুনরায় নোটিশ দেওয়া হবে।

বিজেপির শিলিগুড়ি জোনের ইনচার্জ বাপি গোস্বামীর কটাক্ষ, 'ভোরের আলোয় আজ অবধি সূর্যোদয় হয়নি। শুধুই অন্ধকার। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে অনেক কর্মসংস্থান করা যেত। সরকারের সেই সদিচ্ছাই নেই।' প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কী 'নজরকাড়া' কাজ করেছে? খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কিছু কিয়স্ক তৈরি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম বসানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও কাজই হয়নি। কারণ একটাই, জমির সঠিক ব্যবহারের রূপরেখা বা মাস্টার প্ল্যান নেই। আর সেই প্ল্যান তৈরি করতে গিয়েই এখন কালঘাম ছুটছে কর্তাদের।

জিডিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক খগেশ্বর রায় অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলছেন, 'আমরা চাইছি দ্রুত এই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি হোক। যাতে সঠিক জমিতে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে আমাদের কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়।' কিন্তু বিধায়কের এই আশ্বাসবাণী কি আদৌ বাস্তবে রূপ পাবে, নাকি 'ভোরের আলো' শুধু নামেই থেকে যাবে, আর প্রকল্প ডুবে থাকবে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার অন্ধকারে- সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

গ্রামে দুর্নীতি ও তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

এমন অদৃষ্ট কেন? তিনি জানালেন গারোখুটার স্লুইস গেট দিয়ে এ জীবনে আর সেচের জল পাওয়া ভাগ্যে নেই। ১৯৯৩-এর বন্যায় তুরতুরি নদীর বাঁধ ভাঙার পর অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়েকবার নির্মাণ হলেও বর্ষা এলেই বাঁধ ভেসে যায়। ফলে কয়েক হাজার চাষি সেচের জল থেকে বঞ্চিত। শুধু ভোট এলে বাঁধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি মেলে। চাষি বলছিলেন, 'অনেক আশা নিয়ে ভোট দিই। ভোট গেলে সব ফাঁকা।'

এলাকাটি কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। এই কেন্দ্রের পূর্ব দিকে বারবিশায় চা দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। তাঁদেরই একজনের কথায়, 'শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের মাতব্বরিতে শান্তিতে ব্যবসা করার আর জো নেই। আজ এই অনুষ্ঠানের জন্য তো কাল অমুক কর্মসূচির নাম করে চাঁদার চাপ।'

আরেকজন ফুট কাটলেন, 'অথচ এই দল করে কয়েক বছরে ওই নেতাদের আঙুল ফুলে কলা গাছ।' অথচ কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন একেবারে হয়নি বলা যাবে না। শামুকতলায় কলেজ, থানা হয়েছে। দমকলকেন্দ্র হচ্ছে। হাটগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। প্রচুর রাস্তাঘাট, কালভার্ট, বাঁধ হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী মিলছে।

কিন্তু এই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাণ চা বাগানগুলির পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। কৃষকদের দুরবস্থা বাড়ছে। সারের কালোবাজারি হচ্ছে। আকাশছোঁয়া দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে সার। ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না চাষিরা। বহুমুখী হিমঘর আজও হল না। তার ওপর কর্মসংস্থান নেই। হাজার হাজার তরুণ ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছেন।

অতীতের লাল দুর্গ কুমারগ্রাম। পালাবদলের পর ২০১৬-তে তৃণমূলের দখলে এলেও বামফ্রন্ট ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়া মনোজকুমার ওরাওঁ এখন এলাকার বিধায়ক। কুমারগ্রাম কেন্দ্রে গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির পক্ষে ঢালাও ভোট পড়েছে। পরিস্থিতি বদলাতে তৃণমূল ঝাঁপিয়ে পড়লেও সাফল্যের কাঁটা তীব্র গোষ্ঠীকোন্দল।

মাত্র কিছুদিন হল বুথ, অঞ্চল এবং ব্লক স্তরে সাংগঠনিক পদে রদবদল করেছে তৃণমূল। যাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অপসারিত চেয়ারম্যান, সভাপতি সহ বিভিন্ন পদাধিকারী ও তাঁদের অনুগামীরা শেষপর্যন্ত কোন শিবিরে খেলবেন, তা অনিশ্চিত। অন্যদিকে, যেটুকু উন্নয়ন হচ্ছে, তাতে দুর্নীতির উদাহরণ প্রচুর।

এই কেন্দ্রের ভূমিপুত্র রাজবংশীরা। কামতাপুর আন্দোলনের সূত্রপাত এই মাটি থেকেই। নতুন করে আলাদা রাজ্য বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি দানা বাঁধছে। নতুন উদ্যমে মাঠে নেমেছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। কুমারগ্রামে কান পাতলেই বোঝা যাচ্ছে, ফের একজোট হচ্ছেন রাজবংশীরা।

স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন পূরণে ভূমিপুত্রদের ভোট প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার দিকে ঝুঁকবে বলে চর্চা চলছে। দিল্লিতে জীবন সিংহের সঙ্গে কেন্দ্রের বৈঠক উৎসাহ বাড়িয়েছে ভূমিপুত্রদের। যা তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ। তবে কামতাপুরি সংগঠনগুলি আলাদা প্রার্থী দেবে বলেও শোনা যাচ্ছে। সেটা হলে ভোটের অঙ্ক বদলে যাবে।

রোকো আবেশে সিরিজ জয়ে নজর ভারতের

ব্যাটিং প্রস্তুতির আগে হেলমেট ঠিক করে নিচ্ছেন শুভমান গিল।

প্রথম একাদশের লড়াইয়ে নীতীশ-বাদোনি

রাজকোট, ১৩ জানুয়ারি : কাঁটে কা টক্কর। শেষ পর্যন্ত বিরাট-মঞ্চে জয় টিম ইন্ডিয়ার।

ভদোদরায় ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের পর কেটে গিয়েছে দুইদিন। ভদোদরা থেকে দুই দলই পৌঁছে গিয়েছে রাজকোটে। সেখানেই কাল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজের দুই নম্বর একদিনের ম্যাচ। আর সেই ম্যাচের আগে প্রত্যাশিতভাবেই রাজকোট ডুবে রয়েছে রোকো আবেশে।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : রাজকোট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের সব টিকিট শেষ। স্বপ্নের ফর্মে থাকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে মাঠে দেখার জন্য উন্মাদনার শেষ নেই। পরিস্থিতির বিচারে সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া ভদোদরায় কাইল জেমিসনদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রোহিত বড় রান না পেলেও বিরাট ছন্দেই ছিলেন। সাত রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেছিলেন কোহলি। ফলে রাজকোটেও বিরাটের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি দেখার প্রত্যাশা রয়েছে বিশালভাবেই।

ভদোদরার বিসিএ স্টেডিয়ামের মতোই রাজকোটের মাঠের বাইশ গজও ব্যাটিং সহায়ক। মনে করা হচ্ছে, বড় রানের ম্যাচ হবে বুধবার। আর সেই ম্যাচে জিতলেই সিরিজ জয় নিশ্চিত হয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়ার। রোকো আবেশ নিয়েই আপাতত সেই সিরিজ জয়ের দিকে নজর ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু তারপরও কিছুটা চাপ রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। চাপ নম্বর এক, শেষ একদিনের ম্যাচে কোহলি আউট হওয়ার পর ভারতীয় ব্যাটিংয়ে যেভাবে থরহরিকম্প শুরু হয়েছিল, সেটা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। চাপ নম্বর দুই, ওয়াশিংটন সুন্দর ভদোদরা ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। আর সেই চোটের কারণে তিনি বাকি সিরিজ থেকেও ছিটকে গিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের একটা বড় অংশের দাবি, ওয়াশিংটনের চোট আগামী মাসের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও ভোগাতে পারে টিম ইন্ডিয়াকে। চাপ নম্বর তিন, ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে বোলাররা খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না। চলতি সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ওপেনিং জুটিতে ১১৭ রান উঠেছিল। ডেভন কনওয়ে-হেনরি নিকোলসের জুটি মহম্মদ সিরাজদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ে কোনও প্ল্যান 'বি' ছিল না।

রাজকোটে মাইকেল ব্রেসওয়েলদের হারিয়ে সিরিজ জিততে হলে ক্রিকেটীয় এইসব দিকে দল হিসেবে পারফর্ম করতেই হবে টিম ইন্ডিয়াকে। সঙ্গে রয়েছে ওয়াশিংটনের পরিবর্ত বাছাইয়ের চ্যালেঞ্জও। নীতীশকুমার রেড্ডি নাকি আচমকাই দলে সুযোগ পাওয়া আয়ুষ বাদোনি, আগামীকাল ওয়াশিংটনের বদলে প্রথম একাদশে কাকে দেখা যাবে, চলছে জল্পনা। আজ বিকেলে ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বাদোনির হয়ে ব্যাট ধরেছেন। একদিনের ক্রিকেটে ছয় বোলার খেলানোর স্বার্থে বাদোনিকেই এগিয়ে রেখেছেন তিনি। সীতাংশুর কথায়, 'ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে বাদোনি নিয়মিতভাবে পারফর্ম করছে। সেই কারণেই ওকে চলতি সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে। আসলে আধুনিক ক্রিকেটে ছয় বোলারের প্রয়োজন হবেই একদিনের ক্রিকেটে।' ঘটনা হল, বাদোনি-নীতীশ, দুইজনই কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার। শেষ পর্যন্ত আগামীকাল কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটাই দেখার।

টানা নয়টি একদিনের ম্যাচ জিতে ভারতে খেলতে এসেছেন ব্রেসওয়েলেরা। এমন দলের বিজয়রথ ইতিমধ্যেই থেমে গিয়েছে। একইসঙ্গে দীর্ঘকায় কিউয়ি পেসার জেমিসনের সামনে কোহলি বাদে ভারতীয় ব্যাটাররা যেভাবে সমস্যায় পড়েছেন, সেটা চিন্তা বাড়িয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। শেষ ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছিলেন জেমিসন। আগামীকাল তাঁর সামনে ভারতীয় ব্যাটাররা নিজেদের কীভাবে মেলে ধরবেন, তার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে থাকবে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা।

মর্নি মরকেলের বোলিং ক্লাসে নীতীশ কুমার রেড্ডি। রাজকোটে মঙ্গলবার।

'ক্রিকেট উপভোগ করছে বিরাট'

কিউয়ি সাজঘরে থাকতে পয়সা দিতে রাজি অশ্বীন

চেন্নাই, ১৩ জানুয়ারি : ভারতীয় সাজঘরে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন।

সিনিয়ার সদস্য হিসেবে পরিকল্পনা রূপায়ণে নিজের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। সেই রবিচন্দ্রন অশ্বীন চাইছেন নিউজিল্যান্ডের সাজঘরে থাকতে। সামনে বসে দেখতে চান কিউয়ি থিংকট্যাংক কীভাবে পরিকল্পনা করে। ইচ্ছেপূরণে গাঁটের কড়িও খরচ করতে প্রস্তুত ভারতের প্রাক্তন অফস্পিন তারকা।

টি২০ বিশ্বকাপের কারণে ওডিআই সিরিজে পুরো শক্তির দল পাঠায়নি নিউজিল্যান্ড। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে একঝাঁক সিনিয়ার ক্রিকেটারকে। কিন্তু সীমিত রসদ নিয়ে ভদোদরায় অনুষ্ঠিত প্রথম ওডিআই ম্যাচে ভারতকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল কাইল জেমিসনরা। ব্ল্যাক ক্যাপসদের যে লড়াকু মেজাজকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অশ্বীন।

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের আগে নেট সেশনে নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস। মঙ্গলবার।

প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'অনেক সেরা টিম সেই অর্থে বিশ্লেষণধর্মী নয়। নিউজিল্যান্ড কিন্তু ঠিক বিপরীত। আশা করি, একদিন ওদের সঙ্গে বসে কীভাবে ওরা পরিকল্পনা করে, সেটা দেখার সুযোগ পাব। এর জন্য আমি পকেটের পয়সা খরচ করতেও প্রস্তুত। যেভাবে নিউজিল্যান্ড তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করে তা দেখার মতো। কীভাবে সম্ভব করছে! ওদের টিম মিটিংয়ে বসে দেখতে চাই।'

ভদোদরা ম্যাচ প্রসঙ্গে নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীনের আরও মন্তব্য, 'যে লড়াইটা ওরা করেছে, তার জন্য নিউজিল্যান্ডকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েনি ওরা। অনেক নেইয়ের মধ্যেও দারুণ ক্রিকেট উপহার দিল। এটা সম্ভব হয়েছে শৃঙ্খলা, ফিল্ডিং এবং পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের প্রয়াসে।'

কিউয়িদের প্রশংসা করলেও জয়ী ভারতীয় দলের খেলায় খুশি নন অশ্বীন। প্রাক্তনের মতে, শুভমান গিল ব্রিগেড তাদের সেরাটা দিতে পারেনি প্রথম ম্যাচে। তবে সমালোচকদের যেভাবে ফের জবাব দিয়েছেন হর্ষিত রানা, খুশি অশ্বীন। পাঁচশোর বেশি টেস্ট উইকেটের মালিকের কথায়, বোলিংয়ের পর যেভাবে ব্যাটিংয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে ভরসা জুগিয়েছে হর্ষিত, তা তারিফযোগ্য।

বিরাটের চলতি স্বপ্নের দৌড় নিয়ে অশ্বীনের যুক্তি, না টেকনিক, না ক্রিকেটীয় ভাবনা—কোনও কিছুই বদলায়নি কোহলি। ক্রিকেট উপভোগ করছে। চাপমুক্ত, বিন্দাস মেজাজে ব্যাটিং করছে। ছোটবেলায় যেভাবে খেলার আনন্দে ব্যাট ঘোরাত, এখন ঠিক সেটাই চালিয়ে যাচ্ছে বিরাট। নিজেকে সময় দিচ্ছে এবং চাপমুক্ত হয়ে মাঠে নামছে। ফল সবার চোখের সামনে।

বিরাটদের হোম ম্যাচ নভি মুম্বই, রায়পুরে

বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারি : আশঙ্কা ছিল। অন্যথা হল না।

আগামী আইপিএলে এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে না বিরাট কোহলিদের। চিন্নাস্বামীর পরিবর্ত হিসেবে গতবারের আইপিএল জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাদের হোম ম্যাচ খেলবে নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল এবং রায়পুরের শহিদ বীর নারায়ণ সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

অষ্টাদশ প্রচেষ্টায় ২০২৫-এ প্রথমবার আইপিএলের স্বাদ পায় আরসিবি। চ্যাম্পিয়ন

আইপিএল ২০২৬

দলকে স্বাগত জানাতে পরের দিন ৪ জুন চিন্নাস্বামীতে অনুষ্ঠিত বিজয় উৎসবে পদপিষ্টের ঘটনায় ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমী প্রাণ হারান। আহত বহু। ঘটনার জেরে বেঙ্গালুরুর ঐতিহাসিক ক্রিকেট কেন্দ্র চিন্নাস্বামীকে কালো তালিকায় ফেলা হয়। দাবি, বড় টুর্নামেন্ট, ম্যাচ আয়োজনের জন্য নিরাপদ নয়।

কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালালেও নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি। আগামী আইপিএলে ম্যাচ আয়োজনে যে নিষেধাজ্ঞা বজায়। ফলস্বরূপ চিন্নাস্বামীর পরিবর্ত হিসেবে বিকল্প হোমগ্রাউন্ড বেছে নেওয়া। খবর, নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল ও রায়পুরের বীর নারায়ণ স্টেডিয়ামেই হোম ম্যাচ খেলবেন বিরাট কোহলিরা। আইপিএলের এক আধিকারিক বলেছেন, 'নভি মুম্বইয়ে আরসিবি পাঁচটি ম্যাচ খেলবে। বাকি দুই হোম ম্যাচ খেলবে রায়পুরে।'

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম নিয়েও আবার প্রশ্ন রয়েছে। ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ডব্লিউপিএলের ম্যাচ রয়েছে। কিন্তু কোনও দর্শক মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের কারণে নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে সাফ জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। প্রশ্ন, আইপিএলে আরসিবি ম্যাচের সময়ও একই পরিস্থিতি তৈরি হলে?

অপরদিকে, হোমগ্রাউন্ড বদলেছে রাজস্থান রয়্যালসেরও। জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বদলে ২০২৬-এর মেগা লিগে গোলাপি ব্রিগেড খেলবে পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। গত বছরই আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নিয়মমাফিক সংস্থায় নির্বাচন না হওয়ায় রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (আরসিএ) বোর্ড পরিচালিত কোনও ম্যাচ আয়োজনের অধিকার হারিয়েছে। দুইপক্ষের সমস্যার কারণে বর্তমানে অ্যাড হক কমিটি আরসিএ পরিচালনা করছে।

ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরেও সন্তুষ্ট সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : প্রস্তুতি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের কাছে হার বাংলা ফুটবল দলের।

সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে অভিযান শুরুর আগে দলের শক্তি-দুর্বলতা যাচাই করে নিতে বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে সঞ্জয় সেনের বাংলা। প্রথম দুটো জিতলেও মঙ্গলবার অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৪-০ গোলে হেরে গেল তারা। ম্যাচে বিদেশি স্ট্রাইকারদের অভাব বুঝতেই দিলেন না লাল-হলুদের ডেভিড লালহানসাঙ্গা, পিভি বিষ্ণুরা।

গোলের নীচে প্রভসুখন সিং গিল। রক্ষণে জয় গুপ্তা, লালচুংনুঙ্গা, কেভিন সিবিলে, মহম্মদ রাকিপ। মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ, সৌভিক চক্রবর্তী, মিগুয়েল ফিগুয়েরো। দুই প্রান্তে বিপিন সিং ও নাওরেম মহেশ সিং। এক স্ট্রাইকার ডেভিডকে রেখে এদিন দল সাজান ব্রুজোঁ। ম্যাচের প্রথমার্ধে সেই ডেভিডের গোলেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বিরতির পর ধাপে ধাপে প্রায় পুরো দলটাই বদলে ফেলেন ব্রুজোঁ। একেএকে মাঠে আসেন বিষ্ণু, জিকসন সিং, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, সাউল ক্রেসপোরা। আনোয়ার অবশ্য এখনও চোট নিয়ে ভুগছেন। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই গোল করেন বিষ্ণু। পরে ব্যবধান বাড়ান মহেশ। ম্যাচের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ এডমুন্ডের।

গোটা ম্যাচে হামিদ আহদাদ, হিরোশি ইবুসুকিদের তুলনায় অনেক বেশি সপ্রতিভ দেখাল ডেভিড ও বিষ্ণুকে। চার গোলে জয়ের ম্যাচেও অবশ্য বল দখলের লড়াইয়ে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলকে টেক্কা দিল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। ম্যাচ শেষে কোচ সঞ্জয়ের ব্যাখ্যা, 'অভিজ্ঞতার অভাবই এই হারের কারণ। চার গোলে হার নিয়ে চিন্তিত নই। আমি চেয়েছিলাম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলে নিজেদের যাচাই করে নিতে। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।'

এদিনই সন্তোষ ট্রফির জন্য ২২ সদস্যের বাংলার দল ঘোষণা করলেন তিনি। দলে নতুন মুখ শিলিগুড়ির করণ রাই। রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিকি থাপাও। দলে আক্রমণভাগের গভীরতা বাড়াতে মাত্র দুই গোলরক্ষককে নিয়ে সন্তোষ অভিযানে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

সন্তোষের জন্য ঘোষিত বাংলা দল : গোলরক্ষক : সোমনাথ দত্ত, গৌরব সাউ। **ডিফেন্ডার :** সুজিত সাধু, মদন মান্ডি, জুয়েল আহমেদ মজুমদার, চাকু মান্ডি, মার্শাল কিস্কু, সুমন দে, বিক্রম প্রধান। **মিডফিল্ডার :** বিকি থাপা, তন্ময় দাস, প্রশান্ত দাস, শ্যামল বেসরা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় মুর্মু, আকিব নবাব, আকাশ হেমব্রম। **ফরোয়ার্ড :** সুময় সোম, উত্তম হাঁসদা, করণ রাই, রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠা।

সন্তোষের দলে শিলিগুড়ির করণ

গোলের পর হুগো একিতিকে।

এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে লিভারপুল

লন্ডন, ১৩ জানুয়ারি : সহজ জয়। ইংল্যান্ডের তৃতীয় সারির ক্লাব বার্নলেকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে গেল লিভারপুল।

ভারতীয় সময় সোমবার রাতে অ্যানফিল্ডে ম্যাচের ৯ মিনিটে ডমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জেরেমি ফ্রিমপং। ৪০ মিনিটে বক্সের ভিতর ব্যাকহিল করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন সোবোসলাই। সম্ভবত তাঁর লক্ষ্য ছিলেন লিভারপুল গোলরক্ষক। কিন্তু ওই বল পেয়ে যান বার্নলের অ্যাডাম ফিলিপ্স। তিনিও গোল করতে ভুল করেননি।

তৃতীয় গোলের জন্য লিভারপুলকে অপেক্ষা করতে হল ৮৪ মিনিট পর্যন্ত। অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিকে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন ফ্লোরিয়ান রিৎজ। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন হুগো একিতিকে। ম্যাচ জিতলেও সোবোসলাইয়ের ভুলের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন কোচ আর্নে স্লট। বলেছেন, 'এফএ কাপ, লিগ কাপ, প্রীতি ম্যাচ এমনকি অনুশীলনেও এই ধরনের ভুল করা উচিত নয়।'

টি২০ বিশ্বকাপে নয়া বিতর্ক

পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্রিকেটারের ভিসা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : জন্ম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে। নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। খেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্রিকেট দলে।

এহেন পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্রিকেটার আলি খানের ভারতে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসার ভিসা খারিজ হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি মার্কিন ক্রিকেট দলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে আসার ভিসার আবেদন করেছিলেন। আর সেই ভিসা ভারতের তরফে খারিজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও অভিবাসন দপ্তরের তরফে কেন ভিসা খারিজ হয়েছে, তা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি ক্রিকেটার নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফেও এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

আজ সমাজমাধ্যমে মার্কিন ক্রিকেটার আলি একটি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি দোকানে বসে খাবার খাচ্ছেন। ছবির উপরে লেখা, 'ভারত ভিসা দিল না। কিন্তু জেতার জন্য কেএফসি।' সমাজমাধ্যমে আলির এমন প্রতিক্রিয়ার পরই হইচই পড়ে যায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও তরফেই প্রতিক্রিয়া মেলেনি রাত পর্যন্ত। আলি জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ১৫টি একদিনের ম্যাচ ও ১৮টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলে ছিলেন। এদিকে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের জন্য এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেনি। মনে করা হচ্ছে, আলি ছাড়াও মার্কিন ক্রিকেট দলে পাক বংশোদ্ভূত আরও কয়েকজন ক্রিকেটার থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছে তারা। উল্লেখ্য, টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি সেই ম্যাচ হওয়ার কথা মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেসার আলি খান।

সেমিফাইনালে পাঞ্জাব, বিদর্ভ

বেঙ্গালুরু, ১৩ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফির সেমিফাইনালের লাইনআপ প্রস্তুত। প্রথম সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের মুখোমুখি হবে বিদর্ভ। অপরদিকে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিতে সৌরাষ্ট্র-পাঞ্জাব দ্বৈরথ। গতকাল প্রথম দুই কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে শেষ চারের টিকিট আদায় করে নেয় কর্ণাটক ও সৌরাষ্ট্র। আজ শেষ চারে পৌঁছে গেল পাঞ্জাব ও বিদর্ভও।

বেঙ্গালুরুতে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে দাপট দেখাল প্রভসিমরন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ৩৪৫ রান করে তারা। ১১৬

বিজয় হাজারে ট্রফি

রানের ওপেনিং জুটিতে মঞ্চ গড়ে দেন হরনুর সিং (৫১) ও প্রভসিমরন (৮৮)। হাফ সেঞ্চুরি করেন আনমোলপ্রীত সিং (৭০) ও নেহাল ওয়াধেরা (৫৬)। জবাবে ১৬২ রানে গুটিয়ে যায় ভেঙ্কটেশ আইয়ারের মধ্যপ্রদেশ। ভেঙ্কটেশ শূন্য রানে আউট হন।

দিনের অপর কোয়ার্টার ফাইনালে দিল্লিকে ছিটকে দেয় বিদর্ভ। যশ রাঠোরের ৮৬ রানের সুবাদে বিদর্ভ ৩০০ রান তোলে। ইশান্ত শর্মা, নভদীপ সাইনি সমৃদ্ধ দিল্লি বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ৬২ রান করেন অথর্ব তাইডে। জবাবে ২২৪ রানে গুটিয়ে যায় দিল্লি। নচিকেত ভুটে (৫১/৪), হর্ষ দুবের (৩৬/৩) দাপটের সামনে দিল্লির অনুজ রাওয়াত (৬৬) ছাড়া আর কেউ লড়াই করতে পারেনি।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে দুরন্ত ছন্দে ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম মহেশ সিং। তাঁকে আটকাতে হিমসিম খেলেন সন্তোষ ট্রফির বাংলা দলের ফুটবলাররা। মঙ্গলবার।

গভর্নিং কাউন্সিলে জায়গা হল সব আইএসএল ক্লাবের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ক্রীড়াসূচি মোটামুটি তৈরি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। সম্ভবত বুধ বা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি। এদিন ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তৈরি হল একাধিক কমিটি। একইসঙ্গে তৈরি করা হল লিগ চালানোর গভর্নিং কাউন্সিল। ২২ সদস্যের এই কাউন্সিলে ১৪ ক্লাবেরই প্রতিনিধি থাকছে। অর্থাৎ ক্লাবগুলির দাবি মেনে তাদের প্রতিনিধি বেশি রাখা হয়েছে ফুটবল ফেডারেশনের তুলনায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি লিগ শুরু হয়ে ১৪ সপ্তাহের টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে মে মাসের প্রায় শেষ। শুক্র, শনি ও রবিবার ডাবল হেডার করা হবে বলে আলোচনায় স্থির হয়। ফিক্সচার কমিটি, কমার্শিয়াল পার্টনার কমিটি সহ সব কমিটিতেই ক্লাব প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যেই সূচি প্রকাশ করা হবে। প্রস্তুতি শুরু করেছে ক্লাবগুলিও। খরচ কমাতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কম ঘরের ম্যাচ খেলতে পারে। একই অবস্থা ইস্টার কাশীরও। তেমনি আবার এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স টিকিট বিক্রি থেকে আর্থিক সমস্যা মেটাতে ঘরের মাঠে বেশি সংখ্যক ম্যাচ খেলতে চায়। সম্ভবত সেই সুবিধা তারা পাবে। মহমেডান লিগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার একটি বৈঠক ডেকেছে। যেখানে উপস্থিত থাকবেন সভাপতি আমিরুদ্দিন

সূচি তৈরি, দুই একদিনের মধ্যেই প্রকাশ

ববি সহ কার্যনির্বাহী সমিতির সব সদস্য। আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, গত মরশুম এবং সুপার কাপ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনা বেতনে কোচিং করা মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর সঙ্গে দল নিয়ে আলোচনা চালালেও ভিতরে ভিতরে ইশফাক আহমেদকেও বাজিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বললেন, 'সবই বুধবার আলোচনার পর ঠিক হবে। যা শোনা যাচ্ছে সেই সব গুজব।' এই সপ্তাহেই এএফসি-র কাছে আবেদন করতে চলেছে এআইএফএফ। সূচি প্রকাশ পেলেও অবশ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে কোন কোন ক্লাব শেষপর্যন্ত কত বেশি হোম ম্যাচ খেলতে চলেছে বা আদৌ খেলছে কিনা। এদিকে চেন্নাইয়ান এফসি চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে আর্জি জানিয়েছে স্টেডিয়াম বিনা ভাড়ায় তাদের দেওয়ার জন্য তাদের হয়ে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করতে।

অন্যদিকে, এদিন আবার এফপিএআইয়ের মহিলা ফুটবল সেলের কার্যনির্বাহী কর্তা অনীশা চৌহান সংবাদমাধ্যমকে পাঠানো এক চিঠিতে ফুটবলারদের বেতন-হ্রাসে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তরুণ এবং কম বেতনের ফুটবলাররা এতে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়বে। তিনি লেখেন, 'বেতন হ্রাস কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমরা স্টেকহোল্ডারদের কাছে বিষয়টি আবারও ভেবে দেখার আবেদন জানাচ্ছি।' ফুটবলারদের পাশে থেকে প্রয়োজনে আইনি লড়াইয়ের বিষয়ও তাঁদের অবগত করা হচ্ছে বলে এই চিঠিতে লেখা হয়েছে।

অভিযোগ প্রাক্তন স্বামী ওনলারের

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন মেরি কম

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : বিবাহবিচ্ছেদের পর দুই বছর অতিক্রান্ত। তবু অভিযোগ-অনুযোগের পালা চলছে এখনও।

প্রাক্তন স্ত্রী এমসি মেরি কমের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করে বসলেন তাঁর প্রাক্তন স্বামী কারুং ওনলার। তাঁর দাবি, বিচ্ছেদের দশ বছর আগেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার।

সম্প্রতি মেরি দাবি করেছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন ওনলার। তারকা বক্সার বলেছিলেন, 'দেনার দায় ডুবে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছিল ওনলার। সেই দেনা শোধ করতে না পারায় আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।' এবার পালটা ওনলারের অভিযোগ, '২০১৩ সাল থেকে এক জুনিয়ার বক্সারের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় মেরি। তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অশান্তিও হয়। ২০১৭ থেকে আবার

কারুং ওনলারের সঙ্গে এমসি মেরি কমের সুখের সেই দিন আর নেই।

বক্সিং অ্যাকাডেমির এক কর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে মেরি।' ওনলারের দাবি, সেই প্রমাণও আছে তাঁর কাছে।

সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমি দেনা করেছি, সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছি তার প্রমাণ কোথায়!' এই কথাও বলেছেন, সন্তানদের কথা ভেবে আইনি পদক্ষেপ করছেন না তিনি।

আইসিসি-র চাপের মুখেও অবস্থানে অনড় বিসিবি

'ভারতে যাবে না মুস্তাফিজরা'

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভারতে খেলা নিয়ে অচলাবস্থা কিছুতেই কাটছে না। আইসিসির চাপের মুখেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এদিন ফের জানিয়ে দিল, মুস্তাফিজুর রহমানরা ভারতে কোনও ম্যাচ খেলবে না। বিশ্বের অন্য যে কোনও প্রান্তে খেলতে প্রস্তুত তারা। কিন্তু ভারতে দল পাঠাবে না।

আইসিসিকে লিখিত চিঠিতে এর আগে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল বিসিবি। দাবি ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, সমর্থকরা ভারতের মাটিতে নিরাপদ নয়। যদিও নিরপেক্ষ সংস্থার তদন্ত রিপোর্টে বিসিবির সেই যুক্তি ধোপে টেকেনি। জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসিও সাফ জানিয়ে দেয় ভারতেই খেলতে হবে।

অবস্থান বজায় রাখলে কী হতে পারে

- বাংলাদেশ নির্বাসিত হতে পারে
- বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা হতে পারে
- বিকল্প হিসেবে অন্য দেশকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে
- বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে বিসিবি

এদিন দুপুরে জট ছাড়াতে ভিডিয়ো কনফারেন্সে আলোচনায় বসেছিল আইসিসি ও বিসিবি। শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে হওয়া যে বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। ফলে জট সেই তিমিরেই। মত বদলাতে রাজি নয় পল্লাপাড়ের ক্রিকেট বোর্ড। নিজেদের অবস্থান এদিন ফের পরিষ্কার করে দিয়ে বিসিবির হুংকার—ভারতে খেলার প্রশ্নই নেই।

বৈঠকে বিসিবির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সহ সভাপতি শাকাওয়াত হোসেন সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। যেখানে আইসিসি ভারতে খেলার অনুরোধ জানায় বিসিবিকে। পত্রপাঠ যা খারিজ করে দেয় বিসিবির আধিকারিকরা। নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কথা তুলে ধরে ভারত থেকেই ম্যাচ সরানোর পালটা অনুরোধ জানায়।

> আলোচনায় আইসিসি-র সামনে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে রাখা হয়েছে। চিন্তার জায়গাগুলি আবারও তুলে ধরেছি আমরা। আবারও ভারত থেকে ম্যাচ সরানোর দাবি জানানো হয়েছে।
>
> বিসিবি-র বিজ্ঞপ্তি

চলতি স্নায়ুযুদ্ধে আইসিসিকে পালটা চাপের কৌশল। আইসিসির কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে জয় শা-দের মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে। বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'আলোচনায় আইসিসির সামনে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে রাখা হয়েছে। চিন্তার জায়গাগুলি আবারও তুলে ধরেছি আমরা। আবারও ভারত থেকে ম্যাচ সরানোর দাবি জানানো হয়েছে।'

বৈঠকে আইসিসি পালটা যুক্তি দেখায়, টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। হাতেও খুব বেশি সময় নেই। এই অবস্থায় নতুন করে সূচি বদলানো কার্যত অসম্ভব। বাংলাদেশ যদিও যে যুক্তিকে পাত্তা দিতে নারাজ। আইসিসির কোর্টেই বল ঠেলে দিয়ে ভারতে না খেলার দাবিতেই অটল। বাংলাদেশ শেষপর্যন্ত যে অবস্থান না বদলায়, তাহলে টিম জয় শা কী পদক্ষেপ নেয়, উত্তর সময়ের হাতে।

বাগানের জয়, ড্র করল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়ার লিগের ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের খুদেরা। সবুজ-মেরুনের হয়ে হ্যাটট্রিক রাজদীপ পালের। জোড়া গোল ঋষি দাসের। একটি গোল করেছে স্যামুয়েল লালরিনজুয়ালা। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব-১৪ সাব জুনিয়ার লিগের ম্যাচে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র।

৭ গোল দিয়ে দুই নম্বরে সুন্দরবন

বোলপুর, ১৩ জানুয়ারি : লিগ টেবিলে শুধু সবার শেষে থাকাই নয়, বেঙ্গল সুপার লিগে ১১ ম্যাচ খেলার পরও জয় নেই কোপা টাইগার্স বীরভূমের। মঙ্গলবার তাদের লজ্জা আরও বাড়িয়ে ৭-০ গোলে চূর্ণ করল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। একইসঙ্গে ১১ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে তারা ২ নম্বরে উঠে এসেছে। তিন নম্বরে নেমে গিয়েছে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। একাই চার গোল করেন রিচমন্ড কোয়েসি। শ্যামের জোড়া গোল রয়েছে। অন্য গোলটি হেনরির।

হ্যাটট্রিক করে শীর্ষে সৌরভরা

সেঞ্চুরিয়ান, ১৩ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের শুরুটা ভালো হয়নি। জোড়া হার দিয়ে শুরুর সেই ধাক্কা সামলে লিগের মাঝপর্বে প্রিটোরিয়া জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে। শেষ ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কেপ টাউনের বিরুদ্ধে বোনাস পয়েন্টে জয়ের সুবাদে সৌরভের দল লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে। ৮ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ২০। শেরফানে রাদারফোর্ডের (২৭ বলে ৫৩) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে প্রিটোরিয়া ৬ উইকেটে ১৮৫ রান করে। জবাবে কেপ টাউনকে ৭ উইকেটে ১৩২ রানে তারা থামিয়ে দিয়েছে। প্রিটোরিয়ার হয়ে আন্দ্রে রাসেল ৫ বলে ১১ রান করে অপরাজিত থাকা ছাড়াও ১ উইকেট নিয়েছেন।

গুজরাটের রথ রুখল মুম্বই

নভি মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি : ২ ম্যাচে ২ জয়। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে আত্মবিশ্বাসে ফুটতে থাকা গুজরাট জায়েন্টসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুরন্ত ছন্দে থাকা সোফি ডিভাইনকে মঙ্গলবার ৮ রানে ফিরিয়ে গুজরাটকে ধাক্কা দিয়েছিলেন অ্যামেলিয়া কের। কণিকা আহুজা (১৮ বলে ৩৫) ও বেথ মুনি (২৬ বলে ৩৩) তা সামলে দেন। কিন্তু

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

১৫ বলে ঝোড়ো ৩৬ রানের পথে গুজরাটের ভারতী ফুলমালি।

মুম্বইয়ের রাশ আলগা হতে দেননি শাবনিম ইসমাইল (২৫/১)। যদিও শেষবেলায় ভারতী ফুলমালির (১৫ বলে অপরাজিত ৩৬) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে গুজরাট ১৯২/৫ স্কোরে শেষ করে। ভারতীকে সংগত করেন জর্জিয়া ওয়েরহ্যাম (৩৩ বলে অপরাজিত ৪৩)। শেষ ৪ ওভারে কোনও উইকেট না খুইয়ে জুটিতে ৫৬ রান যোগ করেন এই দুই ব্যাটার।

নতুন বলে রেণুকা সিং ঠাকুর ও কাশভি গৌতম মুম্বইয়ের দুই ওপেনার গুনালান কমলিনী (১৩) ও হেইলি ম্যাথিউজকে (২২) ফিরিয়ে চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যদিও হরমনপ্রীত কাউরের (৪৩ বলে অপরাজিত ৭১) ওপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি। প্রথমে আমনজ্যোৎ কাউর (৪০) ও নিকোলা ক্যারিকে (অপরাজিত ৩৮) নিয়ে তিনি মুম্বইকে ১৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৯৩ রানে পৌঁছে দেন।

বিরাটদের হোম ম্যাচ নভি মুম্বই, রায়পুরে
-খবর এগারোর পাতায়

Tender Notice
The Tender inviting Authority of Gadong-I Gram Panchayat, has decide to invite the e-NIT No-gadong-I GP/NIT-001/2025-26 Last date of bid submission-27/01/2026. For more details, please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Gadong Gram Panchayat

পাহাড়পুর জন কল্যান সংঘ ও পাঠাগার-এর লাকি কুপনের ফলাফল
জলপাইগুড়ি, খেলার তারিখ- ১২ই জানুয়ারি ২০২৬
১ম পুরস্কার- 66847
২য় পুরস্কার- 38876
৩য়- 78768, ৪র্থ- 67984,
৫ম- 27618, ৬ষ্ঠ- 26000,
৭ম- 35795, ৮ম- 12044,
৯ম- 32404
১০ম পুরস্কার ১০ জনকে
০১- 75922, ০২- 12429, ০৩- 18625, ০৪- 45021, ০৫- 35891, ০৬- 61902, ০৭- 33192, ০৮- 28869, ০৯- 58593, ১০- 77968

দুনের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের স্কুল শুরু ফেব্রুয়ারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : দুন হেরিটেজ স্কুলের হাত ধরে শিলিগুড়িতে পা রাখছে ইস্টবেঙ্গলের স্কুল অফ এক্সেলেন্স। গত শুক্রবারই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই দুনের মাঠে আলো দেখতে চলেছে এই ফুটবল স্কুল।

শিলিগুড়িকে এমন একটা স্কুল উপহার দিতে পারার জন্য দুনের ডিরেক্টর শিবম ভট্টাচার্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি কুনহাকে। শিবম বলেছেন, 'আমাদের স্পোর্টস ডে-তে এসে অ্যালভিটো স্কুলের মাঠ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। বলেছিলেন, কলকাতায় এর চেয়ে অনেক ছোট মাঠে ইস্টবেঙ্গল ট্রেনিং করাচ্ছে। আপনারা চেষ্টা করছেন না কেন? তাঁর কথাতেই সাহস করে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের (নীতুদা) কাছে আমাদের স্কুলের পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা তুলে ধরি। তারপর গত শুক্রবার চুক্তি স্বাক্ষর হয়।' ফুটবল স্কুলের পুরো

দুন হেরিটেজ স্কুলের এই মাঠেই হবে ইস্টবেঙ্গলের স্কুল অফ এক্সেলেন্স।

কর্মকাণ্ডই ইস্টবেঙ্গলের তত্ত্বাবধানে হবে বলে এদিনই শিবম জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১০, ১৩, ১৫ ও ১৭ ছেলেমেয়েরা স্কুল অফ এক্সেলেন্সে সুযোগ পাবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই কলকাতা থেকে সরাসরি যা পরিচালনা করবে।'

ঠিক কী সুযোগ-সুবিধা এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে? শিবম জানালেন, বছরে দুইবার স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্ট প্রকাশ করবে ইস্টবেঙ্গল। মেন্টর হিসেবে ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলাররা ১-২ মাস অন্তর এসে ট্রেনিং সেশন করাবেন। সেইসঙ্গে স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে যেখানে সম্ভব সেই সমস্ত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করবে ইস্টবেঙ্গল। সপ্তাহে তিনদিন স্কুল ছুটির পর দুনের মাঠে প্রশিক্ষণ হবে।

ইস্টবেঙ্গল স্কুলে যোগ্য শিক্ষার্থীর খোঁজে খুব শীঘ্রই পাহাড়ে ট্রায়াল নেওয়ার কথাও মঙ্গলবার শিবম শুনিয়ে রেখেছেন।

সিদ্ধার্থর ৪ উইকেট

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার জেওয়াইসিসি ৫ উইকেটে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। প্রথমে অগ্রগামী অল আউট হয় ৮৫ রানে। জয়দীপ বন্দোপাধ্যায়ের অবদান ২৭ রান। সিদ্ধার্থ রাউত ১৪ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে জেওয়াইসিসি ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অমর্শী সাহা ২৩ রান রেখে এসেছেন। প্রীতম রাউত ২৭ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

সেরা তনভির-বিহান

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ জানুয়ারি : দক্ষিণপাড়ার দক্ষিণায়ন ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৭ নৈশ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল তনভির ঘোষ-বিহান ঘোষ। ফাইনালে তারা ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মৈনাক দে-দেব মণ্ডলকে।

অবসরে প্রাক্তন নাইট কারিয়াপ্পা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি : একত্রিশেই অবসর কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন স্পিনার কেসি কারিয়াপ্পার। পাঞ্জাব কিংসের হয়েও খেলেছেন। প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় পা রাখলেও লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেনি। মাঝারিয়ানায় আটকে গিয়েছেন কারিয়াপ্পা। সবমিলিয়ে ১১টি আইপিএল ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ১৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৭৫ উইকেট নিয়েছেন।

সমাজমাধ্যমে কর্ণাটকের লেগস্পিনার লিখেছেন, 'রাস্তা থেকে শুরু করে আলোক ঝলমলে স্টেডিয়ামে বড় দলের জার্সি পরার গর্ব। দীর্ঘসময় যে স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। আজ থামার সিদ্ধান্ত। অবসর নিচ্ছি বিসিসিআই পরিচালিত সব ধরনের ক্রিকেট থেকে। এই ক্রিকেট সফর আমাকে সবকিছু দিয়েছে। জয়ের আনন্দে যেমন ভেসেছি, তেমনই হারে ভেঙে পড়েছি। শিখেছি কীভাবে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। চাপ, যন্ত্রণা, আত্মত্যাগ—সবকিছু নিলিয়ে ক্রিকেট সফর উপভোগ করেছি।'

ভালোবাসার ক্রিকেটকে অবশ্য পুরোদস্তুর বিদায় জানাচ্ছেন না। বিসিসিআই পরিচালিত ক্রিকেটে থেকে অবসর নিয়ে আপাতত চোখ বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে। অবসর ঘোষণায় সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখেন কারিয়াপ্পা। ২০১৫-র নিলামে ২.৪ কোটি টাকা দর ওঠার (কেকেআর) পর প্রচারের আলোয় আসেন কারিয়াপ্পা। অভিষেক ম্যাচে এবি ডিভিলিয়ার্সের উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে শিলাব্রত রায়। ছবি : অনীক চৌধুরী

শুরু অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেট

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : সিএবি-র পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার থেকে এফইউসি ময়দানে শুরু হল অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় জুনিয়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রথম ম্যাচে এসপি রায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৬ উইকেটে হারিয়েছে ডিসিএ ধূপগুড়িকে। টসে জিতে ধূপগুড়ি ২৭ ওভারে ১১৫ রানে অল আউট হয়। ধীরাজ দাস ৩৩ রানে ৪ উইকেট নেয়। জবাবে এসপি রায় ১৮ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা শিলাব্রত রায় ৩৫ রানে অপরাজিত থাকে। রাহুল রায় ২৭ রানে নিয়েছে ২ উইকেট।

বড় জয় বাঘা যতীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে মঙ্গলবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ২৭৬ রানে চূর্ণ করেছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে বাঘা যতীন ৪২ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৬৪ রান তোলে। রোশন শা ৭৩ রান করে। দেব পাল ও আলিশান আলি আনসারির অবদান ৬০ রান। দেবাঙ্গ পাল ৬৬ রানে ৪ উইকেট নেয়। জবাবে সরোজিনী ৩৫.৫ ওভারে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। অরিজিৎ ঘোষ রেখে এসেছে ২০ রান। দেব পালের শিকার ১০ রানে ৩ উইকেট।

বিষ্ণুর দাপটে জয়ী নকশালবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৯ উইকেটে জিতেছে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। সিয়াম মাঠে টসে জিতে সুভাষ ৩৭.৪ ওভারে ৯৪ রানে সব উইকেট হারায়। আদর্শ রায়ের অবদান ২৯ রান। বিষ্ণু দাস ১৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করেন তন্ময় রায় (১৯/২) এবং কৃষ্ণ রায়ও (২১/২)। জবাবে ইউনাইটেড ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বিষ্ণুর অবদান ৩৯ রান।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন বিষ্ণু দাস।